ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার লিখিত কথা ডাকাইতভিন্ন রাহাজন অর্থাৎ বাটপাড়দিগের মোকদ্দমারো সহিত সম্পর্ক রাখিবার অর্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ১৬ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ৫ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ৬ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৬ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ২০ শহর জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ১০ ধারাতে মশহূর ডাকাইতদিগের ফেয়লজামিনীর হুকুম হওনের অর্থে যাহা লেখা যায় তাহা ডাকাইতভিন্ন মশহূর রাহাজন অর্থাৎ বাটপাড়দিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা উচিত ও বিহিত বুঝা গেল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার লিখিত কথা আর যে২ লোকের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার লিখিত দাঁড়া মশহূর ডাকাইতদিগের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্করাখণের অতিরিক্ত যে কোন প্রকার রাহাজন অর্থাৎ বাটপাড়লোকেরা এমত বদমাইশ যে তাহারদিগকে উত্তরকালে সৎকর্ম্ম ও আচরণ করিবার মাতবর ফেয়লজামিন লওন বিনা ছাড়িয়া দেওনেতে লোকদিগের বিরুদ্ধ ও হানি হইতে পারে তাহারদিগেরো মোকদ্দমার সহিত সম্পর্করাখিবেক ইতি।

৩ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব ও অন্য সাহেবেরা অর্পিত কর্ম্মকরণেতে এই ধারার লিখিত

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এবং অন্য যে সাহেবেরা যে সকল কয়েদী মাতবর ফেয়লজামিন না দেওনপ্রযুক্ত কয়েদ আছে তাহারদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করিবার কার্য্যে বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদিগের আবশ্যক যে উপরের উক্ত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৮ আইনের লিখিত হুকুমের শামিলে থাকিলে যে মত

হুকুমমতাচরণ করিবার কথা।

মত আপনারদিগ্‌কে অর্পণহ্‌ওয়া কর্ম্মকরণের মধ্যেতে তদনুসারে কার্য্য করিতেন এপ্রকারেও সেইমত ঐ হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তাহার মত আচরণ করেন্ ইতি।

VOL. VI. 446.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

পঞ্চোত্তরা ও পরমিট ও আফীন ও নিমক মহালের মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে বোর্ডের এক আলাহিদা সিরিশ্‌তা মোকরর করণের এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ২২ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ১১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ১২ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৬ সালের ১৩ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ২৬ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক উচিত ও উত্তম বুঝা গেল যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কেবল আপনারদিগের ক্ষমতার তাবে জিলার মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণেতেই দৃষ্টি ও মনোযোগ থাকে বিশেষতঃ কখনং আবশ্যক হইলে ঐ সাহেবদিগের ঐ জিলাতে গমন করিবার অবকাশ হইবার নিমিত্তে ইহা আবশ্যক হইল যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ভারহইতে সরকারী মাসুলের ও পরমিটের মাসুলের কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহের ক্ষমতা ছাড়া করা যায় এবং সরকারের যে মালওয়াজিবী ঐং মাসুলের দ্বারা পাওয়া যায় তাহার আধিক্য হইবার ও সমস্ত লোকের হিত ও আসান ও আরাম অধিক হইবার নিমিত্তে উপযুক্ত বোধ হইল যে সুবে বাঙ্গালার মধ্যের পরমিট ও পঞ্চোত্তরার মোতালক কার্য্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার এক আলাহিদা বোর্ডের সিরিশ্‌তাতে মোকররহওয়া সাহেবদিগের প্রতি দেওয়া যায় ও ঐ সাহেবেরা রবিবার ও ছুটীর অন্যং দিবস সেওয়ায় প্রতিদিন পরমিট ও পঞ্চোত্তরার মোতালক কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে বৈঠক করেন্ এবং ঐ সাহেবেরা এদেশের তেজারতের কারবারের ও তাহার উপর মোকররহওয়া মাসুলের দ্বারা সরকারী মালওয়াজিবী তহসীলহওনের মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহহওনের অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং হুকুম হয় তদনুসারে কার্য্য করেন্ এবং ইহা উপযুক্ত বোধ হইল যে পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীনের ও নিমক মহালের কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহ এক সিরিশ্‌তার হুকুম ও ক্ষমতার অধীন হয় এবং উচিত বুঝা গেল যে কলিকাতা রাজধানীর মোতালক ভূমির রাজস্বতহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত বোর্ডের সাহেবদিগের কোনং সিরিশ্‌তা শুধরা যায় অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১ পহিলা মাইহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

হেতুবাদ

২ ধারা।

২ ধারা।

এই প্রকরণের উক্ত আইনের লিখিত কোন২ হুকুম রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ও ১০ আইনে কি ঐ সালের পরে নির্দ্দিষ্ট হওয়া অন্য২ আইনেতে সুবে বাঙ্গালাতে সরকারী মাসুলের ও পরমিটের মাসুলের কালেক্‌টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারকেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা ও হুকুমের তাবে থাকিবার অর্থে যে২ হুকুম এবং সরকারের যে মাল ওয়াজিবী ঐ২ মাসুলের দ্বারা পাওয়া যায় তাহার মোতালক কর্ম্মকার্য্যের ভার উপরের উক্ত আইনের লিখনমত ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি থাকিবার অর্থে যে সকল হুকুম লেখা যায় তাহা এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন২ হুকুম রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত যে হুকুমমতে নিমকের ও আফীনের এজেণ্ট সাহেবেরা ও নিমক মহালের চৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারকেরা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে থাকেন্ এবং ঐ২ আইনের লিখিত ক্ষমতা ও ভার ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি হইয়াছে সে সকল হুকুম এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

যে বোর্ডের সিরিশ্‌তাতে নিযুক্ত হওয়া সাহেবেরা পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেব নামে খ্যাত হইবেন তাহা মোকরর হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এক আলাহিদা বোর্ডের সিরিশ্‌তা মোকরর হইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিহিত বিবেচনাক্রমে যত জন সাহেব ঐ সিরিশ্‌তাতে মোকরর হন তাঁহারদিগের প্রতি সরকারের মালওয়াজিবী যাহা পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও নিমক ও আফীনের দ্বারা পাওয়া যায় তাহার মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের ভার হইবেক ও ঐ সাহেবেরা পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীনের ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেব নামে খ্যাত হইবেন ইতি।

পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেবেরা সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুলের বিষয়ে যে২ ক্ষমতামতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বে যেমত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে সরকারী মাসুলের ও পরমিটের মাসুলের বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতামতাচরণ ও আর যাহা২ করিতে হয় তাহা করিতেন উত্তরকালে সেইমত উপরের প্রকরণের লিখিত বোর্ডের সাহেবেরা ঐ মাসুলের বিষয়ে সেই ক্ষমতামতাচরণ ও কর্ত্তব্য কার্য্যকর্ম্ম করিবেন ইতি।

পরমিট ও পঞ্চোতরা ও আফীন ও নিমকমহালের বোর্ডের সাহেবদিগকে নিমক ও আফীন বিষয়ে যে২ ক্ষমতার্পণ হইল তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে আফীনের ও নিমক মহালের বিষয়ে যে২ ক্ষমতামতাচরণ করিতেন উত্তরকালে পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেবেরা সেই ক্ষমতামতাচরণ করিবেন ইতি।

বোর্ডের সাহেবদিগের

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ও কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগ্‌হইতে অন্য যে২ সাহেবেরা তাঁহারদিগের হুকুমের তাবে

হন

হন তাঁহারদিগের আপনং কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তহওনের পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবেরা সরকারের মালগুজারীর মোতালক কর্ম্ম নির্ব্বাহ ও তাহা তহসীলকরণের কর্ম্মে মোকরর হন তাঁহারদিগের হলফের নিমিত্তে বিলায়তের হুকুমমতে যে পাঠ নিরূপণ হইয়াছে সেই পাঠে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কিম্বা অন্য যে সাহেব কি সাহেবদিগকে ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের বৈঠকে এই কর্ম্মের নিমিত্তে মোকরর করেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের হজুরে হলফ করিতে হইবেক ইতি।

ও কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর অন্য যে সাহেবেরা তাঁহারদিগের তাবে তাঁহারদিগের হলফের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কৌন্সেলের বৈঠকেতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে পরমিট ও পঞ্চোত্তরা ও আফীন ও নিমক মহালের বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি এই আইনানুসারে যেং ক্ষমতার কার্য্যকরণের ভার হইল যখন কোন হেতুপ্রযুক্ত উচিত ও উত্তম বোধ হয় তখন ঐ সাহেবদিগের একজন সাহেবকে ঐ সকল ক্ষমতার কার্য্যকরণের হুকুম দেন্ ও ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে এ ক্ষমতাও আছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ অতিত্বরা হইবার নিমিত্তে তাহা অংশক্রমে নির্ব্বাহহওয়া কিম্বা তাঁহারদিগের কোন সাহেবকে বিশেষ কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের ভার দেওয়া উচিত ও উত্তম বোধ হয় তখন ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি তাঁহারদিগের প্রত্যেক সাহেব আলাহিদাং এক সময়ে এক স্থানে কি ভিন্নং স্থানে ঐ সকল ক্ষমতার কার্য্য কিছুং করিয়া করিবার ভার আপনারদিগের প্রতি লইবার অর্থে হুকুম দেন ইতি।

এই আইনানুসারে যে ক্ষমতার কার্য্যকরণের ভার বোর্ডের সকল সাহেবের প্রতি হইয়াছে ঐ বোর্ডের একজন সাহেবকে সেই সকল ক্ষমতার কার্য্য করিবার হুকুম দিতে শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ঐ সাহেবদিগের প্রত্যেক সাহেবকে এক সময়ে এক স্থানে কি ভিন্নং স্থানেতে ঐ সকল ক্ষমতার কার্য্য কিছুং করিয়া করিবার হুকুম দিতেও শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

VOL. VI. 449.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

কলিকাতার হুকুমের তাবে টাক্‌শালের মোতালক কর্ম্মকার্য্যের বিষয়ে এক্ষণে যেং আইন চলন আছে তাহার লিখিত কোনং কথা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ২৫ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ১২ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ১৩ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৬ সালের ৩ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ১ শহর রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ও ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের অনুসারে লোকদিগেরে কলিকাতা ও বারাণস ও ফরোখাবাদের টাক্‌শালেতে জরবের নিমিত্তে তাহারদিগের দাখিলকরা সোণা কি রূপা কিম্বা তাহার সিক্কার বদলে টাক্‌শালের সাহেবের দেওয়া সর্ট্টিফিকটের লিখিত জরবকরা আশ্‌রফী কি টাকাআদি দিবার নিমিত্তে নিরূপিত মিয়াদ মোকরর হইয়াছে কিন্তু কোনং সময়ে ঐং টাক্‌শালেতে সোণা কি রূপা এত অধিক আমদানী হয় যে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার সিক্কা জরব্‌ হইতে পারে না ও ঐ সকল সোণা ও রূপার মালিকদিগকে তাহার বাবৎ যে সকল সর্ট্টিফিকট্‌ দেওয়া যায় তাহাতে লেখা থাকা আশ্‌রফী কি টাকাআদি ঐ সোণা ও রূপা জরবহওনের পূর্ব্বে দেওনে সরকারে ক্লেশ হয় অতএব উপযুক্ত বোধ হইল যে সর্ট্টিফিকটেতে লেখা যাইবার মিয়াদের বিষয়ে উপরের লিখিত আইনেতে যে সকল হুকুম লেখা আছে তাহা রদ করা যায় ও উত্তরকালে সর্ট্টিফিকটের লিখিত আশ্‌রফী কি টাকাআদি যেং মিয়াদের মধ্যে দেওয়া যাইবেক তাহা কখনং ইশ্‌তিহারের দ্বারা নিরূপণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকে এবং উপরের লিখিত টাকশালেতে যে সকল আশ্‌রফী ও টাকা ও তাহার রেজকী জরব্‌ হইবেক তাহার নক্‌শা ও কথার পরিবর্ত্ত করিবার ক্ষমতা ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে থাকে এই নিয়মে যে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে প্রতি আশ্‌রফী ও টাকা ও তাহার রেজকীতে যে পরিমাণে খাটী সোণা কি রূপা থাকা উচিত তাহাতে কিছু কমী না হয় এবং ইহা বিহিত বোধ হইতেছে যে রূপা জরবহওনের মামুল যে হারে মোকরর হইয়াছে জরবের নিমিত্তে দাখিলকরা সোণা কি তাহার সিক্কা জরবহওনের মামুল সেই হারে মোকরর হয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখি

তব্য

ন্তব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ ২ দাঁড়া জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই ধারার লিখিত টাকশালেতে দাখিলকরা সোণা কি রূপার মালিক দিগকে উপরের লিখিত প্রকরণ ও ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সর্ট্টিফিকটের লিখিত মুদ্রাদিতে হইবার অর্থে সাবেক আইনের লিখিত কোন২ কথা রদ হইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৮ ধারার ৪ প্রকরণেতে ও ৩১ ধারাতে ও ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণেতে ফরোখাবাদ ও বারাণস ও কলিকাতার টাকশালেতে দাখিলকরা সোণা কি রূপার মালিকদিগকে ঐ সোণা কি রূপার বাবৎ দেওয়া সর্ট্টিফিকটের লিখিত আশ্রফী কি টাকা আদি উপরের লিখিত প্রকরণ ও ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দিতে হইবার অর্থে যে২ হুকুম লেখা যায় তাহা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌনসেলেতেসর্ট্টিফিকটেতে যে২ মিয়াদ লেখা যাইবেক তাহার নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌনসেলেতে কখন২ ঐ সকল সর্ট্টিফিকটে লেখা যাইবার মিয়াদ নিরূপণ করিতে পারিবেন ও ঐ মিয়াদ নিরূপণের সম্বাদ সরকারের খবরের কাগজে ছাপা করা ইশ্তিহারের দ্বারা লোকেরদিগকে দেওয়া যাইবেক ও ঐ শ্রীযুতের হুকুমের তাবে টাকশালেতে লোকদিগের দৃষ্টি হওনের স্থানে যে এস্তালানামা লটকান যায় তাহাতেও ঐ মিয়াদ নিরূপণের কথা লেখা থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ শ্রীযুত উপরের লিখিত টাকশালেতে যে সকল আশ্রফী ও টাকা ও তাহার রেজকী জরব হইবেক তাহার নকশা ও কথার পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত টাকশালেতে যে সকল আশ্রফী ও টাকা ও তাহার রেজকী জরব হইবেক তাহার নকশা ও এবারত অর্থাৎ কথা পরিবর্ত্ত করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলেতে ক্ষমতা থাকিবেক ইতি

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ও ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুম শুধরিবার কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৫ ধারাতে ও ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ৬ ধারাতে যে২ হুকুম লেখা যায় তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী হইলে পর কলিকাতার টাকশালে জরবের নিমিত্তে দাখিলকরা সোণার বদলে তাহার মালিকের যত সিক্কা আশ্রফী পাওনা হয় তাহার মাসুল ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ২ নম্বরের নকশার লি

খিত

খিত শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে সাবেক মাসুলের বদলে শতকরা এতাবতা টাকার শতকরা কেবল দুইটাকা হিসাবে লওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের আসল ইঙ্গরেজীতে ধারার সংখ্যার অঙ্ক পাতে ভুল হইয়াছে এতাবতা ২ দ্বিতীয় ধারার স্থানে ১ ধারা লেখা গিয়াছে ও ঐমত ক্রমে শেষ ধারাপর্য্যন্ত ভুল হইয়াছে ও তাহার বাঙ্গলা তরজমাতে ঐ ভুল শুধরা গিয়াছে অতএব ঐ ইঙ্গরেজী আসল আইনেতে ভুলক্রমে যে ধারাকে ৩ তৃতীয় ধারা লেখা গিয়াছে ও ফলে সে ৪ চতুর্থ ধারা এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাতে যেখানে ঐ ধারার প্রসঙ্গ হইয়াছে সেখানে তাহার বাঙ্গলা তরজমাতে ৪ চতুর্থ ধারা লেখা গেল ও ঐ আইনেতে ভুলক্রমে যে ধারাকে ৫ পঞ্চম ধারা লেখা গিয়াছে ও ফলে সে ৬ ষষ্ঠ ধারা এই আইনের পঞ্চম ধারাতে যেখানে ঐ ধারার প্রস্তাব হইয়াছে সেখানে তাহার বাঙ্গলা তরজমাতে ৬ ষষ্ঠ ধারা লেখা গেল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইন রদ করিবার ও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরে হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ২৫ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ১২ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ১৩ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৭ সালের ৩ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ১ শহর রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

উপযুক্তমতে খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত ও লোকেরা ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত নদনদী ও ঝীলেতে পারহওনের বাবৎ মাসুল অর্থাৎ পারের কড়ি তহসীলকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইন নির্দ্দিষ্টকরণেতে যে ফলোদয়ের আকাঙ্খা ছিল তাহা হইল না ও ইহা উপযুক্ত বোধ হইল যে সরকারের কর্ম্মকর্ত্তারা খেয়াঘাটের কার্য্যনির্ব্বাহেতে যাহাতে পোলীসের সিরিশ্তার মোতালক কর্ম্মকার্য্যের সুধারা ও বাণিজ্যব্যপারের বৃদ্ধি ও প্রতুল ও পথিক লোকের গমনাগমনের সুগম হইবার ও সমস্ত লোক ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত স্বচ্ছন্দে পার হইবার নিমিত্তে যাহা উপযুক্ত ও বিহিত হয় কেবল তাহাই করেন ও ঐ সকল ফলোদয় হইবার নিমিত্তে উচিত বোধ হইল যে সম্যক প্রকারে খেয়াঘাটের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি দেওয়া যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে নীচের লিখিত তারিখহইতে তাহা কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইনের লিখিত কথা রদহওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইনের লিখিত কথা রদ হইল ও নীচের লিখিতব্য তারিখের পরে কোন প্রকারে তাহা জারী ও চলন থাকিবেক না ইতি।

তফসীল।

যে২ জিলাতে বাঙ্গলাসন চলন আছে সেখানে এই আইন জারীহওনের পর।

যে২

যেং জিলাতে বিলায়তী সন চলন আছে সেখানে বিলায়তী আগামি সন এতাবতা ১২২৭ সন আরাম্ভহওনের পর।

যেং জিলাতে ফসলী সন চলন আছে সেখানে ফসলী আগামি সন এতাবতা ১২২৭ সন আরাম্ভহওনের পর।

খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট্ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের হওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্‌টরসাহেবদিগকে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত তারিখের পরে কোন প্রকারে খেয়াঘাটের কর্ম্মেতে হাত না দেন্ ও ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতার অধীন হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে খেয়াঘাট সরকারী জানা যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের মোকামের কি তাহার আশপাশের কিম্বা যেং সরেরাস্তা দিয়া প্রায় সর্ব্বদা সরকারী সিপাহী ও লস্কর লোকের কি অন্য অনেকং লোকের গমনাগমন হয় তাহার মধ্যের খেয়াঘাট অথবা কোন বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত যে খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহ কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতার অধীন হওয়া উচিত বোধ হয় সে খেয়াঘাট সেওয়ায় কোন খেয়াঘাটকে সরকারী খেয়াঘাটের মধ্যে জানা যাইবেক না ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগকে শ্রীযুতের অনুমতিবিনা গরবন্দোবস্তী খেয়াঘাট আপনারদিগের ক্ষমতার তলে আনিতে বারণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে এ বিষয়ের নিরূপণ করিবেন যে উপরের লিখিত হুকুমমতে কোনং খেয়াঘাট সরকারী খেয়াঘাট জানা যাইয়া মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইবেক ও কোনপ্রকার কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতা নাহি যে যে কোন খেয়াঘাট এই আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে ইজারা দেওয়া যায় নাহি কি সরকারের খাস তহসীলেতে আইসে নাহি কি ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইনের লিখিত হুকুমমতে ভূমির মালগুজারীর কালেক্‌টরসাহেদিগের তরফহইতে অন্য প্রকারে তাহার বন্দোবস্ত হয় নাহি ঐ শ্রীযুতের বিনাঅনুমতিতে সে খেয়াঘাট আপনারদিগের ক্ষমতার তলে আনেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা সরকারী খেয়াঘাটের তফসীলের ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া শ্রীযুতের দৃষ্টি ও হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাঁহারদিগের বিবেচনায় উপরের লিখিত হুকুমমতে যে খেয়াঘাট সরকারী খেয়াঘাটের মধ্যে হওয়া উচিত বোধ হয় সে খেয়াঘাটের তফসীলসম্বলিত ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের মারফতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দৃষ্টি ও উপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে তথায় পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৪ ধারা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যোগ্য লোকদিগকে মোকরর্ করিতে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক এবং ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে খেয়াঘাটেতে লোকদিগের ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত পারকরণের যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার হার নিরূপণকরণের ও খেয়ার নৌকার সংখ্যা ও রকমের বিষয়ে ও খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকেরা জেয়াদা তলব না করিতে পারিবার ও সামান্যত ঐ খেয়াঘাটের মোতালক পোলীসের কর্ম্মকার্য্যের সুধারা হইবার ও পথিক লোক ও সমস্ত লোকদিগের রক্ষা ও আসান হইবার নিমিত্তে তাঁহারদিগের বিবেচনায় যে সকল হুকুম উপযুক্ত ও বিহিত হয় তাহা করেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে যোগ্য লোক মোকরর্ ও লোকদিগের ও তাহারদিগের দ্রব্যজাত পারকরণের মাসুলের ও নৌকার সংখ্যা নিরূপণাদি এই প্রকরণের লিখিত ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি এমত সাবুদ হয় যে সরকারী কোন খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন মাঝী কি অন্য ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের দেওয়া হুকুমের অন্যমতাচরণ কি অন্য বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তবে ঐ সাহেবেরা সেই মাঝী কি ব্যক্তিকে তাহাকে দেওয়া কর্ম্মহইতে তগীর করিয়া তাহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে ও এক্ষণকার চলিত আইনমতে সে যে শাস্তির যোগ্য হয় তাহার পক্ষে তাহার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত মাঝী কি অন্য ব্যক্তির কসুর সাবুদ হইলে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত মাঝী কি অন্য ব্যক্তিদিগের সরকারী সমস্ত সিপাহী ও লস্করলোককে তাহারদিগের লওয়াজিমা ও সরঞ্জাম ও লড়াইয়ের দ্রব্যজাতসমেত ও পোলীসের সমস্ত আমলা ও সরকারের এ দেশীয় অন্য কার্য্যকারক লোকদিগকে সরকারের কর্ম্ম করিতে থাকনের সময়ে কিছু মেহনতানা লওনবিনা পার করিয়া দিবার করারদাদ করিতে হইবেক ইতি।

খেয়ার নৌকার মাঝীদিগের এই প্রকরণের লিখিত লোকদিগকে কিছু মেহনতানা না লইয়া পার করিতে হইবার কথা।

৫ ধারা।

জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের আবশ্যক যে সরকারী খেয়াঘাটের তফসীলওয়ারী ৩ তিন ফর্দ্দ ফিরিস্তি আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎযুক্তে তৈয়ার করাইয়া তাহার এক ফর্দ্দ আপনারদিগের কাছারীতে লোকদিগের দৃষ্টিপাতের স্থানে ও দ্বিতীয় ফর্দ্দ কালেক্টরী কাছারীতে ও তৃতীয় ফর্দ্দ ঐ সকল খেয়াঘাট পোলীসের যে২ থানার মোতালক হয় সেই২ থানাতে সর্ব্বদা লট্কাইয়া রাখান্ ইতি।

সরকারী খেয়াঘাটের তফসীলের ফিরিস্তি মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ও কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে ও পোলীসের থানাতে লট্কান যাইবার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত খেয়াঘাট কেবল সরকারের

উপরের লিখিত খেয়া

ঘাটসকল সরকারী হই বার ও কোন ব্যক্তি ঐ২ খেয়াঘাটের নিকটে পা রের কড়ি পাইবার নি মিত্তে খেয়ার নৌকা রা খিতে না পারিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা এই প্রকরণের লিখিত দাওয়া শুনিবার কথা।

রের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিনানুমতিতে ঐ সকল খেয়াঘাটের নিকটে মেহনতানা লইয়া লোকদিগকে ও তাহার দিগের দ্রব্যজাত পার করিবার নিমিত্তে খেয়ার নৌকা রাখিতে পারিবেক না কিন্তু ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে লোকদিগের তরফহইতে এপর্য্যন্ত তাহারদিগের নিজ এখ্তিয়ারে থাকা কোন খেয়াঘাট সরকারের কর্ত্তৃত্বতলে আইসনজন্যে তাহারদিগের যে খেসারত হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া পাইতে পারিবার যে সকল দাওয়া দরপেশ হয় তা হা শুনেন্ এই নিয়মে যে যদি ঐ খেয়াঘাট এই আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে কোন ইজা রদারকে ইজারা দেওয়া না গিয়া থাকে কি সরকারের খাস তহসীলে না আসিয়া থাকে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার বন্দোবস্ত সরকারের তরফহইতে না হইয়া থাকে ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা উপ রের লিখিত দাওয়ার তহ কীক করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ —। মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের আবশ্যক যে উপরের উক্ত প্রত্যেক দাওয়ার তহকীক করিয়া তাহার বিষয়ে আপনারদিগের যে মত তাহার কথা ইঙ্গরেজী চিঠীতে লিখিয়া আপন২ এলাকা বুঝিয়া পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মারফতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দৃষ্টি ও হুকুমহওনের নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৭ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা তাঁ হারদিগের প্রতি এই আই নানুসারে অর্পিত ক্ষমতার কার্য্যকরণেতে যে২ তাৎ পর্য্যসিদ্ধ্যর্থে মনোযোগ করিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ —। যে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের এই আইনের অনুসারে সরকারী খেয়াঘাটের খবরগিরী ও বন্দোবস্তের ক্ষমতা হয় তাহারদিগের আ বশ্যক যে সরকারী খেয়াঘাটের বিষয়ে আপনারদিগের ক্ষমতার কার্য্যকরণের মধ্যে যাহাতে পোলীসের সিরিশ্তার সুধারা ও পথিক লোকের আসান ও আরাম ও তেজা রতের কারবারের বৃদ্ধি হয় ও সরকারী সিপাহী ও তাহারদিগের লওয়াজিমা অতি শীঘ্র পার হয় তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করেন্ ও উপরের লিখিত তাৎপর্য্য সিদ্ধ্য র্থে এ বিষয়ে অতিসাবধান হন্ যে উপরের লিখিত প্রতিখেয়াঘাটেতে কর্ম্মোপযুক্ত ও মজবুত নৌকা থাকে ও মাসুলের হার যত অল্প হইতে পারে তাহার নিরূপণ হয় ও ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে লোকদিগের স্থানে যত করি য়া মাসুল লওয়া যাইত কোনমতে ও কোন প্রকারে অত্যাবশ্যক হওনব্যতিরিক্ত তাহা হইতে অধিক না হয় ও তাহা লওনের প্রকারেতে ঐ সাহেবেরা যথাসাধ্য এমত দৃষ্টি রাখিবেন যে তাহাতে গরীব ও দুঃখি লোকের কিছুমাত্র ক্লেশ না হয় কিন্তু মাতবর ও উপযুক্ত লোকেরা সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার লইতে স্বীকার করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেবেরা এবিষয়েতে দৃষ্টি রাখিবেন যে মাসুল অর্থাৎ পারের কড়ি এমত পরিমাণে নিরূপণ হয় যে ঐ সকল লোকদিগের যাহা পাওয়া উপযুক্ত হয় তাহা তা হার উৎপন্ন টাকাহইতে পাইতে পারে ইতি।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কোন খেয়াঘাটের উৎপন্ন টাকাহইতে কিছু টাকা যাবৎ উপরের লিখিত তাৎপর্য্য সিদ্ধ না হয় তাবৎ সরকারের তহবীলে দাখিল হইবেক না ও যদি ঐ উৎপন্ন টাকাহইতে উপরের লিখিত তাৎপর্য্য সুন্দররূপে সিদ্ধ হওনের পর কিছু টাকা বাকী থাকে তবে তাহা কেবল সরেরাস্তা বানান কি মরামতের কি পুলবন্দীর অথবা নালানরদমা কি মোসাফির লোকের থাকিবার সরাই বানাইবার খরচআদিতে লাগিবেক ও কোন প্রকারে অন্য খরচে লাগিবেক না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত প্রকারব্যতিরিক্ত খেয়াঘাটের উৎপন্ন টাকাহইতে কিছু সরকারে দাখিল না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি কোন খেয়াঘাটের ওয়াসীলাতের দ্বারা এমত বোধ হয় যে উপরের লিখনমতে কিছু বাকী থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিলওনের পরে ক্ষমতা বরং আবশ্যক হইবেক যে ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে নিযুক্তথাকা ব্যক্তির স্থানে কিম্বা যে ব্যক্তি তাহার কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার আপনার প্রতি হইবার মনস্থ রাখে তাহার স্থানে উপরের লিখিত বাকী টাকার আন্দাজের হিসাবে মাসমাস কি তিন২ মাসঅন্তর কিস্তিবন্দীমতে যত টাকা করিয়া তলব ওয়াজিবী হয় তত করিয়া এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত তাৎপর্য্য সিদ্ধহওনেতে কিছু হানিহওনের আশঙ্কাকরণ বিনা দিবার করারে এক করারদাদ লেখাইয়া লন্ ও যদি ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে নিযুক্তহওয়া কোন ব্যক্তি এমত করারদাদ লিখিয়া দিতে স্বীকার না করে ও তাহা না করণের মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হৃদ্বোধজনক বিশিষ্ট হেতু কহিতে না পারে তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মহইতে তাহাকে ছাড়াইয়া তাহার ভার আর কোন মাতবর ও যোগ্য ব্যক্তির প্রতি দেন্ ও যদি ঐ ব্যক্তিহইতে উপরের লিখিত অস্বীকারকরণব্যতিরিক্ত তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণেতে আর কোন কসুর হইয়াছে ইহা ঐ সাহেবদিগের বোধ না হয় তবে সে ব্যক্তি জিলার চলিত সনের দৃষ্টে বাঙ্গলা কি ফসলী সাল তামাম না হওনপর্য্যন্ত আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক না ইতি।

কোন খেয়াঘাটের ওয়াসীলাতের দৃষ্টে কিছু বাকী থাকিবেক বুঝিলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যে তদবীর করিবেন তাহার কথা।

খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্তহওয়া লোকেরা উপরের লিখিত প্রকারেতে করারদাদ লিখিয়া দিবার কথা।

কোন ব্যক্তি উপরের লিখিত করারদাদ লিখিয়া দিতে না চাহিলে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যে তদবীর করিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে উপরের উক্ত খেয়াঘাটের উৎপন্ন টাকাহইতে বাকীথাকা টাকা কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় কি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কার্য্যকারকের তহবীলে দাখিল হইবেক ইহার নিরূপণের হুকুম হইবেক ও এ বিষয়ের বন্দোবস্ত মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের তরফহইতে খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে নিযুক্তহওয়া ব্যক্তি আপন কর্ম্মে দখলপাওনের সময়েতে হইবেক এই নিয়মে যে খাজানা তহসীলের যোগ্য খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে যে সকল লোক নিযুক্ত হয় তাহারা যখন আপন২ শিরের ওয়াজিবী দেনা কিস্তিবন্দীর টাকা সরকারের কার্য্যকারক সাহেবের তহবীলে দাখিল করিবেক তখন তাহারা ঐ সকল টাকার রসীদ ঐ কার্য্যকারক সাহেবের মোহর ও দস্তখৎযুক্তে চাহিতে ও পাইতে পারিবেক ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই প্রকরণের লিখিত কোন তহবীলে বাকী টাকা দাখিলহওনের প্রকার নিরূপণ করিবার কথা।

৮ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদিগের স্থানে তাহারদিগের সদাচরণকরণের জামিনী ও সরকারী খাজানা সময়শিরে দাখিল করণের অর্থে মালজামিনী লইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে যেং লোক নিযুক্ত হয় তাহারদিগকে সদাচরণ ও পাওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহ সুন্দররূপে করণের অর্থে জামিনী দাখিল করিতে হুকুম দেন্ ও যখন ঐং লোক উপরের ধারার লিখিত কথামতে সালিয়ানা খাজানার টাকা দিবার করারদাদ লিখিয়া দেয় তখন তাহারদিগের স্থানে ওয়াজিবী তলবের টাকা সময়শিরে দাখিল করিবার অর্থে মালজামিনীও লন্ ইতি।

৯ ধারা।

সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত লোকেরা দশ দিন পূর্ব্বে এস্তেলা দেওন ও বাকী টাকা দাখিলকরণের পরে আপন কর্ম্ম ইস্তাফা করিতে পারিবার কথা।

খাজানা তহসীলের যোগ্য কি অযোগ্য সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভারে নিযুক্তহওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি দশ দিন পূর্ব্বে এস্তেলাদেওনের ও আপন শিরে বাকী থাকিলে বাকী টাকা দাখিলকরণের পরে আপন কর্ম্ম ইস্তাফা করিতে পারিবেক ও এমত প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে যে ব্যক্তি আপন কর্ম্ম ইস্তাফা করে কিম্বা যে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হয় তাহাকে এমত হুকুম দেন্ যে সেই খেয়াঘাটের মোতালক নৌকা তাহার স্থানে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহাকে ওয়াজিবী মূল্য লইয়া দেয় অথবা সেই খেয়াঘাটের নিমিত্তে নূতন নৌকা তৈয়ার না হওনপর্য্যন্ত তাহাতে সাবেক নৌকারাখণের ও তাহার মালিককে কেরেয়া দেওনের হুকুম করেন্ ইতি।

১০ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের সরকারী খেয়াঘাটের বাবৎ বাকী টাকা বাকীদারদিগের কি তাহারদিগের মালজামিনদিগের স্থানে উসুলকরণেতে যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

যদি খাজানা তহসীলের যোগ্য সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া কোন ব্যক্তি ওয়াজিবী দেনা সালিয়ানা খাজানার টাকার মধ্যে কিছু সময়শিরে দাখিল করিতে কসুর করে তবে তৎক্ষণাৎ আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক হইবেক যে প্রকৃতার্থে বাকীদারের যত টাকা ওয়াজিবী দেনা তাহা জ্ঞাতহওনের ও তাহার কথা আপন রুবকারীতে লিখনের পরে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার লিখনমতে সরকারের দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালত সম্পর্কীয় আমলালোকের কারসাজী করিয়া তসরুফকরা টাকা উসুলের নিমিত্তে যে তদবীর করিয়া থাকেন্ এই সকল বাকী টাকা বাকীদারের কি তাহার মালজামিনের স্থানে উসুল করিবার জন্যে ঐ সাহেবেরা সেই তদবীর করিবেন কিন্তু ঐ সাহেবদিগের ঐ বাকীদার বাকী টাকা না দিবার বিষয়ে যেং ওজর দরপেশ করে তাহাতেও মনোযোগ করিতে হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

সরকারী খেয়াঘাটের

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে খাজানাতহসীলের যোগ্য কি অযোগ্য সরকারী

খেয়াঘাটের

খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্তহওয়া সমস্ত লোকদিগকে তাহারা ঐ খেয়াঘাটের কর্ম্মের ভারলওনের সময়ে ইহা জানাইয়া দেওয়া যাইবেক যে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা খেয়াঘাটে পারহওনের বাবৎ মামুল যে হারে লওয়া উচিত তাহা কমাইতে কি কোনং সময়ের ও সর্ব্ব সামান্য হিতের দৃষ্টে কোনং লোকদিগের পারের কড়ি মাফ করিতে পারিবেন ও যখন উপরের লিখিত তদবীরের কোন তদবীর করা যায় তখন সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্তথাকা ব্যক্তি আপন ভারের কর্ম্ম ইস্তাফা করিতে পারিবেক ও এমত প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে খেয়াঘাটের মোতালক সমস্ত নৌকা তাহার আরং সরঞ্জামসমেত ওয়াজিবী মূল্য দিয়া খরীদ করেন্ কি ঐ ব্যক্তির স্থানে অন্য যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহাকে খরীদ করিবার হুকুম দেন্ ইতি।

কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদিগকে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ঐ খেয়াঘাটের মামুলের হার কমানআদি এই ধারার লিখিত ক্ষমতাথাকনের কথা জানাইবার কথা।

নিয়মের কথা।

১২ ধারা।

নিয়মের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব খাজানাতহসীলের যোগ্য সরকারী খেয়াঘাটের বিষয়ে উপরের লিখিত কোন তদবীর করেন্ তবে ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাহা করণের অর্থে হুকুম দিবার সময়ে সেই খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্তথাকা ব্যক্তিকে তাহার ওয়াজিবী দেনা খাজানায় কিছু কমী পাইবার সম্বাদ দেওয়ান্ ইতি।

যদি খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সেই খেয়াঘাটের বাবৎ যে খাজানা মাজিষ্ট্রেট্সাহেব তলব করেন্ তাহা দিতে নারাজ হয় তবে তাহার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুম আমলে আনিয়া সে যত টাকা দিতে রাজী থাকে তাহার কথা ঐ সাহেবের হুকুমনামার জওয়াবেতে লিখিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি উপরের লিখিত সরকারী খেয়াঘাটের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মোকররকরা খাজানার টাকা দিতে রাজী না হয় কি তাহা দিতে না পারে তথাপি ঐ সাহেবদিগের হুকুম অবিলম্বে আমলে আনিয়া ঐ সাহেবদিগের হুকুমনামার জওয়াবেতে সে খাজানা যে আন্দাজ দিতে রাজী থাকে তাহা লিখিবেক যদি সেই আন্দাজ যে খাজানা দিতে রাজী থাকে তাহা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অনুপযুক্ত বোধ হয় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে নৌকাসকল তাহার সরঞ্জামসমেত খরীদকরণের পরে তাহাকে কর্ম্মহইতে তগীর করিয়া অন্য ব্যক্তিকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করেন্ কিন্তু ঐ ব্যক্তির স্থানে সে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমনামার জওয়াব পাঠাইবার তারিখের পরে যে কএক রোজ খেয়াঘাট তাহার জিম্মা থাকে সে কএক রোজের খাজানা সে সালিয়ানা মোটে যত খাজানা দিতে রাজী থাকে তাহার হিসাবে লওয়া যাইবেক ইতি।

ঐ ব্যক্তি কর্ম্মহইতে তগীর ও বাকী টাকা তলব হইবার কথা।

১৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুম যে খেয়াঘাট সরকারী খেয়াঘাটসকলের মধ্যে জানা যাইবার স্পষ্ট হুকুম হয় কেবল সেই খেয়াঘাটের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা উপরের লিখিত খেয়াঘাট

মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে সরকারী খেয়াঘাটসেওয়ায় অন্য খেয়াঘাটের বিষয়ে

পোলীসের সিরিশ্‌তার সুধারা ও পারহওনিয়া লোকের ও তাহারদিগের দ্রব্য জাতের রক্ষার্থে যাহা আবশ্যক হয় তাহা ব্যতিরিক্ত আপনারদিগের ক্ষমতাচরণ করিতে বারণ হওনের কথা।

পারহওনিয়া লোকেরা কি তাহারদিগের দ্রব্য জাত জলে ডুবিলে ও ইহা মাঝী লোকের গাফিলীতে হইয়াছে সাবুদ হইলে তাহারা যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

য়াঘাটসেওয়ায় আর কোন খেয়াঘাটের বিষয়ে পোলীসের সিরিশ্‌তার সুধারা ও পারহওনিয়াদিগের ও তাহারদিগের দ্রব্যজাতের রক্ষার নিমিত্তে যাহা করণের আবশ্যক হয় তাহা সেওয়ায় কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি খেয়ার নৌকাতে পারহওনিয়া কোন ব্যক্তি নৌকা ওলট্‌পালট্‌ হওয়া কি ডুবিয়া যাওয়াতে ডুবিয়া মরে কি তাহাতে মরণাশঙ্কাতে পড়ে কি তাহাতে তাহার কোন দ্রব্যজাত ডুবিয়া যায় কি নোকসান হয় ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে এমত প্রমাণ হয় যে এদুর্ঘট নৌকাতে অনেক লোক চড়িবাতে কি অধিক দ্রব্যজাত বোঝাইহওয়াতে নৌকা ভারী বোঝাইহওনপ্রযুক্ত কি দাঁড়ী মালার অল্পতা কি খেয়ার নৌকা বেমরামতীহওনহেতুক হইয়াছে তবে ইহা ঘাটমাঝী কি খেয়ার নৌকার মাঝীর জ্ঞাতসারে অর্থাৎ জানাশুনাতে হইয়া থাকিলে সেই মাঝী দুইশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা হওন কি ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ হওন অনুসারে শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা খেয়াঘাটের ওয়াজিবী কৈফিয়ৎ তৈয়ার করাইবার কথা।

ঐ সকল কৈফিয়তে যে২ কথা লেখা থাকিবেক তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্‌ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের আবশ্যক যে খেয়াঘাটের তফসীলের বাবৎ কৈফিয়ৎ তৈয়ার করিয়া প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ১ তারিখে এলাকা বুঝিয়া পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্‌ ও ঐ সকল কৈফিয়তে প্রতিজিলার খেয়াঘাটের সংখ্যা ও খাজানা তহসীলের যোগ্য খেয়াঘাটের উৎপন্ন টাকাহইতে বাকী যত টাকা খাজানাখানায় দাখিল হইয়াছে ও এই আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে তাহা কোন্‌ খরচে লাগিয়াছে ইহা লেখা থাকিবেক ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের আবশ্যক যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ কৈফিয়তের খোলাসা পাঠাইবার সময়ে এই আইন নির্দ্দিষ্ট করণের যে তাৎপর্য্য তাহা সহজে সিদ্ধ ও খেয়াঘাটের সিরিশ্‌তার সুধারা হয় অন্য যে উপায়েতে তাহার বিষয়ে আপন২ মত লিখিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান্‌ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ৭ সপ্তম আইন।

কোন২ কসুর ও ত্রুটির তজবীজ ফৌজদারী আদালতেতে হইবার ও ঐ সকল কসুর করনিয়ারা যে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ৯ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ২৬ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ২ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ২৭ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৬ সালের ২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ১৫ শহর রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ইহা বিদিত হইল যে সরকারের শাসিত দেশে কোন২ স্থানেতে বিশেষতঃ শহরেতে অনেক২ অকর্ম্মণ্য ও কদর্য্য লোকেরা বিশেষতঃ মায়াবী ও কুট্টনী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা ঐ সকল শহরের ছোট বড় লোকদিগের স্ত্রী ও অবিবাহিতা কন্যারদিগকে ভ্রামক বাক্যেতে ভুলাইয়া বেশ্যা ও ব্যভিচারিণী কি কোন অসঙ্গত প্রকারেতে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা পায় ও তাহারদিগের এ প্রকার অসঙ্গত ও বিরুদ্ধাচরণ ও ক্রিয়াকরণেতে ঐ সকল লোকদিগের কুলে কলঙ্ক ও মানহানি ও সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত হয় এবং ঐ সকল স্ত্রী লোকের ও তাহারদিগের স্বামী ও পিতামাতার অত্যন্ত হানি ও ক্ষতি হয় ও তদ্ব্যতিরিক্ত ঐ শ্রীযুতের হজুরে ইহা জানা গেল যে অনেক২ লোক আপনারদিগের স্ত্রীপুত্রাদিহইতে অন্তর হইয়া সঙ্গতি ও শক্তি থাকিতে তাহারদিগের নির্ব্বাহের তত্ত্বাবধারণকরণেতে তাচ্ছল্য করে ও ইহাতে সে নিরুপায়েরা ব্যাকুল ও ব্যস্তসমস্ত হয় এবং ভিন্নস্ত্রীতে জন্মান সন্তানদিগের পিতারা তাহারদিগের ও তাহারদিগের জননীদিগের নির্ব্বাহের তত্ত্বাবধারণেতে মনোযোগ করে না ইহাতে তাহারদিগের দুরবস্থা হয় ও লোকেরা এমত২ কসুর এতাবতা অতিঅসঙ্গত আচরণ না করিবার নিমিত্তে অবিলম্বে ফৌজদারী আদালতেতে তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজ হওয়া ও ঐ২ কসুর সাবুদ হইলে তাহাকরণিয়াদিগের শাস্তিপাওয়া সর্ব্বপ্রকারেতে বিহিত বোধ হইল তদ্ব্যতিরিক্ত ইহা উচিত ও উত্তম বোধ হইতেছে যে যদি কারীগর লোক ও নফরচাকর লোকহইতে এমত২ কসুর হয় যে তাহার নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনেতে কোন হুকুম ও উপায় না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহার তজবীজ এ ইনিয়মেকরিতে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যায় যেঐ কারীগর ও নফরচাকর লোকের তাহারদিগের মুনীবের স্থানে যাহা পাওনা হয় তাহা তাহারা পাইতে পারে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল

হইতে

হইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে তাহা কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

যাহারদিগের প্রতি কোন বিবাহিতা কি অবিবাহিতা স্ত্রীলোককে বেশ্যা কি পরপুরুষভোগ্যা করিবার প্রবৃত্তিদেওনের কসুর সাবুদ হয় তাহারা যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

যদি কোন জিলা কি শহরের ফৌজদারী আদালতের তাবে কোন ব্যক্তির প্রতি মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে এমত কসুর সাবুদ হয় যে ঐ ব্যক্তি বিবাহিতা যে কোন স্ত্রী আপন স্বামির রক্ষণাবেক্ষণে কি ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে তাহার স্বামির নিযুক্ত করা অন্য কোন ব্যক্তির আবরণেতে থাকে তাহাকে কিম্বা অবয়ঃপ্রাপ্তা এতাবতা ১৫ পঞ্চদশ বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রমের অবিবাহিতা যে কন্যা পিতামাতার কি অন্য কর্ত্তা ব্যক্তির কি আর যে কোন ব্যক্তি তাহারদিগের তরফহইতে তাহার রক্ষণাবেক্ষণার্থে নিযুক্ত থাকে তাহার বাটীতে থাকে তাহাকে তাহার স্বামী কি পিতামাতা কি অন্য কর্ত্তা ব্যক্তির অসম্মতিতে ভ্রামক বাক্যেতে ভুলাইয়া তাহারদিগকে বেশ্যা ও পরভোগ্যা করিবার কি কোন নিষিদ্ধ মতাচরণ করিবার প্রবৃত্তি ও লোভ দেয় কিম্বা যদি কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যেরে ঐ অসঙ্গত ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মকরণের প্রবৃত্তি দেওনের কসুর সাবুদ হয় তবে এমত২ লোকেরা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যে মিয়াদ ও সংখ্যা উপযুক্ত হয় সেই মিয়াদ ও সংখ্যায় কয়েদহওন ও জরীমানাদেওনানুসারে শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক এই নিয়মে যে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ সকল লোকদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার লিখিত শাস্তিহইতে এতাবতা ছয় মাসপর্য্যন্ত মিয়াদে কয়েদকরণ ও ২০০ দুইশত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা লওন ও ঐ জরীমানার টাকা দাখিল না করিলে আর ছয় মাস মিয়াদে কয়েদকরণহইতে অধিক শাস্তির হুকুম কোন প্রকারে দিতে পারিবেন না ও যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেব এমত বুঝেন যে উপরের লিখিত কসুরের কোন কসুরকরণিয়া আদালত ও ন্যায়মতে উপরের লিখিত শাস্তিহইতে অধিক শাস্তিপাওনের যোগ্য তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহাকে দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার কসুরের তজবীজ হইবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ করেন ও দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওয়া এপ্রকার সমস্ত মোকদ্দমার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া শাস্তির হুকুম হইবার কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার নিরূপিত শাস্তির অধিক না হইবার কথা।

উপরের লিখিত কসুর করণিয়ারা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইবার মতের কথা।

৩ ধারা।

যাহারদিগের প্রতি স্ত্রীপুত্রাদি ছাড়িবার ও তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ না করিবার কসুর সাবুদ হয় তাহারা যে শাস্তির

যদি কোন জিলা কি শহরের ফৌজদারী আদালতের তাবে কোন জনের প্রতি মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে এমত কসুর সাবুদ হয় যে সে আপন স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের ভরণপোষণকরণের শক্তি ও সঙ্গতি থাকিতে তাহারদিগহইতে অন্তর হইয়া তাহারদিগের নির্ব্বাহের বিষয়ে মনোযোগ করে না ও ইহাতে সে নিরুপায়েরা

ব্যস্ত

ব্যস্ত ও ব্যাকুল থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে তাহার উপর এমত হুকুম করেন্ যে আপন সঙ্গতি ও শক্ত্যনুসারে তাহারদিগের নির্ব্বাহের তত্ত্বাবধারণকরণেতে কোন প্রকারে তাচ্ছল্য না করে ও এমত হুকুমহওনের পরে যদি ঐ ব্যক্তি আপন পরিবারের তত্ত্বাবধারণ না করে তবে সে উপরের লিখিত কসুরের কোন কসুরকরণিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইবেক ও সে নিমিত্তে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ও যদি পুনর্ব্বার এমত কসুর করিয়াছে সাবুদ হয় তবে পুনরায় মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব প্রথমতঃ পূর্ব্বমত ঐ ব্যক্তিকে আপন পরিবারের তত্ত্বাবধারণ করিবার হুকুম দিবেন ও তাহার পরে ঐ সাহেবদিগের হজুরহইতে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত হুকুমমতে কোন স্বামী আপন স্ত্রীর ভরণপোষণ না করণহেতুক শাস্তির যোগ্য হইবেক না যদি ইহা সাফ সাবুদ করে যে সে পরপুরুষের সহিত কুক্রিয়া করণহেতুক কি ইচ্ছাক্রমে আমার আবরণের বহির্ভূতহওনপ্রযুক্ত আমার সহিত তাহার কিছু বিষয় নাহি ইতি।

যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

নিয়মের কথা।

৪ ধারা।

জানান যাইতেছে যে যে সকল লোক আপন২ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ না করণের কসুরেতে যে শাস্তির যোগ্য হয় তাহা দিবার বাবৎ উপরের লিখিত হুকুম যে সকল লোকেরা আপনারদিগের ভিন্নস্ত্রীতে জন্মান সন্তানদিগের ভরণপোষণেতে তাচ্ছল্য করে তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব জারজাত সন্তানদিগের মাতাদিগের গর্ভধারণের কি ঐ সকল সন্তানদিগের লালনপালন করিতে থাকনের কালে গুজরাণের বিষয়ের অনাটন ও তাহার নিমিত্তে ব্যস্ততা না হইবার নিমিত্তেও উপরের লিখিত হুকুম জারী করিতে পারিবেন ইতি।

উপরের লিখিত হুকুম যাহারদিগের প্রতি ভিন্ন স্ত্রীতেজন্মদেওয়া সন্তানের তত্ত্বাবধারণ না করণের কসুর সাবুদ হয় তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৫ ধারা।

জানান যাইতেছে যে যে সকল কারীগর লোক স্বেচ্ছা ও সম্মতিপূর্ব্বক নিরূপিত মিয়াদের নিমিত্তে মেহনতানা লইয়া কোন কর্ম্ম করিবার ভার আপন২ শিরে লইয়া কি নিরূপিত কোন কর্ম্ম সারা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত কাহারু সহিত করিয়া বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ইচ্ছাক্রমে নিরূপিত মিয়াদ গত হওনের পূর্ব্বে কিম্বা নিরূপিত কর্ম্ম সারাহওনের পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিবার ভার লইয়া থাকে তাহাহইতে হাত উঠায় কিম্বা ইচ্ছাক্রমে গাফিলী করিয়া ঐ কর্ম্ম সারা না করে সে সমস্ত লোক উপরের লিখিত কসুরকরণিয়াদিগের মধ্যে জানা যাইয়া মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে ঐ কসুর সাবুদ হইলে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদহওনানুসারে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যদি উচিত বুঝেন্ তবে নিরূপিত মিয়াদ

কোন কারীগর নিরূপিত মিয়াদপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার কি নিরূপিত কোন কর্ম্ম শেষ করিয়া দিবার করার করিয়া মিয়াদ অতীত কি কর্ম্ম সারা না হইতে সেই কর্ম্ম ত্যাগ করিলে যে শাস্তি পাইবে তাহার কথা।

অতীত

অতীত না হওনপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম কি নিরূপিত যে কর্ম্ম করিবার কৌলকরার করিয়া থাকে তাহা করিতে নিযুক্ত হইবার হুকুম তাহারদিগের প্রতি দিবেন ও যদি এমত কোন লোক ঐ সাহেবের দেওয়া ঐ হুকুম আমলে আনিতে ইচ্ছাক্রমে গাফিলী করে তবে দুই মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদহওনানুসারে পুনরায় অন্য শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুম এই প্রকরণের লিখিত চাকরদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— উপরের ধারাতে যে২ হুকুম লেখা গেল তাহা যে সকল নফরচাকর লোক নিরূপিত মিয়াদে কি নিরূপিত কোন কর্ম্ম সারা না হওনপর্য্যন্তের নিমিত্তে কাহারু নিকটে চাকর থাকিবার কৌলকরার করিয়া কিম্বা মাস২ মুনীবের চাকরী করিতে নিযুক্ত হইয়া বিশিষ্ট হেতুবিনা নিরূপিত মিয়াদ গতহওনের পুর্ব্বে কি নিরূপিত যে কর্ম্ম করিবার কৌলকরার হইয়া থাকে তাহা সারা না হইতে অথবা মাসমাহিয়ানার চাকরেরা পনেরো দিন পূর্ব্বে সংবাদ দেওন বিনা আপন মুনীবের চাকরী ছাড়ে তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

মুনীবেরা আপন চাকর ছাড়াইবার নিমিত্তে যে২ হুকুম মতাচরণ করিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন মুনীবো মিয়াদী চাকরকে কি যে চাকর নিরূপিত কোন কর্ম্ম সারা করিয়া দিবার নিমিত্তে মোকরর্ হইয়া থাকে তাহাকে বিশিষ্ট হেতুবিনা তাহারদিগের অসম্মতিতে নিরূপিত মিয়াদ অতীতহওনের পুর্ব্বে কিম্বা নিরূপিত কর্ম্ম সারা না হইতে ছাড়াইতে এবং মাসমাহিয়ানার যে চাকর তাহার চাকরী করিতে নিযুক্ত থাকে তাহাকে ছাড়াইবার মনস্থ তাহাকে পনেরো দিন পূর্ব্বে জ্ঞাতকরণ বিনা কিম্বা জ্ঞাত না করণমতে ঐ পনেরো দিনের বাবৎ মাহিয়ানা তাহাকে দেওনবিনা ছাড়াইতে পারিবেক না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত মজমুনে নালিশী আরজী মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে দাখিল হইলে ঐ সাহেবদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি মাসমাহিয়ানার কোন চাকর উপরের লিখিত হুকুমের অন্যমতে ছাড়া হইয়া এবিষয়ের নালিশের আরজী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত এতাবতা ।।০ আটআনা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে দেয় তবে ফরিয়াদীর নালিশের আরজীর লিখিত কথা সত্য হইলে ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে ঐ মুনীবের স্থানে তাহার ঐ চাকরকে তাহার ছাড়া হওনকালপর্য্যন্ত বাকী মাহিয়ানা যত পাওনা থাকে তাহা দেওয়ায় আর আদমাসের মাহিয়ানা দেলাইয়া দেন্ ও যদি কোন মুনীব মিয়াদী চাকরকে কিম্বা নিরূপিত কোন কর্ম্ম সারা করিয়া দিবার নিমিত্তে থাকা চাকরকে নিরূপিত মিয়াদ অতীতহওনের পুর্ব্বে অথবা নিরূপিত কর্ম্ম সারা না হইতে ছাড়ায় তবে উপরের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা নালিশী আরজী গুজরিলে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের উচিত যে ঐ চাকরের এ প্রকার ছাড়াহওনেতে যে ক্ষতি হইয়া থাকে যত টাকায় তাহা পুরা হয় তাহা তাহার মুনীবের স্থানে দেওয়াইয়া দেন্ ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যদি মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে এমত প্রমাণ হয় যে ঐ চাকরের তগীরহওনযোগ্য কিছু বিরুদ্ধাচরণ কি ত্রুটি হইয়াছে ও সেইহেতুক তাহার মুনীব তাহাকে ছাড়াইয়াছে তবে কেবল আপনকরা চাকরীর বাকী মাহিয়ানা পাইতে পারিবেক এবং জানান যাইতেছে যে যদি মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে এমত সাবুদ হয় যে কোন চাকর কি কারীগর আপন মুনীবের চাকরী কি কর্ম্ম নিরূপিত মিয়াদ অতীতহওনের পূর্ব্বে কি নিরূপিত কর্ম্ম সারা করিয়া দিবার কৌলকরার হইয়া থাকে তাহা সারা হওনের পূর্ব্বে কি মাসমাহিয়ানার চাকর পনেরো দিন পূর্ব্বে সম্বাদদেওনবিনা আপন মুনীবের কুব্যবহারকরণ কি বাকী মাহিয়ানা না পাওনহেতুক কি অন্য যে কোন হেতু মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় সেপ্রযুক্ত ছাড়িয়াছে তবে এমতং কারীগর কি চাকর এই আইনের লিখিত হুকুম মতে শাস্তির যোগ্য কোন প্রকারে হইবেক না ইতি।

কারীগর কি চাকরেরা এই প্রকরণের লিখিত কোন কারণে আপন মুনীবের চাকরী কি স্বীকার করা কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কোন শাস্তির যোগ্য না হইবার কথা।

৭ ধারা।

জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম যে মত দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে শুধরণ ও রদ হওনের যোগ্য হয় সেইমত মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের এই আইনের লিখিত মতে হওয়া ক্ষমতাক্রমে দেওয়া হুকুম ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের শুধরিবার ও রদ করিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের এই আইনানুসারে হওয়া ক্ষমতাক্রমে দেওয়া হুকুম শুধরণ ও রদকরণের যোগ্য হইবার কথা।

Vol. VI. 467.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ৮ অষ্টম আইন।

কোনং অধিকার সিদ্ধহওন ও তৎসম্পর্কীয় করারদাদ সঙ্গতহওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনী তালুকদারওগয়রহের পরস্পর স্বত্বের বিবরণের ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনের নক্শা নির্দ্দিষ্টকরণের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাঙ্গালা দেশের জমীদারদিগের ও তালুকদারদিগের তহসীলের দাঁড়ার মধ্যে পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত কোনং দাঁড়ার তাৎপর্য্য স্পষ্টকরণের ও তাহার কোনং দাঁড়া শুধরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ৩ সেপ্তম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ১৯ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৭ সালের ২৯ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৭ সালের ২০ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৬ সালের ১৪ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ১২ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ। যেং ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের জমার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে দশসালা বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে সেইং জমীদারের ক্ষমতা আছে যে আপন জমীদারীর বিলি বন্দোবস্তের নিমিত্তে আপন হিতবোধানুসারে আপনার অধিকারের মহালাৎ মফঃসলী তালুক ও ইজারাআদিরূপে দিতে পারে কিন্তু এ ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বরং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনেতে এই নিয়মে লেখা আছে যে দশসালের অধিক কালের নিমিত্তে জমা মোকররর্ না করে ও ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনেতে আর এই হুকুম আছে যে জমীদার আপন জমীদারীর বন্দোবস্তের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির সহিত যে কোন করারদাদ করিয়া থাকে সরকারের বাকীর নিমিত্তে জমীদারী নীলাম হইলে নীলামের তারিখহইতে সে করারদাদ বাতিল হইবেক কিন্তু ঐ আইনের ২ ধারার লিখিত যে নিয়মেতে দশসালের অধিক কালের নিমিত্তে মোকররী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে বারণ আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে রদ হইয়াছে কিন্তু সর্ব্বকালের নিমিত্তে সিদ্ধহওনের কথা স্পষ্ট তাহাতে লেখা নাহি ও ঐ সালের ১৮ আইনেতে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে যে জমীদারেরা আপন ইচ্ছাক্রমে ইস্তমরারী জমাতে মফঃসলী তালুকওগয়রহ দিতে পারে কিন্তু সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনের সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ও আরং আইনের লিখিত অন্য হুকুমমতে তাহা অসিদ্ধ হইবেক ও এ হুকুম এখনপর্য্যন্ত পূর্ব্বমত জারী আছে ও ইহাতে বুঝা গেল যে জমীদারের ইস্তমরারী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে ঐ ৫ আইনমতে ক্ষমতা আছে ও তাহার পূর্ব্বে দশসালের অধিক কালের নিমিত্তে মোকররী জমাতে তালুক দিতে

নিষেধ

নিষেধ ছিল কিন্তু নিষেধসত্ত্বে ও বাঙ্গালার অনেকং জমীদার এ প্রকার তালুক দিয়া ছিল ও নিষেধকরণের তাৎপর্য্য এই ছিল যে সরকারের মালগুজারীতে বিঘ্ন না হয় কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা কোন হানি বোধ হইল না ইহাতে সরকার তাহা জারীকরাতে ক্ষান্ত হইলেন অতএব ১৮১২ সালেতে তাহা রদ হইল কিন্তু তাহা জারীকরণে ক্ষান্তহওন ও রদকরণ মতে ও ১৮১২ সালের ঐ দুই আইনের কোন আইনেতে ইহার বেওরা স্পষ্ট কিছু লেখা নাহি যে তখনকার রেওয়াজমত হওয়া যে সকল অধিকারের করারদাদের নির্দ্ধার্য্য ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার অন্যমতে এতাবতা ইস্তমরারীইত্যাদি জমাতে হইয়াছে সে সকল অধিকার সিদ্ধ বোধ হইবেক কি না ও সেই করারদাদের দস্তাবেজ আদালতে উপস্থিত হইলে ঐ আইনের মতে তাহা বাতিল কি মাতবর দলীল হইবেক এক্ষণে এই দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে যে সকল মফঃসলী তালুক ও ইজারাওগয় রহের জমা ইস্তমরারীরূপে কি দশসালের অধিক কালের নিমিত্তে জমীদারের তরফহইতে ১৮১২ সালের পূর্ব্বে এতাবতা তাহা দেওনের নিষেধ ও বাতিলহওনের হুকুম বহাল থাকনের সময়ে মোকরর হইয়াছে সে সকল তালুক ও ইজারাওগয়রহ সিদ্ধ ও সঙ্গতহও নের বেওরা লেখা কর্ত্তব্য দ্বিতীয় এই যে দশসালা বন্দোবস্তের তাহুতদারেরা আপনার দিগের ইজারাইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদাদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকার এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তম রারী জমাতে তালুক দেয় ও তাহার মুনাফা যে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সর্ব্বকালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মালজামিন ও ফেয়ালজামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেননা যদি তালু কদারকে জামিন দেওনহইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল ও তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালু কদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার মালআমওয়াল বিক্রয় হইতে পারে ও ঐ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনী তালুক বলে ও তাহালওনিয়া অনেকং লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্যং লোককে দেয় ও তাহারা দরপত্তনীদার কহলায় ও দরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তা বেজ এক মজমুনে হয় ও এই সকল তালুকের দস্তাবেজেতে যেখানে লিখে জমীদার বি ক্রয় করাইতে পারিবেক বোধ হয় না যে ঐ বিক্রয়েতে জমীদারের হক্ বিক্রয় হয় কি তাহার তালুকদারের হক্ এতাবতা তালুক ইহারদিগের মধ্যে কাহার হক্ বলা যায় যে বাকীহইতে অধিক মূল্য পাওয়া যাওনমতে বাকীর উপর বেশী যে টাকা থাকে তাহা কে পাইতে পারে ইহা জানা যায় ও ইহাও বুঝা যায় না যে বিক্রয়ের ভাবার্থ নীলাম কি বিক্রয়ের আর কোন প্রকার ও সরকারের আইনে ও দেশব্যবহারেতে এমত কোন

দাঁড়া

দাঁড়া ও দস্তুর পাওয়া যায় না যে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া দস্তাবেজেতে স্পষ্ট লেখা না থা কনহেতুক হওয়া দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে এক স্থির মতাবলম্বন করা যায় এনিমিত্তে ও বাঙ্গালাতে ঐ তালুকহওনের রেওয়াজ অতিশয় হইয়াছে ও এমত কোন দাঁড়া পাওয়া যায় না যে আদালতেতে তদনুরূপ কার্য্য করা যায় এজন্যে অনেক হানি হইয়াছে একারণ সরকারের আবশ্যক হইল যে এ বিষয়ে এমত বিশেষ আইন নির্দ্দিষ্ট করা যায় যে তদ্দ্বারা পত্তনীদার পত্তনীর করারদাদমতে কোন২ হকের মালিক হইতে পারে তাহা জানা যায় এবং তাহাতে ইহা বেওরা করিয়া লেখা যায় যে পত্তনীদারের অন্যেরে দস্তুরমত দরপত্তনী দেওন সিদ্ধ হইবেক কি না এবং দরপত্তনীদার ও তাহার পেটার এলাকাদার জমীদারের সহিত পত্তনীদারের করা সাজশহইতে রক্ষা পাইতে পারিবার ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনেতে জমীদারের স্বত্বলোপ ও হানি না হইতে পারিবার নিমিত্তে কোন উপায় স্থির করা যায় এবং নীলামের নক্শা মোকরর ও তাহা হওনের যে২ নিয়ম তাহার বিবরণকরাও আবশ্যক বোধ হইল ও যেহেতুক সরকারের মালগুজারীর মাহওয়ারী এক কিস্তির বাকীর নিমিত্তে জমীদারদিগের জমীদারী নীলামহওনের যোগ্য হয় অতএব যদি জমীদার আপন এলাকার অর্থাৎ অধিকারের করারদাদেতে আপন বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনের নিয়ম করিয়া থাকে তবে তাহাকে বৎসরের মধ্যেতে নীলাম করাইবার ক্ষমতা দেওয়া ও এক্ষণকার দস্তুরমত আখেরী সালেতে হওনের নির্ভর না থাকা অন্যায় বোধ হইল না ও ইহা সেই জমীদারের নিমিত্তে যে আপন এলাকার করারদাদেতে নীলামহওনের নিয়ম করিয়া থাকে যদ্যপিও সাবেক আইনের মতে সালআখেরীতে বাকীর জন্যে নীলামের নিয়ম করিয়া থাকে এবং তহসীলের বাবৎ এক্ষণকার আইনের কোন২ নিয়ম লোকদিগের চাতুরী ও প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত কার্য্যোপযুক্ত নহে অতএব চাতুরী না হইতে পাইবার ও সেই২ নিয়মের বাঞ্ছিত ফলোদয় হইবার নিমিত্তে তাহার তাৎপর্য্য বয়ান ও তাহার কোন২ নিয়ম শুধরা আবশ্যক বোধ হইল অতএব এই সকল বিষয়ের দৃষ্টে নীচের লিখিতব্য নিয়ম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে তাহা জারীহওনের তারিখহইতে মেদিনীপুরের সহিত বাঙ্গালার জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

হুকুম হইল যে যে কোন করারদাদ পাট্টা ও কবুলিয়তের অনুসারে অথবা অন্য নিদর্শন পত্রানুসারে দশসালের অধিক নিরূপিত মিয়াদে কি সর্ব্বকালের নিমিত্তে জমার ধার্য্য হইয়া সরকারের তাহুতদার জমীদারের কি অন্য যে ব্যক্তি এমত করারদাদ করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার তরফহইতে হইয়া এপর্য্যন্ত বহাল থাকে তাহা তাহার নিয়মমত সিদ্ধ হইবেক ও তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারামতে দশসালের অধিক মিয়াদে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার হুকুমের অন্যমতে দশসালের অধিক মিয়াদে জমার নির্দ্ধার্য্যে তালুকও গয়রহের যে করারদাদ

তালুকের

হইয়া থাকে তাহা সিদ্ধহওনের কথা।

তালুকের জমা মোকরর করিয়া দিতে নিষেধ ও এমত করারদাদ বাতিল হইবার হুকুম ছিল সে সময়ে হইয়া থাকিলে ও নিদর্শনপত্রেতে সে সময়ের আইনের নিয়মের অন্যমতে অধিক মিয়াদের কি সর্ব্বকালের নিয়ম লেখা থাকিলেও বহাল রাখা যাইবেক জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারার হুকুম এই মজমুনে যে জমীদার আপন জমীদারীর মহালাৎ যে কোন করারদাদে দিয়া থাকে সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহা নীলামের তারিখহইতে বাতিল হইবেক এখনপর্য্যন্ত বহাল আছে এই ধারা তাহার প্রতিবন্ধক হইবেক না বরং যেং এলাকা অর্থাৎ অধিকার ঐ ৪৪ আইনের কি অন্যং আইনের হুকুমের বহির্ভূত নহে তাহার বিষয়ে জমীদারের করা করারদাদ সরকারী নীলামের তারিখহইতে বাতিল হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

পত্তনী তালুক ও তাহা দান বিক্রয়াদিহওন সিদ্ধ হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— পত্তনী তালুকনামে যে সকল অধিকারের বয়ান এই আইনের হেতুবাদে লেখা গেল তাহা তাহার নিদর্শনপত্রের নিয়মমত সর্ব্বকালে সঙ্গত ও সিদ্ধ জানা যাইবেক ও তাহার নিদর্শনপত্রের লিখিত নিয়মের মধ্যে তাহা উত্তরাধিকারিকে পঁহুছনের নিয়মো সিদ্ধ হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত হুকুম হইল যে ঐ সকল তালুক তালুকদারের ইচ্ছামতে বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর হইতে পারিবেক ও দেনার নিমিত্তে আরং বস্তুর মত বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক ও আদালতের ক্রোক ও জব্দের হুকুম যেমত অন্যং স্থাবর বস্তুতে জারী হয় সেইমত ইহাতেও জারী হইবেক ইতি।

পত্তনীদারের দরপওনী ইত্যাদি দেওয়া সিদ্ধহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পত্তনীদারেরা আপনারদিগের পত্তনী তালুক আপনং হিত বোধক্রমে দরপত্তনী ও ইজারাইত্যাদিরূপে অন্যেরে দিতে পারিবেক ও অন্যং করারদাদের ন্যায় তাহাদিগের করা ঐং করারদাদমত তাহাকরণিয়া উভয় পক্ষের ও তাহারদিগের ওয়ারিসানের ও স্বরূপ ব্যক্তিরদিগের কার্য্য করিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের কোন কৌলকরারেতে বাকীর নিমিত্তে জমীদারের নীলাম করাইতে পারিবার আটক হইবেক না ও ঐ নীলামেতে পত্তনী তালুক জমীদারের স্থানহইতে যেমত কাহারু দখলবিনা পত্তনীদার পাইয়াছিল সেই মত নীলামের খরীদারকে পঁহুছিবেক ও পত্তনীদারের তরফহইতে ঐ তালুকের বিষয়ে যেং করারদাদ হইয়া থাকে তাহা বাতিল হইবেক ইতি।

পত্তনীদারের শিরে বাকীপড়াতে তাহার অধিকার অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারার প্রস্তাবিত এলাকাদারদিগের শিরে বাকীপড়াতে তাহারদিগের এলাকা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের হুকুম মতে ইজারা আদি বাতিলহওনের মত বাতিল হইবেক না বরং ঐ এলাকা পত্তনীদারের করারদাদের মধ্যে থাকিয়া জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামেতে বিক্রয় হইবেক অতএব পণের মধ্যে যত টাকা বাকীহইতে বেশী হয় তাহা পত্তনীদারের হক্ হইবেক ও তাহা

পাইবার

পাইবার অধিকারী পত্তনীদার বরং তাহা যেং বিষয়ে বিলি হইবেক তাহার নিরূপণের হুকুম ১৭ ধারাতে লেখা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যদি পত্তনীদার হেতুবাদের লিখিত যে সকল নিয়মেতে আপনি পত্তনী লইয়াছে সেই সকল নিয়মেতে অন্যেরে দরপত্তনী দেয় তবে লওনিয়া এতাবতা দরপত্তনীদার উপরের ধারার হুকুমেতে জমীদারের সম্বন্ধে পত্তনীদারের তুল্য হইবেক ও তৃতীয় পত্তনী ও চতুর্থ পত্তনীআদিও ঐ মত হইবেক ইতি।

দরপত্তনীআদি পত্তনীর তুল্য হইবার কথা।

৫ ধারা।

যেহেতুক পত্তনী তালুকের মালিকদিগের উপরের লিখনমত বিক্রয় ও দানাদি করিবার ক্ষমতা আছে অতএব যদি ঐ তালুকদার তালুকবিক্রয়াদি করে তবে তাহাতে জমীদারের খারিজদাখিলকরণের প্রতিবন্ধকতা ও আটক করা কর্ত্তব্য নহে বরং উচিত যে বিক্রয়করণিয়াকে ছাড়িয়া খরীদারের স্থানে তাহুতওগয়রহ লয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জমীদারের দাখিল ও খারিজের রসুম লইবার ক্ষমতা যেমত এক্ষণে আছে তাহা থাকিবেক কিন্তু রসুম এই হিসাবে নিরূপণ হইল যে পত্তনীর অধিকারের সালিয়ানা জমার হিসাবে শতকরা ২ দুই টাকা করিয়া রসুম একশত পর্য্যন্ত লইতে পারিবেক ও কোন প্রকারে একশত টাকাহইতে অধিক লইতে পারিবেক না ও অর্দ্ধেক জমাপর্য্যন্তের মাতবর মালজামিন লইতে পারিবেক কেননা পত্তনী তালুক যে পায় জমীদার আপন খাতিরজমার নিমিত্তে চাহিলে তাহার কি তাহার জামিনের মাতবরীর আবশ্যকতা আছে ও জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্তে নীলামহওনমতে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করা দানবিক্রয়ের প্রকরণের উক্তমত এই ধারার লিখিত রসুম ও মালজামিন লইবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু জমীদারের কি বাকীদারের প্রধান পত্তনীদারের আপনং বাকীর নিমিত্তে করাণ নীলামের প্রকরণেতে ঐ নীলামের খরীদারের নাম দাখিলখারিজের রসুম বিনা রেজিষ্টরীতে দাখিল হইবেক ও জমীদার রসুম তলব না করিয়া দখল দিবেক কিন্তু মালজামিন লইতে পারিবেক ইতি।

জমীদারের দাখিলখারিজকরণে অস্বীকারকরা অকর্ত্তব্যের কথা।

সালিয়ানা জমার উপরে শতকরা দুই টাকা করিয়া এক শতপর্য্যন্ত রসুম লইতে পারে তাহার অধিক লইতে না পরিবার কথা।

ডিক্রীজারীর নিমিত্তে নীলাম হইলেও রসুম ও জামিন দুই লইতে পারিবার কথা।

কিন্তু বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনমতে রসুম না থাকিবার কথা।

৬ ধারা।

জমীদারের ক্ষমতা আছে যে উপরের মোকররকরা রসুম দাখিল না হইলে কি মাতবর মালজামিন না দিলে খারিজদাখিল করিতে না দেয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি খরীদার কি অন্য যে ব্যক্তি পায় সে জামিনী উপস্থিত করে ও জমীদার তাহা মঞ্জুর না করে ও খরীদারইত্যাদি তাহাতে নারাজ হয় তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে মুৎফরক্কারূপে দরখাস্ত দিতে পারিবেক যদি আদালতের তজবীজে জামিনী মাতবর ঠাহরে তবে জমীদারের

রসুম ও জামিন না দেওনপর্য্যন্ত দাখিলখারিজ হওয়া মৌকুফ থাকিতে পারিবার কথা।

জামিনের মাতবরীর বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার

নিষ্পত্তি আদালতে হই বার কথা।

খারের উপর হুকুম হইবেক যে মঞ্জুর করিয়া বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে দাখিলখা রিজ করে জানা কর্ত্তব্য যে ৫ ধারার ও এই ধারার লিখিত নিয়ম কেবল পত্তনীর সম্যক্ অধিকার দানবিক্রয়াদিক্রমে হস্তান্তরহওনের সহিত সম্পর্ক রাখে নিরূপিত জমাতে তাহার কতক্ বিক্রয় ও দানের সহিত সম্পর্করাখিবেক না কেননা জমীদারের জমার তফ রিক ও তক্সীম জমীদারের বিনানুমতিতে হইতে পারে না ইতি।

৭ ধারা।

এক মাসের মধ্যে রসুম ও জামিন না দিলে এলা কা ক্রোক্ হইতে পারি বার কথা।

ঐ ক্রোকে আমানতের কার্য্য হইবার কথা।

ডিক্রী জারী বাবতে পত্তনী তালুকের নীলামের খরীদার যদি নীলামেতে খরীদকরণের তারিখহইতে এক মাসপর্য্যন্ত এই আইনের ৫ ধারার হুকুমমতে তাহার খরীদা তালুকের দাখিল খারিজকরণের নিমিত্তে জমীদারের কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহার জমা দিতে হয় তাহার কাছারীতে না যায় তবে এক মাসের পরে জমীদারইত্যাদিরা যাবৎ দাখিল ও খারিজের নিয়ম মতাচরণ না করে তাবৎ অধিকার ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ আপন ক্ষমতাক্রমে সরেজমীনে সাজওয়াল পাঠাইতে পারিবেক এবং যদি জমীদার আ পন বাকীর নিমিত্তে এই আইনের নিয়মমতে পত্তনীর অধিকার নীলাম হইলে জামিনী তলব করে ও নীলামের খরীদার খরীদের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে তাহা না দেয় তবে জমীদারের ঐ মত ক্ষমতা আছে যে তাহার খরীদা অধিকার যাবৎ মালজা মিন না দেয় তাবৎ ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ সাজওয়াল পাঠায় ও ক্রো কের কালের উৎপন্ন যত টাকা এই ধারানুসারে পাওয়া যায় তাহাহইতে খরচখর চাসমেত জমা মিনাহ্ দিয়া যত টাকা বেশী থাকে তাহা খরীদারের নিমিত্তে আমানৎ থাকিবেক ও যদি ক্রোকী আমলের উৎপন্ন টাকা জমাহইতে কম হয় তবে বাকীর জও য়াব খরীদারের দিতে হইবেক ও তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলামইত্যাদিহওনের যোগ্য হইবেক যেমত তাহার দখলে থাকিলে হইত ও এপ্রকারেতে জমীদার কি অন্য যে ব্যক্তি ক্রোক করিয়া থাকে তাহার দরপেশকরা হিসাবে যাহা লেখা থাকে তাহাই প্রথমতঃ প্রমাণ বোধ করা যাইবেক ও তহসীলের উপায়ের প্রকরণে সরাসরীতে এই প্রমাণি বি স্তর ইতি।

৮ ধারা।

তালুকের করারদাদে নীলামের নিয়ম থাকিলে জমীদার বৎসরে দুইবার তাহা করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সরকারের তাহুতদার জমীদারদিগের ক্ষমতা আছে যে যে অধিকারের কৌলকরারের দস্তাবেজেতে জমীদারের নীলাম করাইবার ক্ষমতা থাকি বার কথা লেখা থাকে তাহাতে যদি বাকী পড়ে তবে বৎসরের মধ্যে দুইবার নীচের বেওরা করিয়া লেখা তারিখে পশ্চাৎ যেং নিয়মের কথা লেখা যাইতেছে তদনুসারে নী লামের নিমিত্তে দরখাস্ত করে ও ঐ ক্ষমতা যে সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারের করার

দাদেতে

দাদেতে সময়ের নিয়ম ও নিরূপণবিনা নীলামের ক্ষমতার কথা লেখা থাকে কেবল সেই সকল অধিকারের নিমিত্তে নহে বরং যে সকল অধিকারের দস্তাবেজেতে সাবেক আইনের মতে সনের আখিরীতে হওনের নিয়ম থাকে তাহার নিমিত্তেও থাকিবেক ইতি।

গত সালের বাকীর নিমিত্তে শুরু সালেতে নীলাম হইবেক ও তাহার নিয়ম।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বৈশাখ মাসের ১ পহিলা তারিখে এতাবতা যে সালের বাকীর তলব থাকে তাহা তামামহওনের পর হালসালের ১ প্রথম দিবসে জমীদার তালুকদারদিগের কি অন্য যাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের দস্তাবেজে উপরের প্রকরণের উক্ত প্রকারের হয় তাহারদিগের নামে গুজস্তা সনের বাকীর তফসীলসম্বলিত এক আরজী জিলার দেওয়ানী আদালতে ও এক আরজী জিলার কালেকুটরসাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক ও ঐ কৈফিয়তের আরজী ঐ২ কাছারীতে যেখানে সকলে দেখিতে পায় সেই স্থানে এই মজমুনের ইশ্‌তিহারসহিত লট্‌কান যাইবেক যে যদি তলবী বাকী এই সনের আগামি মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে আদায় না হয় তবে ঐ তারিখে তেই কৈফিয়তের লিখিত এলাকা ঐ তারিখপর্য্যন্ত বাকী দাখিল নাকরণ মতে নীলাম হইবেক কিন্তু যদি পহিলা জ্যৈষ্ঠ রবিবার কি পালি পর্ব্বের দিন হয় তবে তাহার পর যে দিন পর্ব্বের ও রবিবার না হয় সেই দিন নীলামের নিমিত্তে মোকরর হইবেক ও ঐ মজমুনের দোসরা ইশ্‌তিহার জমীদারী কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক ও তাহার নকল কিম্বা ভিন্ন২ লাট লাটের কথা লেখা খোলাসা মফঃসলেতে পাঠান যাইবেক যে বাকীদারদিগের কাছারীতে কি তাহারদিগের এলাকার প্রধান কসবা কি মৌজাতে দেওয়া যায় ও যদি এই সকল নিয়মের কোন নিয়ম ছাড়া যায় তবে তাহার জওয়াব জমীদারের দিতে হইবেক ও মফঃসলেতে পাঠাইবার ইশ্‌তিহার এক জন পেয়াদার মারফতে পাঠান যাইবেক ও ঐ পেয়াদার আবশ্যক যে বাকীদারের কি তাহার নায়েবের স্থানে দিয়া তাহার রসীদ লয় ও তাহা যদি না হইতে পারে তবে তাহার আশপাশের তিন জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে ঐ ইশ্‌তিহার পঁহুছিবার ও জারী হইবার মজমুনে এক লিখন লেখাইয়া লয় যদি রসীদ কি ঐ লিখনের দ্বারা এমত জানা যায় যে ১৫ বৈশাখের পূর্ব্বে মফঃসলেতে পঁহুছিয়াছিল তবে ঐ লিখন নিরূপণকরা দিনে নীলামকরণের অর্থে মাতবর দলীল হইবেক ও যদি আশপাশের নিবাসি লোকেরা তাহা লিখিয়া দিতে ওজর করে তবে পেয়াদার আবশ্যক যে নিকটের মুনসেফের কাছারীতে কি মুনসেফ না থাকিলে থানাদারের কাছারীতে গিয়া ইশ্‌তিহার লইয়া যাওনের ও জারীকরণের অর্থে তাহার নিকটে হলফ করিয়া এ বিষয়ের সর্টিফিকট্ তাহারদিগের একের দস্তখৎ ও মোহরে লেখাইয়া আনে ইতি।

মফঃসলে ইশ্‌তিহার জারীকরণের হুকুম ও তাহার নিয়ম।

পহিলা অগ্রহায়ণে নীলাম হইবেক ও তাহার নিয়ম।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐ মত কার্ত্তিক মাসের ১ পহিলা তারিখেতে জমীদারের কর্ত্তব্য যে হালসালের আখিরী আশ্বিন লাগাইতের বাকীর কৈফিয়ৎসম্বলিত আরজী ঐ দুই কাছারীতে দাখিল করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের ১ পহিলা তারিখে বাকীদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলামহওনের কথাসম্বলিত ইশ্‌তিহার একথাযুক্তে লট্‌কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকী তামাম আদায় না হইলে কিম্বা ইস্তক বৈশাখ লাগাইৎ আখিরী

কার্ত্তিক

কার্ত্তিক মাফিক কিস্তিবন্দী জমীদারের যত টাকা পাওনা হয় তাহার চৌথাই বাকী থাকিলে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখে নীলাম করা যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা নীলাম হইবার কথা।

এই আইনমতে দরখাস্ত করিলে পর যে এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হইতে পারে তাহা তাহার জিলার দেওয়ানী কাছারীতে দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের হুজুরে নীলাম হইবেক ও রেজিষ্টরসাহেব উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার স্থানে যিনি থাকেন তাঁহার হুজুরে নতুবা জজসাহেবের হুজুরে হইবেক ও নীলামী এলাকা অর্থাৎ অধিকার যে ব্যক্তি মূল্য বেশী কহে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ও বাকীদার সেওয়ায় জমীদার কি বাকীদারের পেটার এলাকাদার যে হউক সে নীলামেতে লইতে পারিবেক ও পণের টাকার মধ্যে শতকরা ১৫ পনের টাকা নীলাম সারা হইবামাত্র নগদ দিতে হইবেক ও যে সাহেবের হুজুরে নীলাম হয় তাঁহার ক্ষমতা আছে যে যাহার স্থানে ঐ আন্দাজ টাকা থাকনের কি দুই ঘড়ি পরে দিতে পারিবার প্রত্যয় না হয় তাহার ডাক না মঞ্জুর করেন্ ও শতকরা ১৫ পনের টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গাল বেঙ্কনোট কি কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি দুই ঘড়ির মধ্যে না দিলে ইশ্‌তিহারী লাট পুনরায় ঐ মজলিসেতে নীলাম করা যাইবেক ও শতকরা ১৫ পনের টাকা দিয়াও যদি পণের বাকী টাকা নীলামের অষ্টম দিবসের দুই প্রহরপর্য্যন্ত না দেয় তবে দুই প্রহরের পরে লোকদিগকে নবম দিবসে এত্তাবত্তা তাহার পর দিবস নীলামের নিমিত্তে জমা হইবার কারণ জনাইবার নিমিত্তে জিলার সদর শহরের সদর বাজারেতে ঢোল ফিরাইয়া ঢেঁড়রা দেওয়া যাইবেক তাহার পরে ঐ লাট নিরূপিত সময়ে বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি প্রথম নীলামহইতে কম মূল্যেতে বিক্রয় হয় তবে দ্বিতীয় নীলামহইতে প্রথম নীলামেতে যত টাকা বেশী হইয়া থাকে তাহা প্রথম নীলামের খরীদারের দেনা হইবেক ও তাহা ডিক্রী জারীর মতে লওয়া যাইবেক ও তাহার দাখিলকরা শতকরা ১৫ পনের টাকা পণের টাকার মধ্যে ধরা গিয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

পণের শতকরা ১৫ টাকা তৎক্ষণাৎ নগদ দিতে হইবেক নতুবা দুই ঘড়ি বাদে পুনরায় নীলাম করা যাইবেক।

পণের বাকী অষ্টম দিবসে না দিলে নবম দিবসে পুনরায় নীলাম হইবেক।

১০ ধারা।

নীলামের নক্‌শা।

জমীদারের বাকীর যে কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।

নীলামের সময়ে লট্‌কান ইশ্‌তিহার খুলিয়া লইয়া কৈফিয়তের লিখিত বিলিমতে লাটসকল নীলামে ধরা যাইবেক ও জমীদারের তরফহইতে এক ব্যক্তি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীদার লোকের মহালাতের বাবৎ নীলামের তারিখ লাগাইতের উসুলের কৈফিয়ৎসুদ্ধা ও মফঃসলেতে ইশ্‌তিহার জারীহওনের দলীল পেয়াদার আনা রসীদ কি লিখনসমেত হাজির থাকিবেক ও যাবৎ বাকীর কৈফিয়ৎ দেখা না যায় ও সনের বাকী থাকন নিশ্চয় না হয় এবং যাবৎ ঐ রসীদ কি লিখন পড়া না যায় তাবৎ কোন লাট নীলাম করা যাইবেক না ও উপরের লিখিত যে সকল নিয়মমতাচরণ করা গিয়া থাকে তাহার কথা আলাহিদা২ রুবকারীতে লিখিয়া সিরিশ্‌তাতে রাখা যাইবেক যদি এই আই

নের

নের ৮ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত প্রকারের নীলাম হয় তবে বাকী নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত বৈশাখাবধি তামাম কার্ত্তিক লাগাইৎ ছয় মাসের কিস্তির টাকার চৌথাই বটে কি না ইহা বুঝা যাইবার নিমিত্তে বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দরপেশ করিতে হইবেক ও যে সকল দস্তাবেজ দরপেশকরণের হুকুম হইল তাহা যথার্থ ও প্রকৃত প্রস্তাব হওনের জওয়াব জমীদারের দিতে হইবেক যে সাহেব নীলাম করেন্ তাঁহার সহিত কোন এলাকা নাহি কিন্তু তাঁহার মজলিস ভরা পূরাহওনার্থে মনোযোগ না করণের ও গরজীহওনের ও এই আইনের নিয়মের অন্যথাকরণের জওয়াব দিতে হইবেক ইতি।

দস্তাবেজর সাচাইর জওয়াব জমীদারের দিতে হইবার কথা।

১১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনানুসারে জমীদারের বাকীর নিমিত্তে যে২ তালুক নীলাম হয় সেই ২ তালুক তাহার বিষয়ে বাকীদারের কি তাহার উত্তরাধিকারির কি অন্য স্বরূপ ব্যক্তির তরফহইতে যে২ করারদাদ ও নিয়ম হইয়া থাকে সে সমস্ত করারদাদ ও নিয়ম ছাড়াইয়া নীলামের খরীদারকে পঁহুছিবেক কিন্তু যদি জমীদার ঐ বাকীদারকে যে সে করারদাদে কি বিশেষ কোন কৌলকরারেতে তালুক দিতে ক্ষমতা দিয়া থাকে ও দস্তাবেজেতে তাহার কথা স্পষ্ট লেখা থাকে তবে তাহার বহির্ভূত হইবেক না ও এ বিষয়ে বিশেষ ও স্পষ্ট হুকুম হইল যে এলাকাদারের করা কোন বিক্রয় কি দানে কি দেওয়া বন্ধকে কিম্বা কটে বিক্রয়করাতে অথবা অন্য আচরণেতে তাহার শিরে বাকী পড়িলে এলাকা জমীদার যেরূপে দিয়াছিল সেই রূপে এতাবতা তাহাতে অন্য কোন জনের দখল থাকনব্যতিরেকে নীলামের নিমিত্তে জমীদারের হাতে আসিবার আটক ও বাধা হইবেক না কিন্তু যদি নীলাম হইলে তাহা বহাল থাকিবার নিয়ম করারদাদের নিয়মের মধ্যে থাকে এবং নীলামের পরে তাহা বহাল থাকিবার স্পষ্ট অনুমতি জমীদারের স্থানে লইয়া থাকে তবে বহাল থাকিবেক ইতি।

নীলামহওয়া তালুক বাকীদারের কৃত সমস্ত নিয়ম ছাড়াইয়া খরীদারকে পঁহুছিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ —। এবং বাকীদার ইজারাওগয়রহের যে সকল পাট্টানুসারে উপরি ব্যক্তিকে আপনার ও চাসী প্রজালোকদিগের মধ্যগত করিয়া থাকে সে সমস্ত পাট্টা ও তাহা দিবার ক্ষমতা তাহাকে স্পষ্টরূপে দেওয়া গিয়া থাকনব্যতিরিক্ত নীলামহওয়াতে বাতিল হইবেক কেননা এমত এলাকাদারেরা বাকীদারের যে হক্ এতাবতা অধিকার তাহার কিছু ও কিঞ্চিদংশ পাইয়াছে ও তদ্দ্বারাব্যতিরিক্ত জমীন দখলকরণের ও প্রজালোকের স্থানে তহসীলকরণের অধিকারী নহে ও ঐ অধিকার সম্যক জমার জন্যে নীলামহওয়াতে যায় অতএব ঐ এলাকাদারদিগের হক্ যাহা তাহারি হিস্যা তাহা সুতরাং যাইবেক ইতি।

নীলাম হইলে বাকীদারের দেওয়া ইজারাওগয়রহ্ অসিদ্ধ হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ —। এই ধারানুসারে তালুকের খরীদারপ্রভৃতি যাহারা প্রজালোক ও জমীদারের মধ্যেতে থাকে তাহারা খোদকস্তা প্রজালোক কি বহুকালের কি পুরুষানুক্রমের নিবাসি অন্য চাসী লোককে তাহারদিগের জমীহইতে বেদখল করিতে পারিবেক না

প্রজালোকের জোত জমী সেওয়ায়।

এবং

এবং বাকীদার কি তাহার স্বরূপ যে ব্যক্তি হয় সে উপরের উক্ত চাসী ও প্রজালোকের সহিত জমা নিশস্তীর যে নিয়ম ও কৌলকরার বিনা চক্রান্ত ও চাতুরীতে করিয়া থাকে তাহাও বাতিল করিতে পারিবেক না কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালিশেতে ইহা সাবুদ হয় যে পাট্টা দিবার সময়ে পাট্টাতে লেখাথাকা জমাহইতে অধিক জমা চাসির শিরে ওয়াজিবী দেনা ছিল তবে পারিবেক ইতি।

১২ ধারা।

পূর্ব্বে হওয়া নীলামেতে বাকীদারের পেটার এলাকাদারদিগের এলাকা অসিদ্ধহওনের হুকুম।

স্বেচ্ছাপুর্ব্বক কৃত বিক্রয় ও দানের প্রকরণ ছাড়া।

এই আইনের ১১ ধারাতে যে যথার্থ নীতি ও প্রকৃত দাঁড়া লেখা গেল তাহা সর্ব্বকালে জমীদারের ওয়াজিবী জমার বাকীর নিমিত্তে হওয়া নীলামের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে তদনুসারে কার্য্যহওনের উপযুক্ত অতএব ঐ ধারা সাবেক ও হালের নীলামের মোকদ্দমার সহিত ঐ দুই নীলাম যথার্থ ও সঙ্গত হইলে সম্পর্ক রাখিবেক ও সাবেক নীলাম সঙ্গতহওনের ভাবার্থ এই যে যথায় যে কালে হইয়া থাকে তথাকার সেই কালের রীতি মত হইয়া থাকন। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমে এতাবতা নীলামের সময়ে নিয়ম ও করার ব্যর্থহওনের হুকুমেতে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে হওয়া নীলামের খরীদারের বাকীদারের পেটার এলাকদারদিগের সহিত করা কৌলকরারের হানি হইবেক না ও ঐ কৌলকরার স্পষ্ট শব্দেতে হইয়া থাকে কিম্বা উভয়ের করা ব্যবহারেতে বোধ ও ব্যক্ত হয় দুই তুল্য ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে পেটার এলাকাদারদিগের এলাকা অসিদ্ধহওনের অর্থে এই আইনে যে হুকুম লেখা যায় তাহা কেবল জমার বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনমতে সম্পর্ক রাখিবেক ও এলাকাদারের স্বেচ্ছাপুর্ব্বক কৃত বিক্রয় ও দানের সহিত ও ডিক্রী জারীর নিমিত্তে হওয়া নীলামের সহিত ও এলাকাদার জমীদারের নিকটে ইস্তাফাকরণের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কেননা ঐ বিক্রয় ও দানাদি ক্রিয়াতে অধিকার যেরূপে বিক্রয় কি দানকর্ত্তাআদি নিয়মকারি ব্যক্তির ছিল সেইরূপে খরীদার কি গ্রহীতাদি লওনিয়ার হস্তগত হয় ও ইহারা তাহার স্বরূপ ব্যক্তি হয় অতএব পেটার এলাকাদারেরা যেমত বিক্রয়কারাদির নিকটে ছিল খরীদারাদির নিকটেও সেইমত থাকিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

পেটার এলাকাদারদিগের নিমিত্তে নীলাম মৌকুফহওনের উপায় স্থির করণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পেটার তালুকদার প্রধান তালুকদারকে মালগুজারী দিলে ও প্রধান তালুকদার জমীদারকে না দিলে ১২ ধারার হুকুমমতে পেটার তালুকদারদিগের পক্ষে হানি হয় অতএব পেটার যে ২ এলাকাদারেরা নীলামেতে বিনাকসুরে উদস্ত হয় তাহারদিগকে নীলাম মৌকুফ করাইবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল একারণ নীচের লিখিতব্য দাঁড়া লেখা যাইতেছে ইতি।

তাহার নিয়ম এতাবতা বাকী আমানৎ রাখণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—প্রথম দরজার তালুকদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার জমীদারের বাকীর কারণ নীলামেরনিমিত্তে এই আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখনমত

ইশ্‌তিহারের

ইশ্‌তিহারের কৈফিয়তে লেখা গেলে দ্বিতীয় দরজার সমস্ত এলাকাদারেরা কি তাহারদিগের কোনং জন জমীদারের মোখ্তারকার নীলামের মজলিসেতে বাকী যত টাকা জাহির করে তাহা আমানৎ রাখিয়া নীলাম মৌকুফ করাইতে পারিবেক ও ঐ মত নীলামের দিবসের পূর্ব্বে তাহারদিগের প্রথম দরজার তালুকদারের শিরে বাকী থাকনের অনুমান হইলেও সাবধানার্থে আমানৎ রাখিতে পারিবেক কারণ এই যে আমানতের টাকার সংখ্যা নীলামের দিবসে জমীদারের তলবী বাকীর সমান সাবুদ হইলে নীলাম মৌকুফ হইবেক ও যদি বেশী হয় তবে যত বেশী হয় তাহা আমানৎরাখণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও আমানৎ রাখা টাকা জমীদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

আপন শিরের বাকী টাকা আমানৎ রাখিলে শোধ হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি ঐ আমানৎ যে ব্যক্তির শিরে তাহার ব্যাপক ব্যক্তির ও য়াজিবী বাকী থাকে তাহার তরফহইতে হয় তবে বাকীর অর্থে দেওয়া যাওনের জিগির দিয়া দিতে হইবেক কারণ এই যে যদি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীদার সেই সালের ও কিস্তির বাকীর দাওয়া তাহার নামে করিয়া থাকে তবে তত টাকা শোধ পায় এবং তাহার পরে সে নিমিত্তে তাহার নামে আদালতে নালিশ হইলেও তাহা শোধ হয় ইতি।

নিজের টাকা আমানৎ করিলে তাহাতে এলাকা বন্ধক হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যদি আমানৎকরণিয়ার শিরে কিছু বাকী না থাকে তবে তাহার রাখা টাকা আগামি কিস্তিতে নীলাম মৌকুফহওনের নিমিত্তে কাটিয়া লওয়া যাইবেক না বরং ইশ্‌তিহারের লিখিত এলাকাদার তাহার ঐ টাকার দেনদার বোধ হইবেক ও যে তালুক ঐ টাকা দেওয়াতে নীলাম হইতে বাঁচে তাহা ঐ দেওয়া টাকাতে বন্ধক হইবেক ও বন্ধক দ্রব্যেতে বন্ধকলওনিয়ার যেমত দাওয়া থাকে সেইমত টাকাদেওনিয়ার দাওয়া ঐ তালুকেতে থাকিবেক এতাবতা তাহা দখলের দরখাস্ত করিবামাত্র দেওয়ান যাইবেক যে আমানতের টাকা তাহার মুনাফাহইতে সে পায় ও ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীদার যদি তাহার স্থানহইতে তালুক ফিরিয়া লইতে চাহে তবে তাহার এই দুই কর্ম্মের এক কর্ম্ম করাউচিত যে হয় আমানতের টাকা আমানতের তারিখহইতে দখলপাওনের তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা ১২ বার টাকার হিসাবে সুদসমেত দেয় কি নম্বরী নালিশ করিয়া ইহা সাবুদ করে যে ঐ আমানতের টাকা সুদসমেত তালুকের মুনাফাহইতে সে পাইয়াছে ইতি।

বাকীদার আপন অধিকার ফিরিয়া পাইবার উপায়ের কথা।

১৪ ধারা।

আমানৎকরণবিনা নীলাম মৌকুফ না হইবার কথা।

কিন্তু নীলাম রদ হইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি জমীদারের তলবী যে বাকী টাকার নিমিত্তে ইশ্‌তিহার হইয়া থাকে তাহা নীলামের নিমিত্তে মোকররহওয়া দিবসপর্য্যন্ত আদায় না হয় তবে এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার উক্তমতে নিশ্চয় নীলাম করা যাইবেক কোনপ্রকারে উপরের লিখনমতে তলবী টাকা আমানৎ হওনব্যতিরিক্ত মৌকুফ ও বিলম্ব করা যাইবেক না যদি কেহ জমীদারের বাকী স্বীকার না করে কি অন্য কোন হেতুতে নীলাম সিদ্ধ না হওনের ও তাহা করাইতে জমীদারের ক্ষমতা না থাকনের দাওয়া দরপেশ করিতে চাহে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে আদালতেতে নম্বরী নালিশ করে ও তাহার দাওয়া সাবুদ হইলে

আদালতের

আদালতের তামাম খরচা ও খেসারৎ ধরিয়া পাওনের সহিত নীলাম রদহওনের ডিক্রী হইবেক ও ঐ নীলামের খরীদার দস্তুরমত এই দাওয়াতে আসামী হইবেক ও যদি নীলাম রদহওনের ডিক্রী হয় তবে আদালতের হাকিমের এমত সাবধানহওয়া আবশ্যক যে খরীদারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় যাহা হয় তাহা জমীদারের পক্ষে হয় ইতি।

বাকীদার দরখাস্ত করিলে সরাসরী তজবীজ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এবং যদি তালুকদার জমীদারের ইশ্‌তিহারের কৈফিয়তের লিখনমত পাওনা স্বীকার না করে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে ইশ্‌তিহারের মিয়াদের মধ্যে সরাসরী তজবীজহওনের নিমিত্তে দরখাস্ত করে পরে জমীদারকে অল্প মিয়াদের মধ্যে কবুলিয়ৎ ও বাকী সাবুদ হওনের অন্যং দলীল গুজরাইবার হুকুম হইবেক যে হইতে পারিলে সরাসরী মোকদ্দমা নীলামের দিবস উপস্থিতহওনের পুর্ব্বে নিষ্পত্তি করা যায় ও ঐ নিষ্পত্তিমতে নীলাম হইবেক অথবা তাহা হওয়া রহিত হইবেক কিন্তু যদি নীলামের অবধারিত দিবসপর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হয় তবে দাওয়া করা লাট বিলিমতে নীলামে ধরা যাইবেক ইহাতে যদি জমীদার কি তাহার স্বরূপ ব্যক্তি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীলওনের নিমিত্তে জেদ করে তবে নীলাম মৌকুফ হইবেক না ও তাহার জওয়াব দিবার দায় জমীদারের শিরে থাকিবেক ও তাহার পরে সরাসরী নালিশেতে তজবীজ করা যাইবেক না

কিন্তু ঐ নালিশ করিলে ও বিনা আমানতে নীলাম মৌকুফ না হইবার কথা।

কিন্তু যদি বাকীদার তলবী টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গাল বেঙ্কনোট অথবা কোম্পানির কাগজ আমানৎ করে তবে হইবেক ও তাহা দেওয়ায় নীলাম রদ হইবার ও তাহাতে হওয়া ক্ষতি ধরিয়া পাইবার নিমিত্তে নম্বরী নালিশকরণব্যতিরিক্ত আর কোন উপায় নাহি ইতি।

১৫ ধারা।

জমীদারের মারফতে দখল পাওনের নিয়মের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনমতে হওয়া নীলামের খরীদারের স্থানে সমুদয় টাকা আদায় হইবামাত্র ঐ খরীদার নীলামকরণিয়া সাহেবের স্থানহইতে টাকার রসীদসম্বলিত এক সর্টিফিকট্ পাইবেক পরে উচিত যে সর্টিফিকট্‌সমেত জমীদারের কাছারীতে দাখিল খারিজের নিমিত্তে যায় ও জামিন তলব হইলে অর্দ্ধেকজমাপর্য্যন্তের জামিন দিতে হইবেক ও জামিন দিলে পর দখলের হুকুমনামা ও এক ইশ্‌তিহার এই মজমুনে পাইবেক যে সমস্ত প্রজা ও অন্য অন্যেরা খরীদারের নিকটে রুজু হইয়া নীলামের তারিখহইতে তাহার নিকটে মালগুজারী করে এবং জমীদারের আবশ্যক যে বিক্রয়হওয়া তালুকের যে সকল কাগজ তাহার কাছারীতে মৌজুদ থাকে তাহা সমস্ত খরীদারকে দেখায়

জমীদারের টালমটালের উপায়ের কথা।

ও যদি জমীদারের তলবমত জামিন দিলে পর জমীদার আবশ্যকী হুকুমনামা দিতে ও দাখিলখারিজ করিতে টালমটাল করে তবে খরীদার আদালতেতে এ বিষয়ের নালিশ করিয়া দখলের হুকুমনামা লইয়া নাজিরের মারফতে ডিক্রী জারীকরণেতে যেমত দস্তুর আছে সেইমতে দখল পাইতে পারিবেক কিন্তু যদি জামিনের মাতবরীর বিষয়ে জমীদারের আপত্তির নিমিত্তে টালমটাল হয় তবে এই আইনের ৬ ধারার মতে তাহার তদারক করা যাইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— খরীদার তাহার অধিকারের সরেজমীতে দখল পাইবার নিমিত্তে গেলে যদি বাকীদার কি তাহার পেটার তালুকদারেরা প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা প্রতিবন্ধতার চেষ্টা ও তদবীরে থাকে অথবা তাহার খরীদার এলাকাহইতে তহসীলকরণেতে ব্যাঘাত জন্মায় তবে খরীদারের ক্ষমতা আছে যে তৎক্ষণাৎ জিলার দেওয়ানী আদালতে সহায়তাকরণের অর্থে দরখাস্ত করে ও ঐ আদালতহইতে আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখতে এক ইশ্‌তিহার এই মজমুনে জারী হইবেক যে যেহেতুক দরখাস্তকরণিয়া জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওয়া এলাকার খরীদার বটে অতএব বাকীদারের তালূকের সমস্ত হক্ক অর্থাৎ স্বত্ব যেমত ঐ বাকীদার জমীদারের স্থানে পাইয়াছিল সেইমত তাহা সমুদয় দরখাস্তকরণিয়ার হইয়াছে ও কাহারু ভাগী হওয়া বিনা মফঃসলের তহসীলের ক্ষমতা তাহারি বটে ইহাতে যদি প্রজাদিগের মধ্যে কেহ খরীদার কি তাহার মোখ্তারভিন্ন অন্য জনকে এক কপর্দ্দক দেয় তবে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারামতে সরাসরী নালিশেতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের মতে তাহার মালআমওয়াল ক্রোক মৌকুফীর নিমিত্তে আপন করা দরখাস্তের তজবীজেতে কি কোন প্রকারেতে শোধ পাইতে পারিবেক না ইতি।

দখল পাওনের প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহার উপায়ের কথা।

আদালতহইতে ইশ্‌তিহার জারীহওনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐ ইশ্‌তিহারনামা জারী হইলেও যদি সাবেক বাকীদার তালুকদার কি তাহার পেটার অন্য এলাকাদারেরা খরীদারের দখলপাওনে প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা কোন প্রকারে কাহারু তরফহইতে দাঙ্গা হইবার অনুমান হয় তবে এমত হুকুম আছে যে ঐ খরীদার সহায়তার দরখাস্ত করিলে পোলীসের কার্য্যকারক লোকেরা কিম্বা সরকারের অন্য যে কার্য্যকারক থাকে তাহারদিগহইতে যে সহায়তা হইতে পারে তাহা করে ও যদি দাঙ্গা ও হঙ্গামা উপস্থিত হয় তবে যে ব্যক্তি খরীদারের হকপাওনের প্রতিবন্ধকতা ও বাধা করিয়া থাকে তাহার জওয়াব তাহাকেই দিতে হইবেক ইতি।

অতিপ্রতিবন্ধকতা করিলে পোলীসআদিহইতে সহায়তা হইবার কথা।

১৬ ধারা।

পত্তনীদারের পেটার যে সকল তালুকদারের তালুকের দস্তাবেজের মজমুন পত্তনীদারের দস্তাবেজের মজমুনমাফিক তাহার বিষয়েতে ইহা লেখা গিয়াছে যে বাকীপড়াতে করারদাদ বাতিল হয় না অতএব তাহারদিগের স্থানে জমাতলবকরণিয়া ব্যক্তি যদি আপন বাকীর নিমিত্তে যাহার শিরে তলব এতাবতা বাকী থাকে তাহার এলাকা করারদাদের নিয়মমতে নীলাম করাইতে চাহে তবে উচিত যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা ও চলিত অন্য আইনের মতে সালআখেরীতে নীলাম করাইবার অনুমতি পাইবার নিমিত্তে দস্তুরমত কার্য্য করে কিন্তু উচিত যে ঐ নীলাম পুর্ব্বে যেমত লেখা গেল সেইমত ভরা পূরা মজলিসে ও রেজিষ্টরসাহেবের কি তাঁহার আকটিং অর্থাৎ স্বরূপ যে সাহেব থাকেন তাঁহার ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজসাহেবের মারফতে হয় ও দশ দিন মিয়াদে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার আদালতের ও কালেক্টরীর কাছারীতে

পত্তনীর পেটার তালুক নীলামহওনের নিয়মের কথা।

লট্‌কান

লট্কান যায় ও এই আইনের লিখিত নীলামের অন্য যেং নিয়ম তাহারদিগের অবস্থা যোগ্য হয় তাহা পত্তনীদারের ন্যায় তাহারদিগের প্রতি বর্ত্তিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

নীলামের পণের টাকা বিলি হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনমতে হওয়া নীলামের পণের টাকা যেং বিষয়ে বিলি হইবেক তাহার অর্থে নীচের লিখিতব্য নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

প্রথমতঃ সরকারে শতকরা এক টাকা লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নীলামের পণের টাকাহইতে শতকরা ১ একটাকা হিসাবে ঐ কর্ম্মকারি লোকদিগের খরচআদির নিমিত্তে সরকারে লওয়া যাইবেক ইতি।

পরে জমীদারের বাকী তাহার খরচখরচাসমেত বকেয়া বাকীব্যতিরেকে দেওয়ান যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— পরে যে বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইয়া থাকে সেই বাকী সুদসুদ্ধা ও ইশ্‌তিহার লইয়া যাওনিয়ার খরচাআদি নীলামের খরচখরচাসমেত বাকী তলবকরনিয়াকে দেওয়ান যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নীলামের পণের টাকা যে সালের বাকীর নিমিত্তে ইশ্‌তিহার ও নীলাম হয় তাহার পূর্ব্ব সালের বাকী আদায়েতে খরচ পড়িবেক না কেননা যে সালেতে বাকী পড়ে সেই সালেতে তাহা তহসীলকরণের নিমিত্তে তদবীর ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মত কার্য্য করা গেলে বাকী থাকে না ও সময় বহিয়া গেলে দেনাপাওনার ন্যায় হইয়া পড়ে ও দেনাপাওনা আদায়ের নিমিত্তে নম্বরী নালিশ অবধারিত আছে ইতি।

পণের বাকী টাকা কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় আমানৎ হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ঐ বাকী ও খরচখরচা আদায় হইয়া যাহা বেশী থাকে উচিত যে তাহা যে সাহেব নীলাম করেন্ তিনি কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টান্ট কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় আমানৎ রাখান্ যে বাকীদারের পেটার তালুক্‌দারদিগের মধ্যে কেহ কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি বাকীদারের দানাদিক্রমে মূল্য পাওনযোগ্য হক্‌দার হইয়া থাকে সে ব্যক্তি আপন হকের বদলে কিছু দাওয়া করে কি না ইহা দেখা যায় ইতি।

দরপত্তনীদারওগয়রহেরা দুই মাসের মধ্যে আমানতের টাকার দাওয়া করিতে পারিবার কথা।

ও তাহারা ডিক্রী হইলে হারহারীরূপে পাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি নীলামহওয়া বস্তুতে আপন হক্ অর্থাৎ স্বত্ব আছে জানে সে নীলামের তারিখহইতে দুই মাসের মধ্যে ঐ নীলামের বস্তুর পরিবর্ত্তে আপন দেওয়া পণের দাওয়া কিম্বা আপন হকের খেসারৎ ধরিয়া পাইবার দাওয়া আদালতে নম্বরী নালিশেতে করিতে পারিবেক যদি আদালতের তজবীজে ঐ ফরিয়াদীর হক্ সাবুদ হয় তবে তাহার ঐ দ্রব্যের পণের কি মূল্যের কিম্বা খেসারতের বদল যাহা ন্যায়মতে ওয়াজিবী হয় তাহা পাইবার ডিক্রী হইবেক ও যদি আদালতে এপ্রকার দাওয়ার মোকদ্দমা একের অধিক থাকে তবে যাবৎ সে সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ ডিক্রী পাওনিয়া কোন জনকে কিছু নীলামের পণের টাকাহইতে দেওয়ান যাইবেক না কারণ এই যে আমানতের টাকা যেং ডিক্রী হয় তাহার টাকার সম্বন্ধে কত হয় তাহা বুঝা গিয়া যদি ডিক্রীর টাকা আমানতের টাকাহইতে অধিক হয় তবে আমানতের টাকা

ডিক্রীর

ডিক্রীর উপর হারহারী হইয়া বিভাগ হইবেক ও ডিক্রীর যাহাং বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে করজা ডিক্রীর ন্যায় ডিক্রী জারী করিয়া বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।

জমা বেবাক দেওনব্যতিরিক্ত কেহ দাওয়া করিতে না পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে দ্বিতীয় দরজার তালুকদারদিগের কোন তালুকদার কিম্বা অন্য কোন মূল্য পাওনযোগ্য হক্দার যে করারদাদের নিয়মের মধ্যে জমা আদায় করণ এতাবতা দেওনের নিয়ম থাকে তদনুসারে নীলামেতে তাহার স্বত্বলোপ হওনহেতুক তাহার এওজ কিম্বা বদল নীলামের দিবসপর্য্যন্ত যত টাকা জমা তাহার ওয়াজিবী দেনা ছিল তাহা দাখিল করিয়া দেওন কি আদালতে আমানৎ করণ সাবুদকরণব্যতিরিক্ত কোন প্রকারে পাইতে পারিবেক না ইতি।

দুই মাসের মধ্যে কেহ দাওয়াদার না হইলে বাকীর বেশী টাকা বাকীদার পাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যদি বাকীদারের পেটার কোন এলাকাদার কিম্বা অন্য হক্দারের তরফহইতে দুই মাসের মধ্যে নীলামের পণের টাকার উপর কোন দাওয়া দরপেশ না হয় তবে যাহার এলাকা নীলাম হইয়া থাকে সে ব্যক্তি আমানৎথাকা সমুদয় টাকা পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়া আমানতের টাকার উপর প্রতিবন্ধকতার দাওয়া না থাকনের কথা লেখা এক সর্টিফিকট্ আদালতের মোহর লইয়া কালেকুটরসাহেবের নিকটে লইয়া গিয়া রসীদ দিয়া যত টাকা আমানৎ থাকে তাহা লইতে পারে এবং যদি দুই মাসের মধ্যের সমস্ত দাওয়াদারদিগের দাওয়ার সংখ্যা আমানতের সংখ্যা কম হয় তবে সমস্ত দাওয়ার টাকা মোটে যত হয় তাহাহইতে যত টাকা বেশী থাকে তাহার নিমিত্তে ও দস্তুরমত এক সর্টিফিকট্ লইতে পারে। এবং দ্বিতীয় দরজার তালুকদার কিম্বা অন্য হক্দারো ডিক্রী জারীর সময়ে নীলামের পণের টাকার আমানৎহইতে আপন পাওনা হিস্যার সংখ্যা লেখা সর্টিফিকট্ আদালতের মোহরে লইতে ও দস্তুরমতে তাহার লিখিত টাকা পাইতে পারে ইতি।

এবং দাওয়া দরপেশ হইলে তাহা বাদে আমানতের বাকী টাকাও পাইবার কথা।

যাহার গরজ হয় সে সরকারী কাগজআদি দিয়া নগদ লইতে পারিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যাহার প্রয়োজন হয় সে ব্যক্তি আমানৎথাকা নগদ টাকা সমুদয় কি তাহাহইতে কতক লইয়া তাহার বদলে কোম্পানির কাগজ কি তাহার মত আর যে কাগজেতে মাসেং সুদ পাওয়া যায় তাহা দাখিল করিতে পারিবেক ও ঐ কাগজের হিসাব শেষবারে পাওয়া গবর্ণমেণ্ট গেজেটেতে খবরহওয়া ডিস্কোঁট এতাবতা কমী কি বেশী ধরিয়া করা যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিবরণেতে হওয়া দ্বিধার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— বাকীদারের এলাকা ক্রোককরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার কর্ম্মের বিবরণেতে কএক দ্বিধা ও সন্দেহ জন্মিয়াছে বিশেষতঃ এ বিষয়েতে যে বাকীদারকে গ্রেফ্তারকরণের দস্তক জারীহওনবিনা তাহার এলাকা ক্রোকহওয়া সঙ্গত বটে কি না ও ঐ ধারার নিয়মের মধ্যে কি তাহার পরে জারীহওয়া অন্য কোন আইনেতে ইহা কিছু স্পষ্ট লেখাও নাহি যে বাকীদারের উপর দস্তকজারী না

করণমতে

করণমতে তাহার বাকীর নিমিত্তে সরাসরীতে ডিক্রী হইতে পারে ও আসামী লোককে গ্রেফ্তারকরণবিনা এলাকা ক্রোক ও সরাসরী তজবীজহওয়া মামুল অর্থাৎ রীত না থাকন হেতুক প্রজারা ও জমীদারের পেটার এলাকাদারেরা রুপোশহওয়াকে এড়াইবার সুগম উপায় দেখিয়া তাহাই হইয়া থাকে কেননা জানে যে দস্তকের মিয়াদের মধ্যে ধরা না পড়িলে আদালতহইতে মালআমওয়ালের দ্বারা বকেয়া টাকা দেওয়াইবার কোন রাহা নম্বরী নালিশব্যতিরিক্ত নাহি এই সকল ব্যাঘাতের তদারকের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য নিয়মসকল ঐ ৭ আইনের ১৫ ধারা শুধরণক্রমে ও তাহার মর্ম্মের বিবরণের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

সরাসরীতে নালিশকরণের পরে জমীদার ইজারা আদি ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এক্ষণকার আইনের মতে জমীদার লোক ও তালুকদার লোক ও ইজারদারইত্যাদিরা বকেয়া টাকা তহসীলের নিমিত্তে তাহা আসামীর স্থানে তলব করণের পূর্ব্বে কি তাহাকরণের পরে সরাসরীহইতে দস্তক জারী করাইতে পারে তাহা সত্ত্বে এক্ষণে এমত হুকুম হইল যে ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি হয় সে তালুকদার লোকের কি ইজারদারদিগের কিম্বা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজালোকের মধ্যেতে অধিকারের দখীলকার থাকে তাহারদিগের কাহারু নামে বাকীর নিমিত্তে সরাসরীরূপে দরখাস্ত দাখিলকরণের পরে আসামী গ্রেফ্তার হয় বা না হয় আপন তরফহইতে এলাকা ক্রোককরণের ও প্রজালোকের স্থানে তহসীলকরণের নিমিত্তে সরেজমীনে সাজাওল পাঠাইতে পারিবেক কিন্তু সাজাওল পাঠাইবার ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বরং তাহাতে নিয়ম এক এই যে দরখাস্তের লিখিত তলবী বাকীপড়নের সময়অবধি এক মাস গত হইলে পর পাঠাইতে পারিবেক এক মাসের পূর্ব্বে ক্ষমতা নাহি এতাবতা ভাদ্র মাসের বাকীর নিমিত্তে কার্ত্তিকের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে ক্রোক করিতে পারে না যদি তাহার দরখাস্ত আশ্বিনের প্রথমে গুজরিয়াও থাকে ও দ্বিতীয় এই যে যদি মাসের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী থাকে এতাবতা ভাদ্রের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী না থাকিলে ভাদ্রের কিস্তির মধ্যের এক টাকা বাকীর নিমিত্তে ক্রোক করিতে পারে না ইতি।

বাকী পড়নঅবধি এক মাস গত হইলে ও সেই মাসের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী থাকিলে।

আসামী হাজির না হইলে সরাসরীতে ডিক্রী হইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জাবেতামত দস্তকজারীহওনের পর যদি নাজিরের রিটরণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ তলাশ করিয়া আসামী না পাওয়া যাওনের কথাসম্বলিত দাখিল হয় তবে দরখাস্তদেওনিয়ার ক্ষমতা আছে যে সিরিশ্তার উকীলের কি আপন মোখ্তারের মারফতে মোকদ্দমার তজবীজ একমাসপর্য্যন্ত এই আশয়ে মৌকুফথাকনের দরখাস্ত দাখিল করে যে যদি ইহার মধ্যে পারে তবে দস্তক জারী করাইয়া আসামী গ্রেফ্তার করায় ও সেই মাসের শেষে হাজির না হওনমতে ইশ্তিহার দেওয়ায় ও ইশ্তিহারের মিয়াদ অতীত হইলে মোকদ্দমার তজবীজ করায় অথবা মৌকুফ না করাইয়া ১৫ পনের রোজ মিয়াদে এই মজমুনে ইশ্তিহার লটকাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্তিহারের মিয়াদ গত হইলে আসামী হাজির হয় বা না হয় মোকদ্দমা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইবেক ও হাজির না হওনমতে ফরিয়াদীর দস্তাবেজ দেখিয়া একতরফী তজবীজ করা যাইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— বাকীর ডিক্রী হইলে ডিক্রীর আসামী যদি ইজারদার কিম্বা তাহার ন্যায় অন্য এলাকাদার এতাবতা যে এলাকাদারের এলাকার করারদাদ বাকীর নিমিত্তে বাতিল হইতে পারে সেইরূপ হয় তবে ফরিয়াদী ডিক্রীহওয়া এলাকা আপন তরফহইতে অসিদ্ধ করিয়া তাহার হাতছাড়া করিয়া লইতে পারে জানা কর্ত্তব্য যে সরাসরী তজবীজেতে বাকীর যে ডিক্রী হয় সে ডিক্রী জারীকরণেতে বাকীর এলাকা সেওয়ায় স্থাবরবস্তু বিক্রয় করিতে পারা যাইবেক না এতাবতা যদি আসামী এই আইনের ৩ ধারার উক্ত প্রকারের তালুকদার কিম্বা অন্য যে প্রকার এলাকা বাকীর নিমিত্তে আইনের অনুসারে নীলাম হইতে পারে সে প্রকার এলাকাদার হয় তবে তাহার উপর যাহা বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে বাকীর এলাকা বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি জমীদার কি অন্য দাওয়াদার ঐ বাকীর নিমিত্তে যে এলাকার বাবৎ বাকী তাহা সেওয়ায় স্থাবরবস্তু কি অন্য এলাকা নীলাম করাইতে চাহে তবে তাহা নম্বরী ডিক্রীবিনা হইতে পারিবেক না ইতি।

সরাসরী ডিক্রী হইলে জমীদার ইজারাওগয়রহ অসিদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

সরাসরীতে হওয়া ডিক্রী তাহার দাওয়ার ভিন্ন অন্য স্থাবর বস্তুতে জারী হইতে না পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— এই ধারার ২ ও ৪ প্রকরণেতে বাকীদারদিগের এলাকা অসিদ্ধ ও ক্রোক হওনের বিষয়ে যে সকল নিয়মের প্রসঙ্গ হইল তাহা কেবল জমীদার ও প্রজার মধ্যেতে হওয়া তালুক ও ইজারা ও অন্যং এলাকার সহিত সম্পর্ক রাখে ও খোদকস্তা প্রজালোকের ও প্রাচীন নিবাসি চাসীলোকের জোতের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ও তাহারদিগের স্থানে যে বাকীর দাওয়া রাখে সে সর্ব্বদা চলিত আইনের মতে বৎসরের মধ্যে আপন বাকীর নিমিত্তে আসামীর ফসলওগয়রহ মালআমওয়াল ক্রোক করিতে কি তাহাকে গ্রেপ্তারকরণার্থে দস্তক জারী করাইতে পারিবেক কিন্তু যদি সালআখেরীতে জমীদারের কি তালুকদারের কি ইজারদারের বাকী খোদকস্তা প্রজালোকের কি প্রাচীন নিবাসি চাসীলোকের মধ্যে কাহারু শিরে থাকে তবে সরাসরীতে নালিশ করিয়া দস্তক জারী করাইতে পারিবেক ও যদি আসামী রুপোশ হয় কি অন্যহেতুক গ্রেপ্তার হইতে না পারে তবে এই ধারার ৩ প্রকরণের নিয়মের মত আচরণ করা যাইবেক ও যদি দাওয়াদার বৎসরের মধ্যে যেমত তাহার করা উচিত সেই মতে বাকীর ডিক্রী পাইয়া সে ডিক্রী জারী না হইয়া থাকে তবে সে ডিক্রী তাহার মাতবর দলীল হইবেক জারী না হইয়া থাকন প্রমাণ হইলে ও আদালতে বাকী সাবুদ হইলে যদি অবিলম্বে আদায় না হয় তবে আখেরী সালেন্তে দাওয়াদারকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক যে আসামী প্রজার এলাকার জমীনের যে প্রকার বিলি বন্দোবস্ত করিতে চাহে তাহা করে ইতি।

প্রজালোকের জোতজমী অসিদ্ধ ও ক্রোক হইতে না পারিবার কথা।

কিন্তু সালআখেরীতে তাহা ছাড়াইয়া লইবার নিমিত্তে সরাসরী নালিশ করিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারার হুকুমের অতিরিক্ত এই হুকুম হইল যে যদি জমীদারের কিম্বা তালুকদারের কি অন্য যে ব্যক্তি মালগুজারীপাওনের অধিকার রাখে তাহার বাকীদার এক জিলায় বসত করে ও অন্য জিলায় তাহার এলাকা থাকে তবে বাকী তলবকরণিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ দুই জিলার যে জিলায় ইচ্ছা সেই জিলার জজসাহেবের নিকটে সরাসরী নালিশের দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও বাকীদারের

বাকীপাওনিয়া তাহার বাকীদারের নিবাসের জিলাতে কি তাহার এলাকার জিলাতে সরাসরীতে দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

এলাকার

এলাকার জিলার জজসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে বাকীদারের নিবাসের জিলার জজসাহেবের নিকটে ডাক মারফৎ দস্তক পাঠাইতে হইবেক যদি তিনি পারেন্ তবে গ্রেফ্তার করিয়া পেয়াদা সঙ্গে দিয়া এলাকার জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ও যদি বাকীদার রুপোশ হয় ও তাহাকে ধরা যাইতে না পারে তবে দস্তকের পেয়াদার জোবানবন্দীর সঙ্গে নাজিরের রিটরণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ উপযুক্ত তদবীর ও উপায়করণের কথা সহিত আদালতের সাহেবের হুদ্বোধের নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

VOL. VI. 486. সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ৯ নবম আইন।

খাস আপীলের মোকদ্দমা মঞ্জুরকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলন আছে তাহা শুধরিবার ও কোনং প্রকারেতে কলিকাতা শহরনিবাসি লোকদিগের স্থানে তাহারদিগের শিরে আদালতের যে খরচা দেনা হইবেক তাহা আদায়ের অর্থে জামিনী তলব করিবার ও জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ও কোর্ট আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের পাওয়া ক্ষমতা বাড়াইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ২৯ অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ১৪ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২৭ সালের ২৬ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৭ সালের ১৫ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৬ সালের ১১ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ৯ শহর মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক পরীক্ষাদ্বারা ইহা বোধ হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতে ও কোর্ট আপীল আদালতে খাস আপীলের মোকদ্দমা মঞ্জুরহওনের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত যে সকল দাঁড়ানুসারে ঐ সকল মোকদ্দমা মঞ্জুরহওনের নির্ভর এক্ষণে বিশেষ কএক হেতুর প্রতি আছে সেই সকল দাঁড়া শুধরণক্রমে অন্যং হেতুসম্বলিত হইলে দেওয়ানী আদালতে আদালত ও ইনসাফের নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইবেক। এবং মফঃসলের আদালতেতে উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার তজবীজহওনের পূর্ব্বে ঐং মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া থাকিলে তাহার যে সকল ফরিয়াদী কিম্বা আসামী কলিকাতা শহরের সরহদ্দের মধ্যে বাস করে তাহারদিগের স্থানে কি এমতং মোকদ্দমার আপীলহওনমতে শহর কলিকাতাবাসি রিস্পাণ্ডেণ্টদিগের স্থানে তাহারদিগের শিরে আদালতের যে খরচা দেনা হয় তাহা আদায়ের নিমিত্তে জামিনী তলবকরা পরীক্ষানুসারে আবশ্যক জানা গেল কারণ এই যে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে ঐ জামিনী কেবল শহর কলিকাতার আপেলাণ্টদিগের স্থানে তলব হয় ও শহর কলিকাতাবাসি আপেলাণ্ট লোকসেওয়ায় অন্য উভয় বিবাদিরা তাহারদিগের শিরে ঐ সকল আদালতের যে খরচা ডিক্রীমতে দেনা হয় তাহা কোনং প্রকারেতে আজি কালি ও অন্য বাহানা করিয়া দিতে ত্রুটি করে ও ইহা বিহিত বোধ হইল যে জিলাও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগের করা ফয়সলার উপর আপীলহওয়া যেং মোকদ্দমার তজবীজ এক্ষণে কেবল জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের করিতে হয় তাহা অনায়াসে ও অতিত্বরাতে হয় ও ইহা উচিত বোধ হইল যে কোর্ট আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের এক্ষণে যে ক্ষমতানুসারে কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহার অতিরিক্ত ঐ সাহেবদিগকে যে সকল জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের জিলা

ও

ও শহরের মধ্যেতে কোর্ট আপীলের কাছারী থাকে সেই জজসাহেবেরা দেওয়ানী যে২ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করেন তাহার তজবীজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ শুধরণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১প্রকরণেতে প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীলের মোকদ্দমা মঞ্জুরহওনের কএক হেতুসম্বলিত যে সকল দাঁড়া লেখা যায় তাহা নীচের লিখনক্রমে শুধরা গেল ইতি।

প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—খাস আপীলের মোকদ্দমা মঞ্জুরীর নিমিত্তে উপরের উক্ত আইন্ ও ধারা ও প্রকরণেতে যে সকল হেতু লেখা যায় তাহার অতিরিক্ত কোর্ট আপীল আদালতের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া গেল যে উভয় বিবাদির মধ্যে কোন জন আদালতের যে ফয়সলার উপর খাস আপীল করিতে চাহে সেই ফয়সলা দেখিয়া যদি ঐ সাহেবদিগের এমত দৃঢ় বোধ হয় যে ঐ ফয়সলা আদালতের ও ইনসাফের রীতের অন্য মতে হইয়াছে তবে তাহার দ্বিতীয় আপীল এতাবতা খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

বিশেষ কোন২ মতে যে২ মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর করিতে হয় জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা তাহার এত্তেলা দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে প্রত্যেক জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন মোকদ্দমার উভয়পক্ষের কোন পক্ষ এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমার আপীল পুনর্ব্বার না হইতে পারণমতে যদি তাহার খাস আপীল মঞ্জুর করাইতে চাহে তবে প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগকে এ বিষয়ের সম্বাদ দেন যে ঐ মোকদ্দমাতে লোকদিগের স্বত্বসম্বন্ধীয় এমত কোন ভারি বিষয় আছে যে তাহার বিষয়ে পূর্ব্বেতে প্রধান২ আদালতহইতে কিছু চূড়ান্ত হুকুম হয় নাহি ও এনিমিত্তে তাহা দ্বিতীয় আপীলরূপে বিবেচনা করিয়া দেখনের যোগ্য কিন্তু জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের আবশ্যক যে যাবৎ তাহাতে প্রকৃতার্থে ভারী কোন বিষয় আছে ইহা তাঁহারদিগের নিশ্চয় বোধ না হয় তাবৎ এমত সম্বাদ না দেন্ ইতি।

কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবেরা উপরের উক্ত সম্বাদ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত মোকদ্দমার মত মোকদ্দমার সম্বাদ উপরের প্রকরণের উক্ত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে দেন্ ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমাতে জিলা কি শহরের জজসাহেব প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের নিকটে উপরের উক্ত সম্বাদ দেওয়া সত্ত্বে ও তাহার খাস আপীলের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ ও অন্য২ প্রকরণের লিখিত দাঁড়ার দৃষ্টে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের হজুর হইতে নামঞ্জুর হয় তবে ঐ সাহেবের নামঞ্জুরকরণের হুকুম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক না ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ খাস আপীলমতে মোকদ্দমার তজবীজহওনের ইচ্ছা রাখে সেই পক্ষ যদি তাহার দরখাস্ত ঐ সাহেবদিগের হজুরে দেয় ও খাস আপীল মঞ্জুরীর নিমিত্তে যে২ হেতু লেখা থাকে তাহার দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনমতে ও তাহা শুধরণক্রমে এই আইনেতে যাহা লেখা গেল তদনুসারে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুরকরা উপযুক্ত বোধ হয় তবে ঐ দরখাস্তে তাহা মঞ্জুর করিবার হুকুম প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের নামে দেন ইতি।

উপরের উক্ত প্রকারের যে জিলা কি মোকদ্দমাতে শহরের জজসাহেব প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগকে উপরের উক্ত সম্বাদ দিয়া থাকেন তাহাতে ঐ সাহেবদিগের না মঞ্জুরীর হুকুম চূড়ান্ত না হইবার ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগকে তাহা মঞ্জুরকরণের হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ও কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের হজুরে খাস আপীলের দরখাস্ত গুজরিলে তাহা মঞ্জুরকরণের পুর্ব্বে উভয় পক্ষের যে পক্ষ খাস আপীলের দরখাস্ত দেয় সেই পক্ষ যে কিম্বা যে ২ দস্তাবেজ দাখিল করে তাহার অতিরিক্ত মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে থাকা অন্য কোন দস্তাবেজ তলব করিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন ইতি।

সদরের ও কোর্টের সাহেবেরা খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের পুর্ব্বে মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে থাকা কোন দস্তাবেজ তলব করিতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উত্তর কালে কোর্ট আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীলের কোন দরখাস্ত ঐ সকল আদালতের দুই জন জজসাহেব খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুরীর মোতালক দাঁড়ার এবং তাহা শুধরণক্রমে এই আইনে যাহা লেখা গেল তাহার মতে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুরীর যোগ্যহওনের বিষয়ে একবাক্য না হইলে মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতে কি প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে খাস আপীলের কোন দরখাস্ত তথাকার দুই জন জজসাহেব একবাক্য হওনব্যতিরিক্ত মঞ্জুর না হইবার কথা।

৬ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের উপরের ধারার লিখনানুসারে এমত বোধ না হয় যে খাস আপীলের দরখাস্ত দিবার নিরূপিত মিয়াদের বাবৎ কি এক্ষণে তাহা মঞ্জুরীর যে প্রকার দস্তুর আছে তাহার বাবৎ এক্ষণকার চলিত দাঁড়ার কিছু পরিবর্ত্ত হইল ইতি।

উপরের ধারার অনুসারে খাস আপীলের দরখাস্ত দিবার মিয়াদের বাবৎ দাঁড়ার কিছু ফেরফার না হওনের কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ —। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি এই আইন জারী

প্রথমত উপস্থিত মোক

হইলে

দ্দমার ফরিয়াদী কি আসামী কিম্বা আপীলের মোকদ্দমার রিস্পাণ্ডেণ্ট কলিকাতা শহরবাসী হইলে তাহারদিগের জামিন দিতে হইবার কথা।

হইলে পর শহর কলিকাতাবাসি কোন ব্যক্তির প্রথমতঃ কোন নালিশ কোন জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে কিম্বা কোর্ট আপীল আদালতে করিতে হয় কি ঐ কোন আদালতে প্রথমতঃ হওয়া কোন নালিশের কি হওয়া আপীলের জওয়াব দিতে হয় তবে সেই ব্যক্তির স্থানে আদালতের যে খরচা মোকদ্দমার ফয়সলার লিখনমতে তাহার শিরে দেনা হইতে পারে তাহা দিবার নিমিত্তে জামিন তলব হইবেক ও তলবমতে ঐ ব্যক্তির শহর কলিকাতার সরহদ্দের বাহিরের নিবাসী এবং ভূমির অধিকারী এক কিম্বা অধিক জনকে জামিন দিয়া জামিনী দাখিল করিতে হইবেক ও তাহাতে মোকদ্দমার ফরিয়াদীর তাহার নালিশী আরজী দাখিলহওনের তারিখের পরে ছয় হপ্তা মিয়াদের মধ্যে ও আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের তাহার উপর সমন জারীহওনের তারিখের পরে ছয় হপ্তামিয়াদের মধ্যে তলবমত জামিনী দাখিল করিতে হইবেক ও মোকদ্দমার ফরিয়াদীর তরফহইতে ঐ জামিনী দাখিল না হইলে তাহার নালিশী আরজীর তজবীজ হইবেক না ও প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে আসামীর তরফহইতে ও আপীলমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে রিস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে ঐ জামিনী দাখিল না হইলে তাহারা মোকদ্দমার জওয়াব সওয়াল করিতে পাইবেক না ও এমতং মোকদ্দমা ফরিয়াদীর কিআপেলাণ্টের এজহার ও দরপেশকরা দলীল ও প্রমাণের দৃষ্টে একতরফী তজবীজ হইয়া নিষ্পত্তি পাইবেক এবং জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত উভয় পক্ষের যে পক্ষ তলবমত জামিনী দিতে না পারে তাহার তরফহইতে আপীলের কোন দরখাস্ত যে আদালতের ফয়সলার উপর আপীলের দরখাস্ত করে সেই আদালতের যত খরচা তাহার শিরে দেনা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত যাবৎ দাখিল না করে তাবৎ মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

যে মিয়াদের মধ্যে জামিন দিতে হইবেক তাহার কথা।

প্রথম উপস্থিত মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আপীলের মোকদ্দমার রিস্পাণ্ডেণ্ট জামিন না দিলে যে মতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

আপীল নামঞ্জুরহওনের মতের কথা।

এই প্রকরণের লিখিত যে সকল লোক মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বাস করে তাহারদিগের প্রতি উপরের লিখিত হুকুম খাটিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি জিলা কি শহরের কোন আদালতে কি প্রবিন্স্যাল কোর্টে নালিশ করিয়া কিম্বা প্রথম উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে আসামীরূপে কিম্বা আপীলমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে রিস্পাণ্ডেণ্টরূপে তাহার জওয়াব দিয়া থাকে ও প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া এমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে কলিকাতা শহরে বাস করিয়াঐ জামিনী ঐ আদালতের কোন আদালতের সাহেবের হজুরহইতে তাহা দিবার নিমিত্তে হওয়া হুকুমের তারিখহইতে ছয় হপ্তা মিয়াদের মধ্যে দিতে ত্রুটি করে তাহার পক্ষে উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম ও উপায়মতাচরণ করা যাইবেক ও জিলার আদালতের সাহেবের ও উপরকার আদালতের সাহেবদিগের আবশ্যক হইবেক যে তাহা জানিবামাত্র তাহার এত্তেলা পক্ষান্তরের কি তাহার উকীলের মারফতে না হইলেও ঐ জামিনী তলব করেন্ ইতি।

যোত্রহীনদিগের সহিত উপরের হুকুম সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের কোন হুকুম যেং লোকেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের লিখিত হুকুমের মতে যোত্রহীনমতে নালিশ করিবার কি তাহার জওয়াব দিবার ইচ্ছা করে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারার লিখিত হুকুমের অনুসারে জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে বিশেষ যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের পাঠান সুপারিশী চিঠী মতে ঐ চিঠীর লিখিত জিলা কি শহরের আদালতের কোন রেজিষ্টরসাহেবকে উপরের উক্ত আইনের ৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমাতে অন্য রেজিষ্টরসাহেবের করা ফয়সলার উপর হওয়া আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন ও জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা ও কোন রেজিষ্টরসাহেবকে উপরের উক্ত ক্ষমতার্পণ হইলে ঐ সকল মোকদ্দমা তাঁহাকে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ও এমত২ মোকদ্দমা প্রথম রূপে উপস্থিতহওন মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে রেজিষ্টরসাহেবের যে রসুম মোকরর আছে এমতেও ঐ সাহেব সেই রসুম পাইতে পারিবেন ইতি।

জিলা ও শহরের সাহেবেরা ঐ২ মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কোন রেজিষ্টরসাহেবকে তাঁহাহইতে আদালতের কাছারীর মোতালক কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ ছয় বৎসরহইতে কম না হয় এমত মিয়াদপর্য্যন্ত হইয়া থাকন এবং অন্য যে রেজিষ্টরসাহেব তাঁহার পরে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চাকরীতে ভরতী হইয়াছেন তাঁহাহইতে মোকদ্দমার ফয়সলা প্রথমরূপে হইয়া থাকনব্যতিরিক্ত উপরের লিখিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক না ইতি।

যেমতেতে রেজিষ্টরসাহেবকে উপরের উক্ত ক্ষমতার্পণ হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবেরা রেজিষ্টরসাহেবদিগের উপরের লিখিত হুকুমমতে পাওয়া ক্ষমতাক্রমে করা ফয়সলার উপর খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন ও যেমতে ঐ সাহেবদিগের হজুরে অন্য২ খাস আপীলের মোকদ্দমা শুনা যায় ও তাহার বিচার হয় সেইমতে তাঁহারদিগের হজুরে এ খাস আপীলের মোকদ্দমা শুনা যাইবেক ও তাহার বিচার হইবেক ইতি।

কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবেরা এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমা শুনিতে ও তজবীজ করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা।

যে সকল জিলা ও শহরের অধিকারের মধ্যে কোর্ট আপীলের কাছারী থাকে সেই সকল জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা সেই কোর্ট আপীলের রেজিষ্টরসাহেবকে প্রথম উপস্থিতহওয়া যে কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৮ ধারামতে জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগহইতে হইতে পারে ও জিলা কি শহরের আদালতে মুলতবী থাকে সে মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ও এমত২ মোকদ্দমার তজবীজকরণেতে কোর্ট আপীলের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ঐ সকল মোকদ্দমার তজবীজকরণেতে জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবেরা যে ক্ষমতাক্রমে ও যে সকল হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদ

জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগের বিচারযোগ্য মোকদ্দমা কোর্ট আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

নুসারে

নুসারে কার্য্য করেন্ সেই ক্ষমতানুসারে ও সেই সকল হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক, ও তাঁহারা ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবেরা যত রসুম পাইতে পারেন্ তত রসুম পাইতে পারিবেন কিন্তু ঐ সাহেবদিগের আপনারদিগের নিকটে সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এইরূপ সাবধান হইয়া করিতে হইবেক যে আপন ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহেতে কিছু হানি ও ব্যাঘাত না হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ১০ দশম আইন।

এক্ষণকার চলিত যে সকল দাঁড়া নিমক প্রস্তুত ও মিশ্রিত ও আমদানী ওরফ্তানী ও বিক্রয়হওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দাঁড়া শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ৭ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ২[illegible] অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৭ সালের ৬ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৭ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৬ সালের ৬ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৫ সালের ১৮ সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক নিমকপোখ্তানীর সাহেবদিগের ও সরকারের তরফহইতে অন্য যে সকল লোক নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মে নিযুক্ত ও মোতালক থাকে তাহারদিগের প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মকার্য্যের দাঁড়ার বিষয়ে ও নিমক আমদানীহওনের উপায়ের বিষয়ে ও বিনানুমতিতে নিমক প্রস্তুত ও বিক্রয় ও রফ্তানী ও আমদানীহওনের নিষেধের অর্থে ও অনুমতিমতে প্রস্তুতহওয়া নিমকে অন্যং দ্রব্য মিশ্রিত করিতে নিষেধের নিমিত্তে মধ্যেং দাঁড়া সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও নিমকপোখ্তানীর যে সকল কারখানা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের খাসে আছে ও তাহাতে অন্য কোন লোকের দখল নাহি তাহাহইতে এ সরকারে যথার্থ ফলোদয় ও লভ্য হইবার নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনেতে বিনানুমতিতে নিমক প্রস্তুত ও আমদানী ও রফ্তানীহওনের নিবারণের বিষয়ে যেং কথা লেখা যায় তাহা পরিবর্ত্তকরা আবশ্যক বোধ হইল ও এই আইনের লিখিত দাঁড়ার অন্যথায় লোকদিগহইতে যেং ক্রিয়া ও আচরণ হয় তাহার বাবৎ কোনং মোকদ্দমার ও আরজী ও নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগকে ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগকে দেওয়া উচিত বোধ হইল ও নিমকপোখ্তানীর বাবৎ সমস্ত চলিত দাঁড়া শুধরিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করা গেলে লোকদিগের হিত হইতে পারে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখ হইতে ঐং দাঁড়া সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও কটকসহিত উড়িষ্যাতে ও বারাণস দেশের মোতালক অন্য যেং স্থানের বেওরা পরে লেখা যাইবেক তথায় জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই ধারার লিখিত অ

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৫২

আইনের

সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের কাছারীতে লোকদিগের দৃষ্টিহওনের স্থানে লট্‌কান যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

তেজারতের কারবার করিতে এই প্রকরণের লিখিত সাহেবদিগকে নিষেধহওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগকে ও নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগকে ও তাঁহারদিগের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেব ও কার্য্যকারকদিগকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ অনুমতি লওনবিনা স্পষ্টতঃ কি গোপনে তেজারতের কোন বিষয়ের মধ্যে থাকিতে নিষেধ হইল ও ঐ নিষেধেতে ইহা বোধ হইবেক যে ঐ সাহেবেরা আপন টাকা বিলায়তে পাঠাইবার নিমিত্তে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশেতে কোন জিনিস গোপনে কি অগোপনে খরীদ করিতে পারিবেন না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত বিশেষ কোন২ প্রকারেতে নিষেধের হুকুমহইতে এড়াইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি উপরের লিখিত সাহেবদিগের মধ্যের কোন সাহেব ঐ নিষেধের হুকুমের বহির্ভূতহওনের ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার উচিত যে তেজারতের যে কারবার করিতে চাহেন তাহার ও যে কিম্বা যে ২ স্থানে কারবার করা যাইবেক তাহার ও যত দিনপর্য্যন্ত ঐ কারবার করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি লইতে চাহেন তাহার কথাসম্বলিত চিঠী ঐ শ্রীযুতের হজুরে লিখিয়া পাঠান ও ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে তাহার জওয়াবে যে চিঠী লেখা যায় তাহাতে ঐ সাহেবদিগের কোন সাহেবকে তেজারতের যে কারবার করিবার অনুমতি হয় তাহার প্রসঙ্গ ও যে কিম্বা যে২ স্থানে ঐ কারবার হইবেক তাহার নাম ও যে মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ সাহেব কারবারেতে এলাকা রাখিবেন তাহার নিরূপণ লেখা থাকিবেক ও জানান যাইতেছে যে তেজারৎওগয়রহের যে সকল কারবারের প্রসঙ্গ ঐ চিঠীতে না পাওয়া যায় নিষেধ মাফ না হওনমতে থাকিলে সে সমস্ত কারবারের বিষয়ে উপরের উক্ত নিষেধের হুকুম বহাল ও বরকরার থাকিবেক ইতি।

৬ ধারা।

নিমকের এজেণ্ট ও নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হলফ করিবার কথা।

হলফের পাঠের কথা।

জানান যাইতেছে যে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর নিমকের সমস্ত এজেণ্ট ও নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের এই আইন প্রচার হইলেই এবং তাহার পরে আপন ২ কর্ম্মে দখলপাওনের পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যাঁহার প্রতি হলফ করাইবার ভার হয় তাঁহার অগ্রে নীচের লিখিতব্য পাঠে হলফ্ করিতে হইবেক। হলফের পাঠ আমি অমুক অমুক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া হলফ্ করিতেছি যে আমি আপন ভারের মোতালক কর্ম্মকার্য্য মনোযোগপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে করিব এবং আমি নিজে কি অন্যের দ্বারা গোপনে কি অগোপনে তেজারতের কোন কারবারে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৫ ধারার অনুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সে

 লের

সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের কাছারীতে লোকদিগের দৃষ্টিহওনের স্থানে লট্‌কান যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগকে ও নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগকে ও তাঁহারদিগের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেব ও কার্য্যকারকদিগকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ অনুমতি লওনবিনা স্পষ্টতঃ কি গোপনে তেজারতের কোন বিষয়ের মধ্যে থাকিতে নিষেধ হইল ও ঐ নিষেধেতে ইহা বোধ্ হইবেক যে ঐ সাহেবেরা আপন টাকা বিলায়তে পাঠাইবার নিমিত্তে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশেতে কোন জিনিস গোপনে কি অগোপনে খরীদ করিতে পারিবেন না ইতি।

তেজারতের কারবার করিতে এই প্রকরণের লিখিত সাহেবদিগকে নিষেধ হওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি উপরের লিখিত সাহেবদিগের মধ্যের কোন সাহেব ঐ নিষেধের হুকুমের বহির্ভূতহওনের ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার উচিত যে তেজারতের যে কারবার করিতে চাহেন্ তাহার ও যে কিম্বা যে ২ স্থানে কারবার করা যাইবেক তাহার ও যত দিনপর্য্যন্ত ঐ কারবার করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি লইতে চাহেন্ তাহার কথাসম্বলিত চিঠী ঐ শ্রীযুতের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ও ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে তাহার জওয়াবে যে চিঠী লেখা যায় তাহাতে ঐ সাহেবদিগের কোন সাহেবকে তেজারতের যে কারবার করিবার অনুমতি হয় তাহার প্রসঙ্গ ও যে কিম্বা যে২ স্থানে ঐ কারবার হইবেক তাহার নাম ও যে মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ সাহেব কারবারেতে এলাকা রাখিবেন তাহার নিরূপণ লেখা থাকিবেক ও জানান যাইতেছে যে তেজারৎওগয়রহের যে সকল কারবারের প্রসঙ্গ ঐ চিঠীতে না পাওয়া যায় নিষেধ মাফ না হওনমতে থাকিলে সে সমস্ত কারবারের বিষয়ে উপরের উক্ত নিষেধের হুকুম বহাল ও বরকরার থাকিবেক ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত বিশেষ কোন২ প্রকারেতে নিষেধের হুকুমহইতে এড়াইবার কথা।

৬ ধারা।

জানান যাইতেছে যে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর নিমকের সমস্ত এজেণ্ট ও নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের এই আইন প্রচার হইলেই এবং তাহার পরে আপন ২ কর্ম্মে দখলপাওনের পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যাঁহার প্রতি হলফ করাইবার ভার হয় তাঁহার অগ্রে নীচের লিখিতব্য পাঠে হলফ্ করিতে হইবেক। হলফের পাঠ আমি অমুক অমুক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া হলফ্ করিতেছি যে আমি আপন ভারের মোতালক কর্ম্মকার্য্য মনোযোগপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে করিব এবং আমি নিজে কি অন্যের দ্বারা গোপনে কি অগোপনে তেজারতের কোন কারবারে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৫ ধারার অনুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সে

নিমকের এজেণ্ট ও নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হলফ করিবার কথা।

হলফের পাঠের কথা।

লের

লের বিশেষ অনুমতি পাওনবিনা আপন তরফহইতে লিপ্ত হইব না এবং স্পষ্টতঃ কি অস্পষ্টে রসুম কি নজর কি ভেটী সেলামী কি অন্যরূপে আপন এই কর্ম্মের উপলক্ষে লইব না ও আপন জানত অন্য কোন ব্যক্তিকে পাইতে কি লইতে দিব না আর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে আমার এই কর্ম্মের সম্পর্কে যে প্রাপ্তি ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা পশ্চাৎ হইবেক তদ্ভিন্ন কিছু গোপনে কিম্বা অগোপনে লাভ করিব না ইতি।

নিমকপোখ্তানীর সাহেবদিগের ও সরকারের তরফহইতে নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মে নিযুক্ত ও মোতাল্লকথাকা অন্য লোকদিগের কার্য্যকর্ম্মের দাঁড়া ও প্রকারের হুকুম।

৭ ধারা।

কেহ কাহারু স্থানে জবরদস্তীতে নিমকের পোখ্তানীওগয়রহ কার্য্যের করার কবুলিয়ৎ লইতে না পারিবার কথা।

কেহ স্বেচ্ছাক্রমে নিমকের পোখ্তানীওগয়রহ কার্য্যের করারদাদ করিয়া তাহার সরবরাহ দিয়া পশ্চাৎ সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারিবার কথা।

মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা অন্য ফেরকার অর্থাৎ অন্য ব্যবসায়ি লোকদিগের যে কেহ স্বেচ্ছাপুর্ব্বক নিমকপোখ্তানীর কার্য্য না করিতে চাহে কিম্বা নিমক ঢোলাইওগয়রহ করিতে স্বীকার না করে তাহার স্থানে কোন বাহানায় জবরদস্তীতে নিমকপোখ্তানী কিম্বা ঢোলাইওগয়রহের করার কবুলিয়ৎ লওয়া যাইবেক না এবং যে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে ঐ সকল কার্য্যের কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া করারদাদ করে সে লোক সেই করারদাদ মাফিক সে কার্য্যের সরবরাহ দিয়া পশ্চাৎ সেই কার্য্য ছাড়িয়া অন্য কার্য্য করিতে চাহে তাহা করিতে পারিবেক ও সে কারণ তাহাকে কেহ কিছু ক্লেশ দিতে পারিবেক না ইতি।

৮ ধারা।

নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কাহারু স্থানে জবরদস্তীতে নিমকের কার্য্যের সরবরাহ লইলে যে দণ্ড দিবেন তাহার কথা।

যদি কোন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব আপনি কিম্বা আপন কোন আমলার মারফতে কোন মলঙ্গী অথবা ব্যাপারী কিম্বা অন্য কোন জনকে জবরদস্তীতে নিমকপোখ্তানী অথবা ঢোলাইর নিমিত্তে দাদনী গতান্ কি তাহার স্থানে করার কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লন্ কি ইহার নিমিত্তে কোন তদবীর করেন্ তবে দেওয়ানী আদালতে এমত নালিশ প্রমাণ হইলে তথাকার জজসাহেব সে করার কবুলিয়ৎ নামঞ্জুর করিয়া সে লোকের উপর যে দাদনীর টাকা গতান হইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবেন এবং সে নিমিত্তে যে নোকসান ও তহখরচ সেই ফরিয়াদীকে দেওয়ান উচিত হয় তাহা সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের দেনার ডিক্রী করিবেন ও তদ্ব্যতিরিক্ত নিমকপোখ্তানীর যে এজেণ্টসাহেবহইতে এমত অত্যাচার হইয়া থাকে তিনি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কার্য্যহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

৯ ধারা।

আসিষ্টাণ্টসাহেব ও এদেশি প্রধান আমলায় জবরদস্তী করিলে তাঁহারদিগের প্রতিফলের কথা।

নিমক মহালের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কিম্বা বাজে ইঙ্গরেজ কোন সাহেব অথবা আড়ঙ্গের এদেশি কোন প্রধান আমলা নিজে কিম্বা আপন কোন আমলার মারফতে যদি কোন মলঙ্গী কিম্বা ব্যাপারী অথবা অন্য লো

ককে

ককে নিমকপোখ্তানীর কিম্বা ঢোলাইর নিমিত্তে জবরদস্তীতে দাদনীর টাকা গতান্ কিম্বা তাহার স্থানে করার কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লন্ কি ইহার নিমিত্তে কোন তদবীর করেন্ তবে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে প্রমাণ পূর্ব্বক সেই জবরদস্ত লোক আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেন ও সেই মলঙ্গী কিম্বা মজুর ওগয়রহের স্বেচ্ছাক্রমে সেই করার কবুলিয়ৎ হইয়া থাকিলে তদনুসারে যে টাকা তাহার পাওনা হইত সেই টাকার সমান টাকা এবং নোক্সানের এওজে যাহা দেওয়ান সঙ্গত হয় তাহা আসামীর স্থানহইতে তাহাকে দেওয়াইয়া দাদনীর যে টাকা গতান ও করার কবুলিয়ৎ যাহা লেখা হইয়া থাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়াইবেন ও উপরের লিখিত প্রকারেতে যে কার্য্যকারকহইতে উপরের উক্ত কসুর হইয়া থাকে তিনি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কিম্বা পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমে অথবা নিমকের এজেণ্টসাহেবের হুকুমে এতা বতা এমত কার্য্যকারকের তগীর বহালীর ভার ঐ সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবের প্রতি থাকে তাঁহার হুকুমে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবেন ও আদালতের যে সাহেবের হজুরে উপরের লিখিত কসুর কোন এজেণ্টসাহেব কি আসিষ্টাণ্টসাহেব কি অন্য কার্য্য কারকের উপর সাবুদ হয় সেই সাহেবের তাঁহার কসুর সাবুদহওনের সমাচার উপরের লিখিত বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে দিতে হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার অগোচরে তাবের আমলায় অত্যাচার করিলে তাহা শুনিয়া তদারক না করিলে আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার দণ্ড হইবার কথা।

যদি কোন আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার তাবের কোন গোমাস্তা কিম্বা পেয়াদা কি অন্য কার্য্যকারক উপরের ধারার লিখিত অত্যাচার কাহারু উপর করে তবে ঐ কসুর সেই আসিষ্টাণ্টসাহেব কি প্রধান আমলার অগোচরে হইয়াছে ইহা প্রমাণ না হওন ও তিনি ঐ কসুরহওনের সম্বাদ পাইয়া তাহার তদারক করেন্ নাহি ইহা জানা যাওনমতে তাহার জওয়াব ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেব কোম্পানির চিহ্নিত চাকর কি তদ্ভিন্ন হন্ তাঁহার কি প্রধান আমলার দিতে হইবেক ও যদি ইহা প্রমাণ হয় যে ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবের কি প্রধান আমলার তাবে কোন জনহইতে তাঁহার অগোচরে এমত কসুর হইয়াছে তবে তাহা করণিয়ারা তগীরহওনের ও ঐ কসুর নিমকের আড়ঙ্গের প্রধান আমলারদিগ্‌হইতে হওনের প্রকারে যে দণ্ডের নিরূপণ উপরের ধারাতে হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

কন্ত্রাকৃটর ও ব্যাপারী ও মলঙ্গীতে অত্যাচার করিলে তাহারদিগের প্রতিফলের কথা।

যে কোন কন্ত্রাকৃটর কিম্বা ব্যাপারী অথবা মলঙ্গী একরারপত্র দিয়া নিমকপোখ্তানীও গয়রহের নিমিত্তে দাদনী লইয়া কিম্বা করারদাদ করিয়া থাকে সে যদি কাহারু উপর উপরের লিখনমত অত্যাচার করে তবে তাহা দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ হইলে ঐ আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার প্রতি এই আইনের ৯ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে তগিরী বিনা সেই দণ্ডের হুকুম দেন্ ও নিমকের কোন কন্ত্রাকৃটর কি ব্যাপারী কি

 মলঙ্গী

মলঙ্গী ঐ হুকুম না জাননের ওজর না করিতে পারিবার নিমিত্তে তাহার একরারপত্রেতে ঐ হুকুমের প্রসঙ্গ লেখা যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এজেণ্টসাহেবেরা কন্ত্রাকূটের সময়ে যে২ হুকুম মতে কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে নিমকের এজেণ্টসাহেবেরা ব্যাপারী ও মলঙ্গী ওগয়রহ লোকদিগের সহিত নিমক তৈয়ার করিয়া দিবার কন্ত্রাকূট ও করারদাদহওনের ও তাহারদিগকে দাদনীর টাকাদেওনের সময়ে ও সামান্যত আপন২ সিরিশ্তার মোতালক কর্ম্মকার্য্যকরণেতে পূর্ব্বের দাঁড়া ও দস্তুর ও অন্য যে২ হুকুম পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরহইতে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে পান তাহা আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

নিমকের কার্য্যের মোতালক কার্য্যকারকদিগের জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে রুজু হইতে হইবার ও ঐ সকল কার্য্যকারক কিম্বা সরকারের তরফহইতে নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মে মোতালকথাকা অন্য২ লোকেরা মোকদ্দমার উভয় বিবাদিদিগের মধ্যে হইলে কিম্বা তাঁহারদিগের উপরের উক্ত আদালতে হাজির হইবার আবশ্যক হইলে আদালতের সাহেবদিগের হুকুমনামা জারীকরণেতে যে২ তদবীর করিতে হইবেক তাহার হুকুম।

১৩ ধারা।

নিমকের মোতালক সমস্ত লোকেরা আদালতে রুজু হইবার যোগ্যহওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কি তদ্ভিন্ন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আসিষ্টণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আমলা ও গোমাস্তা লোকের মধ্যে কেহ যদি এই আইনের অন্যথা অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে অন্য যে সকল আইন ছাপা হইয়া জারী হয় তাহার ব্যতিক্রমে কিছু কার্য্য করেন তবে তাঁহারদিগের নামে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক এই নিয়মে যে নিমকের যে এজেণ্টসাহেবেরা কি নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা আপন২ ভারের কর্ম্মকার্য্যের বিষয়ে করা ক্রিয়া ও আচরণের নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতের তাবে বটেন তাঁহারদিগের নামে যে সকল মোকদ্দমা কি নালিশ হইতে পারে তাহার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের এই আইনানুসারে মোকদ্দমার তজবীজকরণের ও জরীমানার ও জব্দের ও বিনানুমতিতে নিমক প্রস্তুত ও আমদানী ও রফ্তানী ও খরীদ ও বিক্রয়করণের ও রাখণের নিমিত্তে নিরূপিত অন্য২ দণ্ডের হুকুম দেওনের বিষয়ে পাওয়া ক্ষমতানুসারে করা ক্রিয়া ও আচরণের সহিত এই ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

নিমকপোখ্তানীর সম

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি নিমক পোখ্তানীর সময়ের মধ্যে এতাবতা অক্টোবর মাসের

শেষার্দ্ধহইতে

শেষার্দ্ধহইতে জুলাই মাসের পুর্ব্বার্দ্ধপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কোন মলঙ্গী কি মজুর কি নিমক পোখ্তানীর এলাকার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের এই আইনানুসারে মোকদ্দমার তজবীজ করিবার ও জরীমানাওগয়রহের হুকুম দিবার মোতালক কোন২ প্রকারেতে যে২ হুকুম ও তদবীর করিবার ক্ষমতা আছে ও তাহার প্রসঙ্গ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে তদ্ভিন্ন নিমক পোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের করা কোন তদবীরে কি হুকুমে তাহার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে আপনি কিম্বা আপন উকীলের মারফতে সেই সাহেবের নিকটে আপন নালিশের বেওরা লিখিয়া দরখাস্ত দিবেক তাহাতে যদি সেই সাহেব সে বিষয়ের বিচার না করেন্ কি নিষ্পত্তি করিতে টালেন্ তবে সে লোকের ক্ষমতা আছে যে সেই সাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ করে ইতি।

যের মধ্যেনিমকী এলাকার কাহারূ উপর এজেণ্টসাহেব নিজে কিম্বা হুকুম দিয়া অত্যাচার করিলে তাহার কারণ সে লোক আদৌ এজেণ্টসাহেবের স্থানে দরখাস্ত করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে কোন মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের তাবের কোন আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার কি কন্ত্রাকুটরের কি ব্যাপারির অথবা মলঙ্গীর করা কোন আচরণেতে তাহার উপর অত্যাচার হইয়াছে তবে সেই লোক আপনি কিম্বা উকীলের মারফতে সে বিষয়ের দরখাস্ত আদৌ সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে করিবেক ইহাতে যদি আদৌ দরখাস্ত এজেণ্টসাহেবের নিকটে করে ও ঐ সাহেব তাহার বিচার না করেন্ অথবা নিষ্পত্তি করিতে টালেন্ কি তাহা করিতে না পারেন্ তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যাহাহইতে তাহার প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার নামে কিম্বা এজেণ্টসাহেবের নামে তাঁহার হুকুমে ঐ অত্যাচার হইয়া থাকিলে আদালতে নালিশ করে ও আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত নালিশ হইলে এজেণ্টসাহেবের কি যাহাহইতে অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার স্থানে তাহার জওয়াব লয়্ ইতি।

অন্যায়গ্রস্ত নিমকী এলাকাদার লোকে নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে আড়ঙ্গের প্রধান আমলার স্থানে আপন হক যেমতে বুঝিয়া পাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের প্রস্তাবিত কোন মোকদ্দমা কেহ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে চাহিলে তথাকার জজসাহেব তাবৎ সে মোকদ্দমা না শুনেন্ যাবৎ সেই ফরিয়াদীর হলফ্‌করণের দ্বারা অথবা যে মতান্তরে জজসাহেবের হৃদ্বোধ হয় তদনুসারে ঐ২ প্রকরণের লিখনমতে সে মোকদ্দমার নালিশ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে করিয়াছিল সাবুদ না করে ইতি।

উপরের ২ ও ৩ প্রকরণের প্রস্তাবিত মোকদ্দমার নালিশ কেহ আদালতে করিলে তাহার হলফের দ্বারা যাবৎ সে মোকদ্দমা আদৌ এজেণ্টসাহেবের নিকটে জাহেরকরণ জজসাহেবের চিত্তে না লয় তাবৎ তাহা না শুনিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের প্রস্তাবক্রমের কোন মোকদ্দমার নালিশ যে কালে করারদাদের কোন আসামীতে করিতে চাহে সে কালে যদি তাহার করারদাদের সরবরাহ সমস্ত না হইয়া থাকে তবে সে ফরিয়াদী সে কালে সে নালিশ করিতে আড়ঙ্গের প্রধান আমলা কিম্বা নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেবের বিনানুমতিতে আপনি কদাচিৎ যাইতে পারিবেক না কিন্তু আপন তরফ উকীল পাঠাইতে পারিবেক আর যদি সেই আসামী আপন সরবরাহ দিবার যোগ্য আপন স্বরূপ অন্য জনেককে

এই ধারার লিখনানুসারে নিমকী আসামী আপন স্বরূপ যোগ্য লোক না রাখিয়া উকীলের মারফৎ সেওয়ায় আপনি আদাল

তে গিয়া কোন মোকদ্দমার নালিশ করিতে না পারিবার কথা।

জনেককে সেই কার্য্যের সরবরাহের নিমিত্তে নিযুক্ত করে ও যাহাকে স্বরূপ করিয়া রাখে তাহাহইতে সে কার্য্য চলিবার বিষয়ে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার সন্দেহ না থাকে তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলায় সেই আসামীকে বিদায় করিবেন ইতি।

নিমক মহালের এলাকাদার কাহারু উপর দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে তাহার জওয়ার এজেণ্ট সাহেব দিতে পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— কোন আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলাপ্রভৃতি নিমক মহালের এলাকাদার কাহারু নামে দেওয়ানী আদালতে যে কোন নালিশ হয় তাহাতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব উচিত জানিলে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে আপনি সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব দেওয়ানী আদালতে করেন্ ও যদি করেন্ তবে তথায় সে মোকদ্দমার যে ডিক্রী হয় তাহার নিশাও নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের করিতে হইবেক ইতি।

শ্রাবণ ভাদু আশ্বিন তিন মাসের মধ্যে মলঙ্গীপ্রভৃতির নালিশ আদৌ এজেণ্টসাহেবওগয়রহ নিমক মহালের আমলার নিকটে না হইয়া দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— শ্রাবণ ও ভাদু ও আশ্বিন মাসে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলা কিম্বা তাঁহারদিগের তাবের কোন লোকহইতে মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকী এলাকার অন্য কাহারু প্রতি এই আইনের কি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যে২ আইন ছাপা ও জারী হয় তাহার অন্যথাক্রমে কিছু অত্যাচার হইয়া থাকিলে সে লোক তাহার নালিশ নিমকপোখ্তানীর সময়ের নিমিত্তে এই ধারার উপরের কএক প্রকরণের লিখনমত আদৌ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলার নিকটে না করিয়া দেওয়ানী আদালতে করিতে সাধ্য রাখিবেক ও দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকী এলাকার অন্য২ কোন লোকের হক্ ত্বরাতে পঁহুছিবার কারণ হুকুম হইল যে তাহারদিগের যাহার যে নালিশ এই প্রকরণের প্রথম প্রস্তাবক্রমে আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি অন্য২ মোকদ্দমার অগ্রে অব্যাজে করেন্ এই নিয়মে যে উপরের প্রকরণের লিখিত কোন হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে এই আইনানুসারে নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের জরীমানার ও জব্দের ও অসঙ্গত ক্রিয়ার নিমিত্তে নিরূপিত অন্য দণ্ডের হুকুমদেওনের বিষয়ে পাওয়া ক্ষমতানুসারে করা ক্রিয়া ও আচরণ যথার্থ হওয়া কি না হওয়ার তজবীজ করিতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।

১৪ ধারা।

কেহ স্বেচ্ছাক্রমে দাদনী লইয়া তাহা জবরদস্তীতে গতান কহিয়া ফিরাইতে না পারিবার কথা।

যে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে দাদনী লইয়া তাহার রসীদ দিয়া থাকে সে আপন করারদাদহইতে খালাস পাইবার কারণ এমত কহিতে না পারে যে সেই দাদনী তাহার উপর জবরদস্তীতে গতান হইয়াছে অতএব জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি কেহ দাদনী লইয়া রসীদ দিয়া তাহা জবরদস্তীতে দিবার প্রস্তাবে নালিশ করে তবে সেই রসীদদৃষ্টে আদৌ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার দাদনী লওন জানিয়া যাবৎ সূক্ষ্ম বিচারে এই আইনের অন্যথাক্রমে জবরদস্তী

প্রমাণ

প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহাকে তাহার করারদাদহইতে খালাস না দিয়া সে খালাড়ীতে খাটিতে না গিয়া থাকিলে তথায় যাইতে প্রতিবাদী ও গিয়া থাকিলে তথাহইতে উঠাইতে চেষ্টিত হইবেন না এবং নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে এমত নালিশ যে কালে হয় সে কালে সে সাহেবে এই হুকুমমাফিক কার্য্য করিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

এজেণ্টসাহেব কি তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের উপর আদালতের হুকুম যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কিছু হুকুম যে কালে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের নামে পাঠাইতে হয় সে কালে জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব সেই হুকুমনামা খাম করিয়া তাহার উপর আদালতের মোহর ও আপন কর্ম্মের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন ও ঐ এজেণ্টসাহেব কি আসিষ্টাণ্টসাহেব সেই হুকুমনামা পাইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে রসীদ লিখিয়া পুনর্ব্বার খাম ও মোহর করিয়া সেই জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

১৬ ধারা।

সাবেক এজেণ্টসাহেব আদির কৃত কার্য্যের নিমিত্তে হালের এজেণ্টসাহেব ওগয়রহের নামে নালিশ না হইতে পারিবার কথা।

সাবেক এজেণ্টসাহেব প্রভৃতিকে যে২ মোকদ্দমার জওয়াব দিতে হইবেক তাহার কথা।

নিমক মহালের মোতালকের যে সকল কার্য্য সাবেক সাহেবদিগের ও প্রধান আমলার আমলে হইয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমার নালিশ হালের এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর অথবা তদ্ভিন্ন হন তাঁহারদিগের ও আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলাদিগের নামে হইবেক না। কিন্তু এজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা আড়ঙ্গের এ দেশি প্রধান আমলা কেহ তগীর হইয়া থাকিলে তাঁহার নামে তাঁহার বহালী আমলে নিমকী এলাকার কার্য্যকরণের বিষয়ে যে নালিশ হইয়া থাকে বহাল থাকনের মতে তাহার জওয়াব দিবার ভার সেই তগীর এজেণ্টসাহেবপ্রভৃতির উপর থাকিবেক নতুবা যদি পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহার জওয়াব দিবার বিষয়ে হালের এজেণ্টসাহেবের প্রতি হুকুম দেওয়া উচিত জানেন্ তবে ঐ সাহেবদিগের হুকুম কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমে এমত মোকদ্দমা সেই ব্যক্তির উপর উপস্থিত হইলে তাহাতে উপরের লিখিত দাঁড়া খাটিবেক না বরং এমত২ মোকদ্দমার জওয়াব হালের এজেণ্টসাহেব সরকারের তরফহইতে দিবেন ইতি।

১৭ ধারা।

এজেণ্টসাহেব ওগয়রহ মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ উকীলকে ওয়াকীফ করাইবার কারণ পত্রাদি লিখিয়া ডাকের রসুম না দিয়া পাঠা

নিমক মহালের মোতালকের যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে ও সকল মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াবের হকীকৎ ঐ সকল আদালতের উকীলদিগের ওয়াকীফ করাইবার কারণ ও তাহারদিগের স্থানহইতে জ্ঞাত হইবার জন্যে নিমকপোখ্তানীর এজে

ণ্টসাহেব

ইতে পারিবার ও তাহা থাম করা ও পাঠান যাই বার মতের কথা।

ণ্টসাহেব ও আসিষ্টাণ্টসাহেব ও আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলাদিগের তগীর ও বহালী আমলে উভয় পক্ষের পত্রাদি লিখনবিনা ডাকের রসুমে চলিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ সাহেবআদির কর্ত্তব্য যে তাহার কাগজপত্রাদি লিখনপত্রের ন্যায় থাম ও মোহর করিয়া উকীলের নামে শিরনামা দিয়া ও সেই থামের উপর অন্য কাগজ মড়িয়া তাহার উপর সে উকীল যে আদালতের চিহ্নিত হয় সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নাম ও তৎকালে যে কার্য্যে থাকেন্ তাহার কিম্বা মোকদ্দমার নালিশের কালে আপনার যে কার্য্য ছিল সেই কার্য্যের ধ্বনি দিয়া নিজ নাম লিখিয়া পাঠান্ আদালতের রেজিষ্টরসাহেব এমত মোহরকরা লিখন পাইলে তাহা বজিনিস উকীলকে দেওয়াইবেন ও এই আইনের মতে সকল আদালতের উকীলদিগের যাহার প্রতি নিমক মহালের মোতালকের ব্রোন প্রথম নালিশী মোকদ্দমা অথবা আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার থাকে সে উকীল সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় যে কাগজপত্র যে সময়ে তাহার মওক্কেল তগীর কিম্বা বাহাল নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলার স্থানে পাঠাইতে চাহে তাহাও বিনারসুমে ডাকের মারফতে পাঠাইতে পারিবেক ও উকীল সেই কাগজপত্র পত্রের ন্যায় থাম করিয়া তাহাতে আপন মোহর করিয়া দিলে আদালতের জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব তাহার উপর অন্য কাগজ মড়িয়া আপন কার্য্যের ধ্বনি দিয়া নিজনাম লিখিয়া যাহার স্থানে চালাইতে হয় তথায় চালান করিবেন ইতি।

১৮ ধারা।

দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতে ও সদরদেওয়ানী আদালতে যে২ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেদিগের করিতে হইবেক তাহার কথা।

যে কালে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা আপনারা উচিত জানিয়া কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুম পাইয়া নিমক মহালের মোতালক যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে করণের ভার কোন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রতি না রাখিয়া আপনারদিগের প্রতি ভার রাখিতে চাহেন্ সে কালে তাহা করিতে পারিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে ও সামান্যত আদালতে উপস্থিতহওয়া সমস্ত মোকদ্দমাতে ও আদালতের তদবীরের মোতালক সমস্ত বিষয়েতে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যেরূপে উচিত বুঝেন্ সেইরূপে লিগল্ আফের্জের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেমব্রানসর্ এতাবতা শরা ও শাস্ত্রসম্পর্কীয় বিষয়ের ও আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সরবরাহকার এতাবতা অধ্যক্ষ ও ঐ২ বিষয়েতে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের পরামর্শি সাহেবের স্থানে পরামর্শ লন্ ইতি।

১৯ ধারা।

নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার নিমকপোখ্তানীর

নিমকপোখ্তানীর যে এলাকাদারেরা ভূম্যাদির মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহারা নীচের ধারার ২ প্রকরণে নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে মালগুজারীর বাকী তলবের বিষয়ে

যেমত

যেমত করিতে লেখা যায় তাহাছাড়া সময়ান্তরে অন্যং মালগুজারের মতে আইনের মাফিক আপনং মালগুজারীর সরবরাহ করিবেক ইহাতে সেই সময়ের নিয়ম কার্ত্তিক মাসের প্রথমহইতে আষাঢ় মাসের শেষপর্য্যন্ত জানিবেক ইতি।

সময়ছাড়া আপন ২ মালগুজারী অন্যং মালগুজারের মতে করিবার কথা।

২০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—নিমকপোখ্তানীর কার্য্য আটক না হইবার এবং নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারেরা যে সকল ভূম্যাদির মালগুজারীর এলাকা রাখে তাহার সরবরাহ দিতে কসুর না করিতে পারিবার নিমিত্তে নীচের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারদিগের স্থানে মালগুজারীর বাকী উসুল করিবার দাঁড়া নির্দ্দিষ্টের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে সকল লোক নিমকপোখ্তানীর করারদাদ করিয়া ও তাহা তৈয়ার করিতে থাকে তাহারদিগের ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি সরবরাহকার কি তহসীলদারের কাছারীতে কোন প্রকারে তলব করা যাইবেক না যদি ঐ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির কেহ নিমকের এলাকাদার কাহার উপর ঐ সময়ের বাবৎ কিছু মালগুজারীর দাওয়া রাখে ও ঐ সময়ের মধ্যেই তাহা উসুল করিতে চাহে তবে সে কারণে চলিত আইনের মতে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক করে অথবা সেই বাকীদারের নামে তাহার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কিম্বা সেই বাকীর দাওয়ার ফর্দ্দ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে দাখিল করে যে তদনুসারে সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব উচিত বুঝিলে সেই বাকী টাকা সে বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান অথবা আপনি দিয়া তাহার পাওনা আগামি কিস্তীর দাদনীর টাকাহইতে মালগুজারীর বাকী আদায় করেন এইহেতুক যে সেই লটখাটিতে নিমকপোখ্তানীর কার্য্যের ভণ্ডুল না হয় ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী আদৌ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে নালিশ করিলে সে সাহেব তাহাতে মনোযোগ না করেন তবে দাওয়াদার সে কারণে সেই বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক। যদি দ্রব্যাদি ক্রোক করে তবে সেই বাকীদারের স্থানে সরকারের যে নিমক ও নিমকের দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম থাকে তাহা বাদে ক্রোক করিবেক ও ঐ নিমক ও দ্রব্য সকল বাকী টাকা আদায়ের নিমিত্তে বাকীপাওনিয়ার তরফহইতে কি আদালতের হুকুমেতে কোন প্রকারে ক্রোক ও বিক্রয় কি আর কিছু হইতে পারিবেক না ইতি।

নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিমকী আসামীর তলব ভূম্যধিকারিআদির কাছারীতে না হইবার কথা।

দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা আদালতে নালিশ অথবা এজেণ্টসাহেবের নিকটে দরখাস্তক্রমে বাকী উসুল হইবার কথা।

বাকীর কারণ সরকারী নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম ক্রোক না হইবার কথা।

২১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের তাবের কোন আমলার নামে কিম্বা নিমকী কার্য্যের করারদাদ করিয়া তাহাতে নিবিষ্টথাকা অন্য কোন লোকের নামে কেহ কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে লাগিলে তাহার নালিশী আরজীতে সেই আসামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহার প্রস্তাব লিখিবেক যদি এমত আসামীর নামে শ্রাবণ কি ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে আদালতহইতে তলবচিঠী হয় তবে তাহা অন্য এলাকার লোকদিগের উপর যেপ্রকারে হয় সেই প্রকারেই হইবেক

নিমক মহালের এলাকাদারের নামে কেহ নালিশ করিতে লাগিলে তাহার নালিশী আরজীতে সেই আসামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহার জিগির লিখিবার কথা।

এবং

শ্রাবণাদি তিনমাসে নিমকী এলাকার আসামীর নামে যেমতে তলবচিঠী জারী হইবেক তাহার কথা।

কার্ত্তিকাদি আষাঢ়পর্য্যন্ত নিমকী এলাকার আসামীর নামে এজেণ্টসাহেবের মারফতে তলবচিঠী জারী হইবার কথা।

আসামীর জামিন এজেণ্টসাহেব আপনি হইতে কিম্বা অন্য লোককে দেওয়াইতে পারিবার কথা।

যেং গতিকে আদালতের পেয়াদার সঙ্গে আসামীকে যাইতে হইবেক তাহার কথা।

এবং যদি এমত আসামীর নামে ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ়ের মধ্যে ঐ তলবচিঠী হয় তবে তাহা ফরিয়াদীর আরজীর নকলসমেত এক খামেতে মড়িয়া জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবপ্রভৃতি তাহার উপর আপন কার্য্যের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। ও যে জামিনী তলব আসামীর স্থানে করা ও লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহাতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি তাহার জামিনী লিখিয়া দেন্ কিম্বা আপন কোন আমলা কি অন্য যাহাকে উপযুক্ত জানেন্ তাহাকে দিয়া লেখাইয়া দেওয়ান্ কিম্বা ঐ আসামীকে নিজে কোন জামিন ঠাহরিয়া দিতে হুকুম দেন্ ও যদি আসামীর নিজে জামিন দিতে হয় তবে তাহাতে কার্য্যক্রমে ঐ তলবচিঠী আদালতের কোন পেয়াদার হাওয়ালে হইয়া থাকিলে সে যদি জামিনের মাতবরীতে সন্দেহ করে ও নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব সে জামিনকে মাতবর কহেন্ তবে ঐ পেয়াদা সেই জামিন লইবেক। যদি জামিনী তলবহওনমতে ঐ সাহেব সে আসামীর জামিন আপন আমলাদিগের কাহাকেও অথবা অন্য কোন লোককে দেওয়ান উচিত না জানেন্ ও সে আসামী আপনিও এমত জামিন দিতে না পারে যে তাহাকে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের মাতবর জ্ঞান হয় তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব সেই আসামীকে আদালতের পেয়াদার সহিত সেই আদালতে পাঠাইবেন কিম্বা যদি ঐ তলবচিঠী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া আসিয়া থাকে তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব সে আসামীকে আপন লোকের সহিত আদালতে পাঠাইবেন ইতি।

নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবেরা উপরের প্রকরণের লিখনক্রমে নিমকী এলাকাদার লোকদিগের জামিনী লিখিয়া দিতে আসিষ্টাণ্টসাহেবআদিরে ভার দিতে পারিবার কথা।

জামিনী লিখিয়া দিতে ভার হয় যাঁহারদিগেরে তাঁহারদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্টে নামনবিসীর ফর্দ্দ জজসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

জজসাহেবেরা তলবচিঠী এজেণ্টসাহেবদিগের নিকটে না পাঠাইয়া ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবপ্রভৃতির নিকটে পাঠাইবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রকরণক্রমে নিমকের এলাকার আসামীর জামিনী লিখিয়া দিতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব আপন আসিষ্টাণ্টসাহেব শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর হন কি তদ্ভিন্ন হন তাঁহার কিম্বা কোন দেওয়ানী আদালতের চিহ্নিত কোন উকীলের অথবা অন্য যাহাকে উপযুক্ত জানেন্ তাহার প্রতি ভার দিতে পারিবেন আর ঐ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকের প্রতি এমত জামিনী লিখিয়া দিবার ভার দেন্ তাঁহারদিগের নামনবিসীর ফর্দ্দ তাঁহারদিগের প্রত্যেকের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্টে লিখিয়া দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান্ তদনুসারে জজসাহেব কোন আসামীর তলব করিতে হইলে যদি আপন থাকিবার স্থানহইতে তাহার ঠিকানা দূর হওনহেতুক কিম্বা কারণান্তরে বিহিত বুঝেন্ তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে তলবচিঠী না পাঠাইয়া এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনক্রমে জামিনী লিখিয়া দিতে ভার থাকে যাঁহারদিগের প্রতি তাঁহারদিগের কাহারু নিকটে পাঠাইতে পারিবেন ও এমত হইলে সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সেই তলবচিঠী নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে গেলে তাঁহার যে দাঁড়ামতাচরণ করিতে হইত সেই মতাচরণ করেন্ ইতি।

নিমকী এলাকার কোন আসামীর নামে নালিশ

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের তাবের কোন আমলা কিম্বা মলঙ্গীওগয়রহ করারদাদের আসামীর নামে কেহ কোন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে

নালিশ

নালিশ করিয়া সেই নালিশী আরজীতে সে আসামীর নিমক মহালের এলাকাদারীর জিগির না লিখিয়া থাকে ও তাহাতে ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় এই কালের মধ্যে অন্য এলাকার লোকের তলবমতে সে আসামীর নামে তলবচিঠী হইয়া দেওয়ানী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে হয় ও যে পেয়াদার হাওয়ালে সেই তলবচিঠী হয় সে যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের কোন আমলা অথবা সেই আসামীর কথাক্রমে সে আসামীকে নিমক মহালের এলাকাদার জানে তবে সে পেয়াদা সেই আসামীর ঠিকানার নিকটে নিমক মহালের মোতালক যে আসিষ্টাণ্টসাহেব আদির প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার অথবা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে গিয়া সেই তলবচিঠী দিবেক তদনুসারে সে বিষয়ে এই ধারার প্রথম প্রকরণক্রমে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের যে মতাচরণ কর্ত্তব্য হইত সেইমতাচরণ ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলাআদির কর্ত্তব্য হইবেক যদি আদালতের সেই পেয়াদা কেবল সেই আসামীর মুখে সে আসামী নিমক মহালের এলাকাদার শুনিয়া সে কথায় সন্দেহ রাখে কিম্বা সন্দেহ না রাখিয়া এমত ভাবে যে সে আসামী তাহার ঠিকানার নিকটের যে আসিষ্টাণ্টসাহেবআদির প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার কি আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে তলবচিঠী লইয়া আমার যাওনের মধ্যেতে পলাইবেক তবে এ দুই মতেই সে পেয়াদা সেই আসামীসুদ্ধা তলবচিঠী লইয়া তাহার ঠিকানার নিকটের নিমকী এলাকার ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবআদির নিকটে যাইবেক এবং যাবৎ ঐ আসামীর জামিনী লেখা না হয় তাবৎ তাহাকে ছাড়িবেক না ইতি।

হইলে সে নালিশী আরজীতে সে আসামী নিমকী এলাকাদারহওনের প্রস্তাব না থাকাতে অন্য আসামীর মতে তাহার তলবচিঠী হইলে তাহা যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যদি নিমক মহালের মোতালক কোন আসামীর নামে কেহ কোন ফৌজদারীর মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও সে মোকদ্দমা জামিন লইবার যোগ্য হয় তবে ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় ইহার মধ্যে সে আসামীর তলবে চিঠী জারী করিতে হইলে তাহা উপরের প্রকরণেতে যেপ্রকারে তলবচিঠী জারী করিতে হুকুম আছে সেই প্রকারে জারী করা যাইবেক কিন্তু ঐ তলবচিঠীতে তাহার লিখিত আসামীর উপর তাহার ঐ সাহেবের মতানুসারে নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে কিম্বা পরে নিজে হাজির হইবার অথবা আপন তরফ এক জন উকীল পাঠাইবার হুকুম লেখা যাইবেক এবং তাহাতে ঐ আসামী কি তাহার উকীল হাজির না হইলে তাহার কি তাহার হাজিরজামিনের যত টাকা লাগিবেক তাহার সংখ্যা লেখা যাইবেক ও ঐ টাকার সংখ্যা মোকদ্দমার ভাব ও ঐ আসামীর আহওয়াল ও সম্ভাবনার দৃষ্টে ঐ সাহেবের বিবেচনামতে নিরূপণ হইবেক ইতি।

জামিন লইবার যোগ্য ফৌজদারী মোকদ্দমায় নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিমকী এলাকার আসামীর উপর যেমতে তলবচিঠী জারী হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই ধারার উপরের প্রকরণের মতানুসারে নিমকী কোন আসামীর উপর যে তলবচিঠী ও দস্তক নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব অথবা তাঁহার তাবের আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান যে আমলার মারফতে জারী হয় সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলা সেই চিঠীর পৃষ্ঠে যেমতে তাহা জারী

এই ধারানুসারে নিমকী এলাকার আসামীর উপর তলবচিঠী ও দস্তক জারী হইবার বেওরা কৈফিয়ৎ সেই চিঠীদিগরের

পৃষ্ঠে এজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলায় লিখিবার কথা।

জারী হয় ও যে লোক সে আসামীর জামিন হয় তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ তলবচিঠী আদি ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

নিমকী এলাকার আসামীর উপর জামিন লইবার অযোগ্য মোকদ্দমায় দস্তক যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যদি নিমক মহালের মোত্তালক কোন আসামীর নামে কেহ কোন ফৌজদারীর মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও সে মোকদ্দমা জামিন লইবার যোগ্য না হয় তবে তাহাতে ঐ আসামীকে গ্রেফ্তার করিবার মাতবর হেতু পাইয়া তাহার তলবে দস্তক জারী করিতে হইলে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ দস্তকেতে তাহার শীঘ্র হাজির হইবার হুকুম লেখাইয়া তাহা সর্ব্ব সময়ে অন্য২ লোকের উপর যেমতে জারী করিতে হয় সেই মতে জারী করেন্ কিন্তু ফৌজদারীর যে পেয়াদাওগয়রহের হাওয়ালে সে দস্তক হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই আসামীকে ধরিয়া পরে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব অথবা আড়ঙ্গের কি নিমকপোখ্তানীর স্থানের প্রধান আমলা যে কেহ সেই আসামীর ঠিকানার নিকটে থাকেন্ তাঁহার স্থানে তাহার সমাচার দেয় ইতি।

এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবের আমলা জামিনী যে একরার করেন্ ও যে জামিনী মাতবর কহেন তাহার নিশা তাঁহারদিগের দিতে হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—এই ধারার কোন প্রকরণমতে কোন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব আপনি কিম্বা তাঁহার তাবের কোন প্রধান আমলা নিমকী এলাকার কোন আসামীর হাজিরজামিন হইলে কিম্বা সেই আসামীর দেওয়া কোন জামিনকে মাতবর কহিলে দুই মতেই মাফিক একরার সে আসামীর শিরে যে দাওয়া পড়ে তাহার নিশা সেই আসামী কিম্বা তাহার দেওয়া জামিনে না করিলে সেই দায়ের নিশা সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবকে করিতে হইবেক অতএব নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে আড়ঙ্গের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের ও মলঙ্গীওগয়রহ নিমকী এলাকাদারদিগের জামিনহওনের ও নালিশের তদারককরণের ভারে মাতবর ও মুখ্যাত লোককে ঠাহরাইয়া প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন্ ও তাহারদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়ার নিমিত্তে যে২ হুকুম মনোনীত ও উপযুক্ত হয় তাহা তাহারদিগেরে দেন্ ও যাহাকে প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন্ তাহার স্থানে এমত মাতবর মালজামিন লন্ যে সেই প্রধান আমলাহইতে কোন কার্য্যের ত্রুটি হইলে সে কারণে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের যে নোক্সান হইতে পারে তাহা তাহার স্থানে ধরিয়া পাওয়া যাইতে পারে ইতি।

যে কালে নিমক মহালের এলাকাদারদিগের নামে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে সপীনা জারী করিতে হয় সে কালে তাহা যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—নিমক মহালের আমলা কি এলাকাদারদিগের কেহ কোন মোকদ্দমার আসামী হইলে নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে তাহার তলবে চিঠী যে মতে জারী করিতে হয় তাহারদিগের কাহারু নামে কোন মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার কারণ সপীনা সে সময়ে জারী করিতে হইলেও তাহা সেই মতেই জারী করা যাইবেক ও যদি সে কারণে সে কালে তাহারদিগের কাহাকেও আদালতে তলবকরণ আবশ্যক হয় তবে জজসাহেব তলব করিয়া যত ত্বরাতে পারেন্ তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইয়া অব্যাজে বিদায় করিবেন এইহেতুক যে সে লোক নিমকের কর্ম্মে ছাড়া হইয়া যত কম হইতে পারে তাহার অধিক কাল না থাকে ইতি।

৯ নবম প্রকরণ।

৯ নবম প্রকরণ।— নিমকমহালের এলাকাদারছাড়া অন্য লোকের উপর তলবচিঠী কিম্বা দস্তক জারী করিতে লাগিলে যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের বিলায়তী অথবা এদেশী আমলায় উপরের লিখিত প্রকরণের মতাচরণ করেন্ তবে তাঁহারদিগের নামে আদালতে তাহার নালিশ হইবেক। ও উপরের প্রকরণের হুকুমের ভাবার্থ কেবল এই যে আদালত ও ইন্সাফের বাধাহওনবিনা নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মচলনের হানি কিছুমাত্র না হয় অতএব দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকরণের লিখিত হুকুমসত্ত্বেও আদালতের কর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে নিমকমহালের মোতালক কোন এদেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদারকে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিক্রমে নিমকপোখ্তানীর কালের মধ্যেও আপনারদিগের নিকটে তলবকরণ আবশ্যক ও উপযুক্ত হইলে তাহা করিতে এবং অন্য২ লোকের উপর এমত বিষয়ে যে মতে হুকুম জারী করেন সেই মতেই তাহার উপর হুকুম জারী করিতে পারেন্ কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা ঐ সকল হুকুমের ব্যতিক্রমে এমত কার্য্য করেন্ তবে যে কারণে করেন্ তাহার বেওরা তাঁহারদিগের রুবকারীর বহীতে লেখাইবেন ও এই প্রকরণের লিখনক্রমে অত্যাবশ্যকজন্য যে২ তলবচিঠী ও দস্তক জারী করিতে হয় তাহাতে আবশ্যকতার প্রস্তাব লেখাইবেন যে এই প্রকরণের হুকুমমাফিক জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আবশ্যকতাজন্য যে আছে তদনুসারে ইহাতে তলবের হুকুম লেখা গেল কিন্তু জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আবশ্যকহওনবিনা কদাচ ঐ ক্ষমতামতাচরণ না করেন্ ইতি।

এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবের আমলাদিগের উপরের প্রকরণের হুকুম মতাচরণ নিমকী এলাকাদার লোকছাড়া অন্যের পক্ষে করিতে নিষেধের কথা।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবেরা নিমকী এলাকাদার এদেশি লোকদিগেরে যে সময়ে হাজির করাইতে চাহেন সেই সময়ে হাজির করাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

ঐ ক্ষমতাচরণকরণেতে যাহা২ করিতে হইবেক তাহার কথা।

২২ ধারা।

যদি জজসাহেব নিমকমহালের মোতালক কোন এদেশি আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার কাহারু উপর কোন মোকদ্দমার ডিক্রী করিয়া ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় ইহার মধ্যে তাহা জারী করিতে হুকুম দেন্ তবে তাহাতে সে আসামী ঐ কালের মধ্যে আপনি আটক না হইয়া তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারিবেক কিন্তু সরকারের নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর যে সরঞ্জাম তাহার স্থানে থাকে তাহা সে ডিক্রীর আঞ্জামের কারণ ক্রোক করা যাইবেক না ও নিমকপোখ্তানীর কাল গেলে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের মাফিক তলব সে অসামীকে জজসাহেবের নিকটে হাজির করিয়া দিতে হইবেক কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এবং নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে ও নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব আদালতের সাহেবকে সরকারের কোন উকীলের মারফতে তৎকালে এমত আসামীর নিমকের কার্য্যেতে হাজির থাকিবার আবশ্যক না থাকনের সম্বাদ দেওনমতে তাহার নিজের এবং দ্রব্যাদির প্রতি দস্তুরমতে হুকুম জারী ও আচরণ করিতে পারা যাইবেক ইতি।

নিমকমহালের এলাকাদার এদেশি লোকের উপর যেমতে আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক তাহার কথা।

২৩ ধারা।

নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা স্থানের ও আমলার নামনিদর্শনে নিমকচৌকীর শুমারী ফর্দ্দ ও চৌকীর স্থান কি আমলার পরিবর্ত্ত হইলে সে বার্ত্তা দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চৌকীর শুমারীফর্দ্দ প্রত্যেক চৌকীর স্থানের এবং আমলার নামনবিসীসুদ্ধা সেই২ এলাকার দেওয়ানী আদালতে পাঠান এবং কোন চৌকীর স্থানের কিম্বা আমলার পরিবর্ত্ত হইলেও অব্যাজে সে সম্বাদ সেই আদালতে লিখেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার তলবচিঠী চালাইবার মতের কথা।

যদি কেহ নিমকচৌকীর কোন আমলার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে কর্ত্তব্য যে সে আমলার যে ভার থাকে তাহা নালিশ আরজীতে লিখে তদৃষ্টে জজ সাহেব সে আমলার নামে তলবচিঠী করিয়া সেই নালিশী আরজীর নকলসমেত লেফাফা করিয়া তাহাতে মোহর করিয়া যে চৌকী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের তাবে হয় তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া ও ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব অব্যাজে তলবচিঠী জারী করাইয়া জনেককে সে চৌকীর কার্য্যের সরবরাহ কারণ পাঠাইয়া সেই আসামীকে আদালতের পেয়াদার সঙ্গে চালান করিবেন ও যদি সে তলবচিঠী পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া গিয়া থাকে তবে সে আসামীকে আপনি আদালতে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

২৫ ধারা।

জামিন লইবার বিধি থাকা মোকদ্দমার দস্তক জারীর মতের কথা।

আইনমতে জামিন লইবার বিধিথাকা কোন মোকদ্দমায় কেহ নিমকচৌকীর আমলার মধ্যে কাহারু নামে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে নালিশ করিলে উপরের লিখনানুসারে তলবচিঠীর দাঁড়ায় সে আসামীর নামে দস্তক হইবেক ও সে দস্তক যে সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক সে সাহেব মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দস্তকের লিখনানুসারে সে আসামীর স্থানে জামিন লইবেন নতুবা তাহাকে কিম্বা তাহার পক্ষের উকীলকে ফৌজদারী কাছারীতে শীঘ্র চালান করিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

জামিন লইবার বিধি না থাকা মোকদ্দমার দস্তক হওনের মতের কথা।

আইনমতে জামিন লইবার বিধি না থাকা কোন মোকদ্দমায় কেহ নিমকচৌকীর আমলার মধ্যে কাহারু নামে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে হলফ করিয়া নালিশ করিলে ও সে সাহেব তাহাকে ধরিবার যোগ্য বুঝিলে অন্য২ লোকের উপর যেরূপে দস্তক হয় সেইরূপে তাহার উপরেও করিবেন কিন্তু তাহাতে ফৌজদারীর পেয়াদার কর্ত্তব্য যে সে আসামীকে ধরিবামাত্র তাহার সমাচার ঐ আসামী নিমকচৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের তাবে হয় তাঁহার নিকটে দেয় ইতি।

২৭ ধারা।

২৭ ধারা।

সাক্ষিরূপে নিমকচৌকীর আমলার নামে এই আইনের ২৪ ধারানুসারে তলবচিঠী এতাবতা সপীনা জারী করা যাইবেক কিন্তু বিনা আবশ্যকে কোন আমলার তলব না হয় ইহাতে জজসাহেবেরা অতিসাবধান থাকিবেন ও তাহারা হাজির হইলে যত ত্বরাতে পারেন জোবানবন্দী করিয়া বিদায় দিবেন এইহেতুক যে ঐ আমলারা পারৎপক্ষে আপনারদিগের চৌকীছাড়া হইয়া না থাকে ইতি।

নিমকচৌকীর আমলাকে সাক্ষীরূপে তলব করিবার মতের কথা।

২৮ ধারা।

জানান যাইতেছে যে নিমকের পোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের তাবেতে নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মে মোতালক থাকা লোকদিগের বিষয়ে বিশেষ কোন২ প্রকারেতে জজসাহেবলোক ও মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগ্‌কে এই আইনের ২১ ধারার ৯ প্রকরণের অনুসারে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ঐ সাহেবদিগ্‌কে নিমকচৌকীর মোতালক লোকদিগের বিষয়েও দেওয়া গেল ইতি।

জজ ও মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহার কথা।

২৯ ধারা।

যদি নিমকচৌকীয়াতের আমলার মধ্যে কাহারু নামে ডিক্রী হয় ও জজসাহেব সে ডিক্রী জারী করেন্ তবে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে কিন্তু যদ্যপি তাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে সে ব্যক্তি তাবৎ চৌকীহইতে উঠিবেক না যাবৎ সে বার্ত্তা সে যে সাহেবের তাবে তাঁহাকে না দেওয়া যায় হেতু এই যে ঐ সাহেব সে আমলা চৌকীতে রুজু না থাকনপর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তে তথায় জনেককে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

নিমকচৌকীয়াতের কোন আমলাকে তাহার ব্যাপক সাহেবের অগোচরে চৌকীছাড়া না করিবার কথা।

যাহারা বিনা অনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করে কি করিতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করে তাহারদিগের দণ্ড ও প্রতিফল হইবার হুকুম।

৩০ ধারা।

জানান যাইতেছে যে কোন খাদ্য লবণ সরকারের তরফহইতে কি সরকারের অনুমতিবিনা সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে প্রস্তুত করা যাইবেক না ও যে সকল লবণ এই ধারার লিখিত হুকুমের অন্যমতে প্রস্তুত হয় তাহা সমস্ত জব্দ হইবেক ও এই কসুর যে সকল লোকেরা করে তাহারা যে সকল দণ্ড ও প্রতিফলের কথা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে তাহার যোগ্য হইবেক ইতি।

সরকারের তরফহইতে কি সরকারের অনুমতিব্যতিরেকে কোন খাদ্যলবণ প্রস্তুত না হইবার কথা।

৩১ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি উপরের লিখিত নিষেধের হুকুমের অন্যমতে লবণ প্রস্তুত করে কিম্বা

উপরের লিখিত হুকু

মের অন্যমতাচরণ করিলে যে২ প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

কিম্বা গোপনে কি অগোপনে বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিতে থাকে অথবা অন্য২ লোকেরে বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত লওয়ায় তবে সেই ব্যক্তি তাহার মোকররুকরা কি তাহার জানা শুনাতে মোকররু হওয়া প্রত্যেক খালাড়ীর বাবৎ জরীমানা পাঁচ শত টাকার মধ্যে মোকদ্দমার ভাব ও তাহার সম্ভাবনার দৃষ্টে যত করিয়া উপযুক্ত হয় তত করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক ও জানান যাইতেছে যে ঐরূপ লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে যে২ ভাটী করা যায় তাহার প্রত্যেক ভাটীকে আলাহিদা২ খালাড়ী জ্ঞান করা যাইবেক ও ঐ কসুরকরণিয়ারা উপরের লিখিত দণ্ড হওনের অতিরিক্ত ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ হওনানুসারে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এই ধারার লিখিত সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ওগয়রহের আপন২ সাধ্যানুসারে আপন২ সীমা সরহদ্দের মধ্যে অনুমতি বিনা লবণ প্রস্তুতহওনের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও খেরাজী কি লাখেরাজী ভূমির অন্য২ অধিকারী ও সদরী ইজারদার ও অন্য সমস্ত প্রকার ইজারদার ও সমস্ত মফঃসলী তালুকদার ও সমস্ত নায়েব ও গোমাস্তা ও অন্য সরবরাহকার ও সমস্ত সাজাওল ও তহসীলদার লোকের ও এদেশী অন্য যে সকল কার্য্যকারকেরা সরকারের অনুমতিতে কোর্ট ওয়ার্ডসের তরফহইতে খাজানা উসুল তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের আবশ্যক যে আপন২ দখলে থাকা জমীদারীর কি ইজারার অধিকার কিম্বা তাবে থাকা অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুতহওনের নিবারণ যথাসাধ্য করে এবং তাহারদিগের আপন২ দখলে থাকা জমীদারীর কি ইজারার অধিকার কিম্বা তাবে থাকা অধিকারের সরহদ্দের মধ্যেতে ঐ রূপে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে কোন খালাড়ী কিম্বা ভাটী হইয়া থাকনের কি কেহ এমত খালাড়ী করিতে উদ্যত থাকনের কথা জানিতে ও শুনিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার নিমকপোখ্তানীর এজেন্টসাহেবদিগের ও নিমকচৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ও ঐ চৌকীর কর্ম্মের ভার রাখা কার্য্যকারকদিগের নিকটে দিতে হইবেক ও না দিলে তাহার জওয়াব দিতে হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

জমীদারেরা নিজে কিম্বা তাহারদিগের গোমাস্তারা বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিলে ঐ জমীদারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন জমীদার কিম্বা উপরের উক্ত যে সকল লোকদিগের শিরে উপরের লিখিত বিষয়ের জওয়াব দিতে হইবার ভার হইল তাহারদিগের মধ্যে কোন জন দেখিয়া শুনিয়া উপরের লিখিত সম্বাদ নিমকচৌকীর কার্য্যকারকের কি নিমকের এজেন্টসাহেবের কিম্বা নিমকচৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে না দেয় তবে সেই লোক বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করণের কসুরকরণিয়াদিগের মধ্যে গণনীয় হইয়া তাহার ঐ কসুর সাবুদ হইলে তাহার জমীদারীর কি ইজারাওগয়রহের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে হওয়া প্রত্যেক খালাড়ীর কি অন্য ভাটীর বাবৎ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও যদি ঐ কসুর সরকারী কার্য্যকারকদিগের

মধ্যে

মধ্যে কেহ করে তবে উপরের নিরূপিত জরীমানাহওনের অতিরিক্ত সেই কার্য্যকারক আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে যে সকল জমীদারেরা গোমাস্তা কি অন্য লোকের মারফতে আপনং জমীদারীর সরবরাহ করে সে সমস্ত জমীদারেরা যে মত নিজে গাফিলী ও তাচ্ছল্য করাতে উপরের নিরূপিত জরীমানার যোগ্য হইতে পারে সেই মত তাহারদিগের গোমাস্তালোকহইতে গাফিলী ও তাচ্ছল্য হইলেও ঐ জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

সরকারের এদেশী সমস্ত কার্য্যকারকদিগের অনুমতিবিনা লবণ প্রস্তুতহওনের নিবারণকরণের সহায়তা করিতে হইবার কথা।

সরকারের এদেশি হররকম সমস্ত কার্য্যকারকদিগের ও গ্রামের পোলীসের কর্ম্মের মোতালক সমস্ত চৌকীদার ও পাইক ও অন্যং লোকদিগের প্রতি অতিতাকীদ করিয়া হুকুম করা যাইতেছে যে বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুতহওনের নিবারণকরণেতে সহায়তা ও সহকারিতা করে ও যখন তাহারা জানিতে পায় যে কোন গ্রামে বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে অনুমতিবিনা কোন খালাড়ী কি অন্য ভাটী হইয়াছে কিম্বা কেহ তাহা করিতে উদ্যত আছে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার তাহারা যে সাহেবদিগের তাবে হয় তাহার কোন সাহেবকে দেয় ও যদি উপরের লিখিত ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে কোন জন ঐ বিষয়ের সমচার দিতে গাফিলী করে কি বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুতহওনেতে কোন প্রকারে তাচ্ছল্য করে তবে তাহার এ কসুর সাবুদ হইলে সে লোক আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের অতিরিক্ত বিনাঅনুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে যেং খালাড়ী কি অন্য ভাটী হইয়াছে কি তাহাতে তাহার জানা শুনায় ও তাচ্ছল্যক্রমে অনুমতিবিনা লবণ প্রস্তুত হইতেছে তাহার প্রত্যেক খালাড়ী ও ভাটীর বাবৎ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা বিনানুমতিতে কোন খালাড়ী মোকররহওনের সম্বাদ এজেণ্টসাহেবদিগকে দিবার কথা।

সমস্ত মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবদিগের নিকটে অনুমতি বিনা কোন খালাড়ীহওনের সমাচার পঁহুছে তাঁহারদিগের তৎক্ষণাৎ ঐ সম্বাদ নিমকের যে এজেণ্ট সাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব তাহারদিগের নিকটে থাকেন তাঁহার নিকটে দিতে হইতে হইবেক ইতি।

নিমক আমদানী ও রফ্তানীর ও বিক্রয়ের হুকুম।

৩৬ ধারা।

যে লবণ বিনানুমতির লবণের মধ্যে জানা যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরকারী লবণ সেওয়ায় পাঁচ সেরের অধিক যে সকল লবণ সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার মধ্যেতে মোকররহওয়া নিমকচৌকীর সরহদ্দের মধ্যে ছাড়িয়া দিবার কোন রওয়ানা কি ছাড়চিঠী কিম্বা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের অন্য বিশেষ চিঠীবিনা পাওয়া যায় সে সমস্ত লবণ বিনানুমতির লবণ জানা গিয়া

যাহারদিগের নিকটে

ক্রোক

ঐ লবণ পাওয়া যায় তাহারদিগের ও ঐ লবণের মালিকদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

ক্রোক ও জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ও যাহার কি যাহারদিগের স্থানে ঐ লবণ পাওয়া যায় তাহারা ও ঐ লবণের মালিকেরা এইরূপে যে২ লবণ ক্রোক ও জব্দ হয় সেই২ লবণের নিমিত্তে তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা সিক্কা পাঁচ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও তাহাতে নিয়ম এই যে যে কোন

রওয়ানার আবশ্যক হইবার কথা।

লবণের রওয়ানা কি তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্য দস্তাবেজ দেওয়া যায় সেই লবণ যদি এক হইতে অধিক নৌকায় কিম্বা একহইতে অধিক বলদের পালে বোঝাই হয় তবে এমতে রওয়ানা কি ছাড়চিঠী কিম্বা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের ছাড়িয়া দিবার অন্য বিশেষ চিঠী অতিরিক্ত ঐ লবণ বোঝাইথাকা প্রত্যেক নৌকার কি বলদের পালের বাবৎ আলাহিদা২ চালান রাখিতে হইবেক ও এমতে যে লবণ আলাহিদা চালান থাকনবিনা পাওয়া যায় তাহা এবং যে যে নৌকায় কি বলদে বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

মূল্যের লিখিত মতেতে লোকদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

রওয়ানার শরওয়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে নীলামে বিক্রয় করা লবণের খরীদার লোককে যে সকল রওয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহাতে নিমকের সিরিশ্তার দফ্তরের মোহর ও পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের কিম্বা ঐ বোর্ডের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কোন সাহেবের দস্তখৎ হইবেক ও ঐ রওয়ানাতে তদনুসারে যত লবণ লইয়া যাইতে পারা যাইবেক তাহার পরিমাণ ও লবণ বিক্রয়হওনের তারিখ ও যে লাটহইতে কতক লবণ কিম্বা তাহা মুসল্লম খরীদারকে দেওয়া যাইবেক সেই লাটের নম্বর ও খরীদারের নাম ও যে স্থানেতে খরীদার ঐ লবণ পাইবেক তাহার নাম ও যাহাতে করিয়া যে স্থানেতে যে পথেতে লইয়া যাইবেক তাহার নিরূপণ লেখা যাইবেক ও জানান যাইতেছে যে এমত ২ রওয়ানা তাহা লেখা যাওনের তারিখহইতে কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত জারী থাকিবেক ও ঐ এক বৎসর মিয়াদ গত হইলেই বাতিল হইবেক ও তাহা যে কোন লবণের সঙ্গে থাকে তাহা ছাড়িয়া দিবার কার্য্যে আসিবেক না ও যদি কোন লবণের মালিক তাহা ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা পাইয়া ঐ লবণ খরচ কিম্বা চৌকীর সরহদ্দের বাহির না করিয়া উপরের লিখিত এক বৎসর মিয়াদের মধ্যে নূতন রওয়ানা পাইবার নিমিত্তে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে দরখাস্ত দেয় তবে এমতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা প্রকৃতার্থে ঐ লবণ মৌজুদ আছে ও সেই লবণি বটে যাহার নিমিত্তে আসল রওয়ানা দেওয়া গিয়াছে ইহা তাঁহারদিগের হৃদ্বোধ হইলে আপনারদিগের বিহিত বিবেচনা মতে আর এক বৎসরপর্য্যন্ত অন্য ২ মিয়াদের নিমিত্তে নূতন রওয়ানা উপরের উক্ত নিয়ম লেখাইয়া ঐ লবণের মালিককে দিতে কিম্বা নূতন রওয়ানা দেওয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন ও তাহার আসল রওয়ানার তারিখহইতে দুই বৎসর গত হইলে পর ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ঐ লবণ সরকারী গোলাতে রাখা যাইবেক কি অন্য স্থানে রাখা যাইবেক ইহার যাহা উপযুক্ত জানেন তাহার হুকুম দিতে পারিবেন ও জানান যাইতেছে যে নূতন রওয়ানাতে

নূতন রওয়ানা দিবার কথা।

য়ানাতে আসল রওয়ানার লিখিত বেওরার প্রস্তাবসুদ্ধা আসল রওয়ানার রেজিষ্টরীর নম্বরেরো প্রসঙ্গ লেখা থাকিবেক ইতি।

লবণের মালিক কি খরীদার পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে দরখাস্ত করিলে তবদীলী রওয়ানা পাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন লবণের খরীদার কিম্বা মালিক আপনার লবণের যে মুসল্লম লাটের নিমিত্তে আসল রওয়ানা কিম্বা নূতন রওয়ানা পাইয়াছে সেই লাটের লবণ একশত মোনের অধিক পারিমাণে দুই কিম্বা তাহাহইতে অধিক ভাগ করিয়া চালাইতে চাহে তবে সে তাহার দরখাস্ত চলিত দস্তুরমতে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে দিলে যত তবদীলী রওয়ানা চাহে তাহা ঐ সাহেবদিগের হুজুরহইতে পাইবেক ও তাহাতে নূতন রওয়ানার নিরূপিত নিয়ম লেখা থাকিবেক ইতি।

চালানে যাহার২ দস্তখৎ হইবেক ও তাহাতে আর যাহা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সাধ্যমতে নিমক মহালের এজেণ্টসাহেবের কি অন্য যে সাহেব গোলার কর্ম্মের ভার রাখেন তাঁহার আবশ্যক যে চালানেতে আপন দস্তখৎ করেন্ ও তদ্ব্যতিরিক্ত গোলার দারোগাদিগের কি এদেশি অন্য যে কোন ব্যক্তি নিমকের কারখানার কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত থাকে তাহার আবশ্যক যে ঐ চালানেতে আপন২ দস্তখৎ করে এবং কর্ত্তব্য যে ঐ চালানেতে নৌকা কিম্বা বলদে বোঝাইহওয়া লবণের পরিমাণ ও লবণ নীলামহওনের তারিখ ও যে লাট মুসল্লম কি তাহাহইতে কতক লবণ সরকারী গোলাহইতে দেওয়া গিয়াছে সেই লাটের নম্বর ও নীলামের খরীদারের নাম ও হালের মালিকের নাম ও রওয়ানার নম্বর ও রওয়ানার লিখিত লবণের পরিমাণ ও লবণ যে গোমস্তার হাওয়ালে হয় তাহার নাম ও লবণ বোঝাই করা নৌকার মালিকের নাম ও সরদার মালা এতাবতা সারঙ্গের নাম ও নৌকার দাঁড়ের সংখ্যা ও তাহাতে যত বোঝাই ধরে তাহার পরিমাণ কিম্বা নিমক বোঝাইকরা বলদের সংখ্যা ও তাহার পালের মালিকের ও সরদার বলদীয়ার নাম লেখা যাইবেক ও ইহার অতিরিক্ত এ কথাও লেখা যাইবেক যে ঐ লবণ অমুক মোকামপর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া যাইবেক ইতি।

ছাড়চিঠীর শরওয়ার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ছাড়চিঠীর উপর চৌকীর দারোগারা কি মুহরির যে তাহা দেয় তাহার দস্তখৎ থাকিবেক ও তাহার দ্বারা যত লবণ লইয়া যাওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণো তাহাতে লেখা যাইবেক ও তাহার পরিমাণ ৮২ বিরাশী সিক্কার সেরের ওজনী একশত মোনহইতে কম হইবেক ও ঐ ছাড়চিঠীতে যতদিনপর্য্যন্ত তাহা জারী থাকিবেক তাহার মিয়াদ লেখা যাইবেক কিন্তু তাহা জারীথাকনের মিয়াদ কদাচ ছয় মাসের অধিক হইবেক না এবং ঐ ছাড়চিঠীতে তাহাতে যে রওয়ানার লবণের জিগির লেখা যায় সে রওয়ানার নম্বরের জিগির ও যে সরহদ্দের মধ্যে তাহা বিক্রয় করা যাইবেক তাহার কথা লেখা যাইবেক ইতি।

ছাড়চিঠী জারীহওনের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে চৌকীর যে দারোগা যে ছাড়চিঠী দেয় কেবল সেই দারোগার ক্ষমতা ও ভারের তাবে থাকা সরহদ্দের মধ্যে সে ছাড়চিঠী জারী থাকিবেক ও তাহার দ্বারা অন্য২ দারোগার চৌকীর সরহদ্দ দিয়া লবণ ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া যাইবেক না ইতি।

 ৭ সপ্তম প্রকরণ।

যে মতেতে আৎরাফী রওয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি যে লাটের লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে আসল রওয়ানা কি নূতন রওয়ানাকি তবদীলী রওয়ানা দেওয়া গিয়া থাকে সেই লাটের মধ্যের এক শত মোনের অধিক না হয় এমত আন্দাজ লবণ চৌকীর সরহদ্দের বাহিরের যে কোন স্থানেতে ঐ লবণ গোলাজাত করিয়া রাখিবেক সেই স্থানে পাঠাইতে কি লইয়া যাইতে চাহে তবে যাহার বাবৎ রওয়ানা দেওয়া গিয়াছে ঐ লবণ প্রকৃতার্থে সেই লবণের মধ্যেরি বটে ইহা জানা যাওনের পরে সেই ব্যক্তি তাহা যে স্থানে চাহে সেখানে লইয়া যাইতে ছাড়িয়া দিবার অর্থে এক আৎরাফী রওয়ানা নিমকচৌকীর দারোগার স্থানহইতে পাইবেক ও জানান যাইতেছে যে কোন আৎরাফী রওয়ানা ছয় মাসের অধিক কাল জারী থাকিবেক না ইতি।

চৌকীর দারোগাদিগের নিকটে আৎরাফী রওয়ানা পাঠান যাইবার ও তাহাতে মোহর ও দস্তখৎ হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে নিমক চৌকীর দারোগাদিগের নিকটে যত আৎরাফী রওয়ানার আবশ্যক হয় তাহা নিমকের নিরিশ্‌তার দফ্তরহইতে পাঠান যাইবেক ও ঐ সকল রওয়ানা চৌকীর দারোগাদিগের নিকটে পাঠান যাওনের পূর্ব্বে তাহার রেজিষ্টরী হইবেক ও তাহার উপরে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সেক্রেটারীসাহেবের মোহর ও দস্তখৎ কিম্বা ঐ বোর্ডের কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কোন সাহেবের দস্তখৎ রওয়ানা ও নূতন ও তবদীলী রওয়ানাতে মোহর ও দস্তখৎ হওনের মতে হইবেক ইতি

৩৭ ধারা।

চালান দিবার ভার যাহার প্রতি থাকিবেক ও যে প্রকারে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এজেণ্টসাহেবদিগের ও সরকারী লবণের গোলার কর্ত্তা অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সরকারী গোলাহইতে কোন ব্যক্তিকে কিছু লবণ দিবার সময়ে তাহার এক চালান ঐ লবণের মালিক কিম্বা তাহার গোমাস্তার স্থানে দেন আর যত নৌকায় কি বলদে লবণ বোঝাই হয় তাহার প্রত্যেক নৌকা কি বলদের কারু অর্থাৎ পালের নিমিত্তে আলাহিদা২ চালান দেন ইতি।

লবণের মালিক কি তাহার গোমাস্তা চালানের নীচে যে২ কথা লিখিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত কথা ও মজমুনেতে ঐ চালান লেখা হইলে পর লবণের মালিক ও তাহার গোমাস্তার কর্ত্তব্য যে চালানে সকল কথা লেখা গেল ইহা সমুদয় সত্য ও প্রমাণ এই কথা চালানের নীচে লিখিয়া দেয় এবং তাহাতে আপনার নাম দস্তখৎ করে ইতি।

৩৮ ধারা।

চালান দেখাইতে হইবার কথা।

যে২ মতেতে লবণ জব্দ হইবেক তাহার কথা।

লবণ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইবার মোখ্তার যে ব্যক্তি তাহার অত্যাবশ্যক যে লবণ বোঝাইকরা প্রত্যেক নৌকায় এক২ চালান প্রস্তুত রাখে এবং লবণ বোঝাইকরা বলদের পালের সরদার বলদীয়ারো আপন বলদের পালের সঙ্গে২ ঐ চালান রাখা আবশ্যক যে সরকারের যে কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিতে পারে সে তলব করিবামাত্র তাহাকে দেখায় ও যদি লবণভরা নৌকা কিম্বা বলদের পাল ক্রোক হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চালান

না

না দেখাইতে পারে কিম্বা চালানের লিখিত কথা বোঝাইথাকা লবণের সহিত ঠীক না মিলে অথবা লবণ ছাড়িয়া দিবার রওয়ানার লিখিত কথার সহিত চালানের লিখিত কথার ঐক্য না হয় তবে এ সকলমতে সে লবণ ও নৌকাওগয়রহ জব্দ হইতে পারিবেক এবং লবণ ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা সরকারের যে কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে সেই কার্য্যকারক তলবকরণের পরে এক দিবারাত্রের মধ্যে না দেখাইতে পারিলে ঐ লবণ বিনাঅনুমতির লবণের মধ্যে জানা যাইয়া জব্দহওনের যোগ্য বোধ হইবেক কিন্তু যদি ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা সঙ্গে না থাকনের কোন মাতবর হেতু ও কারণ পাওয়া যায় তবে হইবেক না যদি এক নৌকাতে কি এক বলদে বোঝাই করিয়া যে কিঞ্চিৎ লবণ ছাড়িয়া দিবার নিয়িত্তে রওয়ানা কিম্বা আৎরাফী রওয়ানা দেওয়া গিয়াছে কোন চালানবিনা লইয়া যাওয়া যায় তবে ঐ লবণের সঙ্গে সর্ব্বদা ঐ রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়ানা যাহা তাহা ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা রাখিতে হইবেক ও যদি ঐ রওয়ানা সরকারের যে কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে সেই কার্য্যকারক তলব করিলে দেখাইতে কিছু বিলম্ব হয় তবে ঐ লবণ বিনানুমতির লবণ জানা গিয়া জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু যদি তাহা দেখাইতে না পারিবার কোন মাতবর হেতু পাওয়া যায় তবে হইবেক না ও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত প্রকারেতে যে লোক কি লোকদিগের স্থানে ঐ লবণ পাওয়া যায় সে কিম্বা তাহারা বিনানুমতির লবণরাখণের নিমিত্তে এই আইনের ৩৬ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

লবণ কুতকরণেতে চৌকীর দারোগাদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

নিমক চৌকীর দারোগাদিগের আবশ্যক যে তাহারদিগের চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে লবণ বোঝাইকরা যে সকল নৌকা যায় তাহার উপর ও সামান্যতঃ যেং লবণ তাহারদিগের চৌকীতে কি চৌকীর সরহদ্দের মধ্যেতে যায় তাহার কাছে নিজে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া লবণ কুত করে ও যদি নৌকার বোঝাইতে ও চালানেতে মিলে তবে তাহার কথা চালানের পিঠে লিখিয়া আপন দস্তখৎ করে ও তদ্ব্যতিরিক্ত কুতের তারিখো তাহাতে লেখা থাকিবেক ও নিমকচৌকীর দারোগাদিগকে অতিনিষেধ করা যাইতেছে যে ঐ কর্ম্মের ভার পেয়াদা ও ক্ষুদ্র আমলাদিগের প্রতি না দেয় ও কদাচ কোন প্রকারে লবণের চালান কি তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্য দস্তাবেজ বোঝাই নৌকাহইতে উঠাইয়া না লয় ইতি।

৪০ ধারা।

চৌকীর সরহদ্দের বাহিরে যাওয়া লবণ পুনরায় তাহার মধ্যে বিশেষ রও

জানান যাইতেছে যে যে লবণ নিমকচৌকীর সরহদ্দের বাহিরে লইয়া যাওয়া যায় তাহা পুনর্ব্বার সেই সরহদ্দের ভিতরে আনা যাইবেক না কিন্তু বিশেষ ইহারি নিমিত্তে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতাক্রমে ঐ বোর্ডের সেক্রেটারি

সাহেবের

য়ানার অনুসারব্যতিরেকে আনা না যাইবার কথা।

সাহেবের অথবা তাহার মোতালক অন্য যে সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর হন তাঁহার দস্তখতে দেওয়া নূতন রওয়ানার অনুসারে আনা যাইতে পারিবেক ও উপরের লিখিত হুকুমের অন্যমতে যে লবণ নিমকচৌকীর সীমাসরহদ্দের মধ্যে আনা যায় তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ও যাহারদিগের স্থানে তাহা পাওয়া যায় তাহারা বিনানুমতির লবণ রাখণের বিষয়ে এই আইনের ৩৬ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ও ঐ বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদিগের বিবেচনাতে বিহিত হয় এমত রওয়ানা দিবেন কি তাহা দিতে স্বীকার না করিবেন ইতি।

৪১ ধারা।

কেহ রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে বেশী লবণ লইয়া যাইতে প্রবর্ত্ত হইলে সেই বেশীর এবং তাহার লিখিত লবণ জব্দের যোগ্য হওনের কথা।

যদি কেহ এই আইনের ৩৬ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে নৌকাপথে কিম্বা খুশ্কীপথে রওয়ানা কিম্বা চালানের অথবা নূতন কিম্বা তবদীলী রওয়ানার কি আৎরাফী রওয়ানার কিম্বা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুর হইতে পাওয়া অন্য বিশেষ রওয়ানার অনুসারে লবণ লইয়া যাইতে উদ্যত হয় ও সেই লবণের পরিমাণ রওয়ানার কি উপরের লিখিত অন্য কোন দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণ হইতে বেশী থাকে তবে লবণ ওজন করিয়া যদি বেশী লবণের ওজন রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণের ফি শত মোন ২॥০ আড়াই মোন হিসাবে হয় তবে রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে যত লবণ বেশী হয় তাহা এবং রওয়ানার লিখিত লবণ বিনানুমতির লবণ জানা যাইয়া ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ও গোমাস্তা কি অন্য যে লোকের হাওয়ালে হইয়া ঐ লবণ যায় সে লোক উপরের লিখিত বিষয় সাবুদ হইলে যে২ লবণ রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে বেশী হয় তাহার প্রত্যেক মোনের বাবৎ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪২ ধারা।

লবণ ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণহইতে বেশী থাকিলে তাহার মালিকের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

এবং যে কোন লবণের সঙ্গে ছাড়চিঠী থাকে সেই লবণ যদি ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণহইতে বেশী হয় তবে ছাড়চিঠীর লিখিত পরিমাণহইতে লবণ যত মোন বেশী হয় তাহার ফি মোন ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা ঐ লবণের মালিকের স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি।

৪৩ ধারা।

লোকদিগের মূল্যের লিখিত কসুর করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

যে কেহ অসঙ্গতরূপে লবণের কারবার করিবার নিমিত্তে কোন রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কিম্বা তবদীলী রওয়ানা অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি চালান অথবা ছাড়চিঠী কিম্বা ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠী তগল্লবী ও সাজস ও যোগ করিয়া বিক্রয় করিয়া কি দিয়া কিম্বা খরীদ করিয়া থাকে অথবা অসঙ্গতরূপে উপরের লিখিত রওয়ানাআদির লেখা তবদীলী করিয়া থাকে কি তাহাতে দস্তখৎ কি নিশানী করিয়া থাকে কিম্বা তাহার পিঠে

তগল্লবী

তগাল্লবী করিয়া কিছু লিখিয়া থাকে এবং যে কেহ ঐ রূপ কারবার করিবার নিমিত্তে রওয়ানা ও অন্য দস্তাবেজের বিষয়ে এমত অসঙ্গত ক্রিয়া করিতে নিবিষ্ট থাকে কি তাহা করিতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করে কিম্বা তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি দেয় সে লোক উপরের লিখিত ক্রিয়া রওয়ানা কি ছাড়চিঠী কি অন্য দস্তাবেজ যাহার নামে লেখা হইয়া থাকে তাহার সহযোগে কি অন্য যাহার সহযোগে করিয়া থাকে তাহার সহিত ঐ কসুর সাবুদ হইলে রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের লিখিত লবণের ফি শত মোন পাঁচ শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪৪ ধারা।

কোম্পানির গোলাহইতে লবণ লইয়া যাইবার নৌকার রেজিষ্টরী বহী এজেণ্টসাহেব লিখিবার কথা।

নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবেরা হররকম যে সকল নৌকা ও সুলুপ ও জাহাজ কোম্পানির নীলামেতে যে লবণ বিক্রয় হইয়াছে কি হইবেক তাহা সরকারী গোলাহইতে লইবার নিমিত্তে তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছে তাহার রেজিষ্টরী বহী রাখিবেন ইতি।

৪৫ ধারা।

লবণ নিরূপিত পথে ও স্থানে না লইয়া গেলে জব্দ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন লোক রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কি তবদীলী রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়ানাতে কিম্বা চালানেতে লবণ যে পথে ও যে স্থানে লইয়া যাইবার কথা লেখা থাকে সে পথে ও সে স্থানে না লইয়া গিয়া অন্য পথে ও স্থানেতে লইয়া যায় সে লবণ তাহার সঙ্গে রওয়ানাআদি থাকা সত্ত্বেও বিনানুমতির লবণ ঠাহরা গিয়া জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ও যাহারদিগের স্থানে ঐ লবণ পাওয়া যায় তাহারা বিনানুমতির লবণ রাখণের বিষয়ে এই আইনের ৩৬ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

প্রথম রওয়ানার লিখিতভিন্ন অন্য স্থানে ও পথে লবণ লইয়া যাইতে হইলে অন্য রওয়ানা লইতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যে সকল লোক লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে রওয়ানা কিম্বা নূতন রওয়ানা অথবা তবদীলী রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়ানা পাওনের পরে সেই লবণ কি তাহার কতক লবণ রওয়ানার কি উপরের লিখিত অন্য দস্তাবেজের লিখিত স্থান ও পথভিন্ন অন্য পথে ও স্থানে লইয়া যাইতে চাহে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের প্রথমে পাওয়া রওয়ানার মজমুনমাফিক অন্য রওয়ানা পাইবার নিমিত্তে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবের নিকটে দরখাস্ত দেয় ও ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নূতন রওয়ানা দিবার বিষয়ে নিরূপণহওয়া সনন্দমতে তাহারদিগকে অন্য রওয়ানা দেন ইতি।

৪৬ ধারা।

রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের লিখিত লবণের

১ প্রথম প্রকরণ।—যে লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে কোন রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কিম্বা তবদীলী রওয়ানা কি তাহা ছাড়িয়া দিবার বিশেষচিঠী অথবা আৎরাফী

রওয়ানা

কতক চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে বিক্রয় কি আর কিছু করিলে যে হুকুমমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী দেওয়া গিয়াছে তাহার মালিকেরা যদি নিমক চৌকীর সরহদ্দের মধ্যেতে ঐ লবণের কিছু বিক্রয় কি আর কিছু করে তবে তাহারদিগের আবশ্যক রওয়ানার কিম্বা উপরের লিখিত অন্য দস্তাবেজের পিঠে আপনারদিগের বিক্রয় কি আর কিছু করা লবণের পরিমাণ দিনং লিখে ও চলিত দস্তুরমতে যদি হইতে পারে তবে নিকট থাকা চৌকীর দারোগার দস্তখৎ আপনারদিগের লেখার প্রতি তাহা প্রমাণ জানা যাইবার নিমিত্তে করাইয়া লয় ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্যমত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কেহ উপরের লিখিত হুকুমমতাচরণ করিতে গাফিলী কি কসুর করে সে যত মোন লবণ বিক্রয়হওয়া ও উপরের লিখিতমতে রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের পিঠে তাহা কমীহওনের কথা লেখা না যাওয়া সাবুদ হয় তাহার ফি মোন ৫ পাঁচ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও নিমকপোত্থানীর যে এজেণ্ট সাহেব ও নিমক চৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে উপরের উক্ত হুকুমের অন্যথাকরণের সংবাদ হয় তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে যত মোন লবণ বিক্রয় কি আর কিছু হইয়া তাহার প্রসঙ্গ রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের পিঠে লেখা না গিয়া থাকে তাহার একং মোনের বাবৎ জরীমানার টাকা আদায়হওনের নিমিত্তে ২ দুই মোন লবণ ক্রোককরেন্ ও ঐ মত যাহারদিগের স্থানহইতে কোন লবণের কতক ঐ সরহদ্দের মধ্যে খোওয়া যায় তাহারদিগের আবশ্যক যে উপরের লিখিত মতে খোওয়া যাওয়া লবণের পরিমাণ ও কথা রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের পিঠে লিখিয়া নিকটে থাকা চৌকীর দারোগার দস্তখৎ তাহাতে করিয়া লয় ও এই হুকুমের অন্যথা করিলে তাহারা উপরের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে সমুদয় লবণ বিক্রয়হওন কি তাহার কতক চৌকীর সরহদ্দের বাহিরে লইয়া যাওনমতে তাহা ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা নিমকের যে চৌকীর দারোগাকে দিতে হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি চৌকীর সরহদ্দের মধ্যেতে ঐ লবণ সমুদয় বিক্রয় কিম্বা আর কিছু করা যায় তবে ঐ লবণ ছাড়িয়া দিবার বাবৎ রওয়ানা কি আৎরাফী রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠী চৌকীর সরহদ্দের মধ্যেতে তাহার অবশিষ্ট লবণ বিক্রয় কি আর কিছু হয় সেই চৌকীর দারোগার স্থানে দিতে হইবেক ও যে লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে রওয়ানা কি উপরের লিখিত কোন দস্তাবেজ দেওয়া গিয়া থাকে সেই লবণ সমুদয় কি তাহার কতক নিমকচৌকীর সরহদ্দের বাহিরে লইয়া যাওয়া যায় তবে সে মতে শেষে যে চৌকীতে লবণ পঁহুছায় সেই চৌকীর দারোগার স্থানে রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজ দিতে হইবেক ও দারোগাদিগের আবশ্যক যেং সকল রওয়ানা কিম্বা আৎরাফী রওয়ানা তাহারদিগের নিকটে পঁহুছে তাহা সমস্ত পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরে অনুসন্ধান ও মোকাবিলার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথায় দস্তাবেজ রাখণেতে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে কোন লোক উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা করিয়া লবণ বিক্রয়হওনের পরে কিম্বা তাহা নিমকচৌকীর সরহদ্দের বাহিরে লইয়া যাওনের পরে ঐ লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে দেওয়া উপরের লিখিত কোন দস্তাবেজ আপন নিকটে রাখে কি ঐ সকল দস্তাবেজের কোন দস্তাবেজ তাহার নিকটে পাওয়া যায় ও তাহা না

দিবার

দিবার কোন মাতবর হেতু বলিতে না পারে সে লোক তাহার ঐ কসুর সাবুদ হইলে তা হার নিকটে থাকা কিম্বা পাওয়া রওয়ানা কিম্বা নূতন কি তবদীলী কি আৎরাফী রওয়া নার লিখিত পরিমাণের কি মোন ১ এক টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত রওয়ানাআদি দস্তাবেজ দিবার রসুম লওনের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—রওয়ানা কিম্বা তবদীলী রওয়ানাসকল দিবার রসুম চলিত দস্তুর মতে ও এই আইনের শেষের লিখিত রসুমের ফিরিস্তির নিরূপিত হিসাবে লওয়া যাই বেক ও চৌকীর দারোগারা আৎরাফী রওয়ানা দিবার রসুম প্রত্যেক আৎরাফী রওয়া না দেওনেতে চারি আনা করিয়া লইবেক ও এই হুকুমমতে রসুমের যত টাকা উসুল হয় তাহা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের নিরূপণকরা সময়ে ও মতে নিমকের সিরিশ্‌তার দফ্তরেতে দাখিল করা যাইবেক ইতি।

৪৭ ধারা।

নিমকচৌকীর দারোগা দিগের রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের প্রতি তাহার দিগের চৌকী হইয়া যাও নহেতুক দস্তখৎ করিতে হইবার কথা।

যে কোন লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে রওয়ানা কি নূতন রওয়ানা কি তবদীলী রও য়ানা কি আৎরাফী রওয়ানা কিম্বা চালান অথবা ছাড়চিঠী দেওয়া গিয়াছে সেই লবণ কোন চৌকীতে কি তাহার সরহদ্দেতে পঁহুছিলে সেই চৌকীর দারোগার আব শ্যক যে ঐ লবণ ছাড়িয়া দিবার পুর্ব্বে ঐ রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের পিঠে আপন নি শানী ও দস্তখৎ করে ও যদি কোন লবণ কোন চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে গিয়া তাহার রও য়ানা কি অন্য দস্তাবেজেতে সেই চৌকীর দারোগার নিশানী ও দস্তখৎ হওনবিনা তাহার সরহদ্দ ছাড়াইয়া যায় তবে ঐ লবণ যে মত রওয়ানা সঙ্গে না থাকনমতে ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হয় সেই মত এমতেও ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ও কোন দারোগার চৌকীর সরহদ্দের মধ্যে লবণ লইয়া গেলে যদি সেই দারোগা ঐ লবণ ছাড়িয়া দিবার রওয়ানা কিম্বা উপরের লিখিত কোন দাস্তাবেজে নিশানী ও দস্তখৎ করিতে বিশিষ্ট হেতু বিনা বিলম্ব করে তবে সেই দারোগার পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত যে জরীমা না তাহার কসুর ও লবণের মালিকের হওয়া খেসারতের দৃষ্টে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার দোতেহাই লবণের মালিককে দেওয়া যাইবেক ও এক তেহাই সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

সরকার কি সরকারের তরফহইতে প্রস্তুতহওয়া ভিন্ন লবণ খুশ্‌কীপথে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে আমদানী হইতে নিষেধের কথা।

এই ধারার অনুসারে জানান যাইতেছে যে সরকারহইতে কি সরকারের তরফহইতে প্রস্তুত না হওয়া কোন লবণ খুশ্‌কীপথে সুবে বাঙ্গালা কি সুবে বেহার কি উড়িষ্যার মধ্যের কোন স্থানেতে আনা যাইবেক না ও যে কোন লোক স্পষ্টতঃ কি অস্পষ্টে এই হুকুমের অন্যমতাচরণ করে কিম্বা উপরের লিখিতমতে ঐ সকল সুবার মধ্যে আনা কোন লবণ জানিয়া শুনিয়া আপন নিকটে রাখে সে লোক লবণ জব্দহওনের অতিরিক্ত আপন

আনা

আনা কিম্বা জানিয়া শুনিয়া রাখা লবণের প্রত্যেক মোনের বাবৎ দশ টাকা করিয়া জরী মানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪৯ ধারা।

কএক প্রকার লবণ এই প্রকরণের লিখিত সরহদ্দের বাহিরে আনিতে নিষেধের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে নীচেতে যে সকল প্রকার লবণের তফসীল লেখা যাইতেছে সেই সকল প্রকার লবণ নৌকাপথে গাজীপুরের ভাটীতে আনিতে এবং নীচের লিখিত প্রকার লবণ খুশ্‌কী কি নৌকাপথে কর্ম্মনাশা নদীর দাহিন পারেতে আনিতে নিষেধ হইল।

তফসীল।

সালম্বা।
বালম্বা
বোপ্‌চা।
সাম্ভর।
দুদওয়ারা।
লাহোরী।
কস্‌কা।
কর্‌।
নলা।
নামা।
গেওলিয়া।
পাট।

বারাণসদেশের কিম্বা দস্ত ও জয়করা দেশের অথবা তাহার উত্তর পশ্চিম দিগের মধ্যে এতাবতা বায়ুকোণের দেশের মধ্যগত কোন স্থানের উৎপন্ন হওয়া কি প্রস্তুতকরা লবণ ও যদি এই আইন জারীহওনের পরে ঐ সকল প্রকারের কোন প্রকার লবণ উপরের লিখিতমতে ও সরহদ্দের মধ্যে কেহ আনে কি এই আইন জারীহওনের পর ছয় মাস পরে ঐ সরহদ্দের মধ্যে পাওয়া যায় তবে সে লবণ তাহা বোঝাইথাকা সমস্ত নৌকা কি অন্য বস্তু কি জন্তু কিম্বা বলদ অথবা গাড়ী সমেত জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

ঐ লবণের মালিকদিগের অন্য যে দণ্ড দিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে এই ধারার প্রথম প্রকরণের লিখিত কোন প্রকার লবণ তাহার মালিকদিগের জানাশুনাতে এই আইন জারীহওনের পরে উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে আইলে সেই মালিকেরা এবং ঐ কোন প্রকার লবণ উপরের প্রকরণের উক্ত কাল গতহওনের পরে ঐ সরহদ্দের মধ্যেতে যে লোকদিগের

নিকটে

নিকটে পাওয়া যায় সেই লোকেরা সেই লবণ তাহা যে সকল নৌকা কি অন্য বস্তু কি জন্তু কি বলদ কি গাড়ীতে বোঝাই থাকে তাহাসমেত জব্দহওনের অতিরিক্ত তাহারদিগের জব্দহওয়া লবণের প্রতিমোনেতে ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৫০ ধারা।

এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন জন জিলা শাহাবাদ ও জিলা সারঙ্গের সরহদ্দ হইতে আট ক্রোশের মধ্যে ৮২ বিরাশী সিক্কার সেরের এক মোনহইতে কিছুমাত্র অধিক উপরের ধারার লিখিত প্রকারসকলের কোন প্রকার লবণ আনিতে কি লইতে অথবা কোন গোলাঘরে রাখিতে পারিবেক না ও এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ছয় মাসের পরে উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে ঐ লবণ এক মোনহইতে যত বেশী পাওয়া যায় তাহা সুবে বেহারের নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হুকুমে কি সরকারের অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি লবণ ক্রোককরণের ভার থাকে তাঁহার দ্বারা ক্রোক হইয়া সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

উপরের লিখিত কোন প্রকার লবণ একমোনহইতে অধিক আনা ও রাখা না যাইবার কথা।

৫১ ধারা।

জানান যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি জিলা কটকহইতে মেদিনীপুর জিলাতে কি সরকারের এদেশের মোতালক অন্য কোন জিলাতে খুশ্কীপথে কোন প্রকারে লবণ আনিতে পারিবেক না এবং হুকুম হইল যে এই নিষেধের হুকুমের অন্যথায় কটক জিলাহইতে যত লবণ বাহিরে লইয়া যাওয়া যায় সে সমস্ত লবণ নৌকা কি বলদ কিম্বা গাড়ী ফল যাহাতেং তাহা বোঝাই থাকে তাহাসমেত জব্দ হইবেক ইতি।

লবণ কটক্ জিলা হইতে খুশ্কী পথে অন্য জিলায় লইয়া যাইতে অতি নিষেধের কথা।

৫২ ধারা।

এই ধারানুসারে অতিনিষেধ করা যাইতেছে যে কেহ কটক জিলাহইতে সমুদ্রপথে সরকারের তরফব্যতিরেক কোন লবণ বাহিরে লইয়া না যায় এবং জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত হুকুমের অন্যমতে যত লবণ যে কেহ বাহিরে লইয়া যাইতে প্রবর্ত্ত হয় সেই সমুদয় লবণ ও তাহা যে নৌকা কি ডিঙ্গী কি জাহাজ কি আর যাহাতেং বোঝাই থাকে তাহা ও সমস্ত অভেদে ঐ লবণের মত জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

কটক জিলাহইতে নৌকাপথে সরকারের তরফ ব্যতিরেক বাহিরে কোন লবণ কেহ লইয়া যাইতে না পারিবার কথা।

ঐ নিষেধের অন্যথা যাহা বাহিরে লইয়া যায় তাহা জব্দ হইবার কথা।

৫৩ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমের অন্যথা যে লবণ কটক জিলাহইতে বাহির হয় তাহার মালিকেরা ঐ কসুর সাবুদ হইলে সেইলবণ যত হয় তাহার ফি মোন ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

লবণের মালিকেরা উপরের ধারার অন্যমত করিলে জরীমানার যোগ্য হইবার কথা।

৫৪ ধারা।

৫৪ ধারা।

সরকারের অনুমতি বিনা লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় ও খরিদ ও আমদানী ও রফ্তানী হওন ও রাখণের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

সরকারের এদেশী হর্‌রকম সমস্ত কার্য্যকারকদিগের বিশেষতঃ যে সকল জিলাতে সরকারের তরফহইতে লবণ প্রস্তুত হয় কিম্বা নিমকের চৌকী থাকে সেই২ জিলাতে মোকরর্‌থাকা কার্য্যকারকদিগের প্রতি তাকীদ হুকুম করা যাইতেছে যে সরকারের অনুমতিবিনা লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় ও খরীদ ও স্থানান্তরহওনের ও রাখণের নিবারণ তাহা ক্রোককরণের দ্বারা কি তাহা করিতে তাহারদিগের ক্ষমতা না থাকিলে তাহারা যে সাহেবদিগের তাবে হয় তাঁহারদিগ্‌কে সম্বাদ দেওনের দ্বারা করণেতে সম্পূর্ণ মনোযোগ করে ও তাহারা যদি ইহা করিতে গাফিলী করে তবে আপন২ কর্ম্মহইতে তগীরহওনের ও যে জরীমানার প্রসঙ্গ পশ্চাৎ লেখা যাইবেক তাহার যোগ্য হইবেক ও যে মাজিস্ট্রেট্ কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে এমত সমাচার পঁহুছে তাঁহার সেই সমাচার নিমকের এজেণ্টসাহেবের কি নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে দিতে হইবেক ও যদি সরকারের এদেশী কোন কার্য্যকারকের উপর ঐ সকল বিষয়ের সমাচার দিতে গাফিলীকরণের কসুর কি বিনাঅনুমতিতে লবণ বিক্রয় কি খরীদ কি আমদানী কি রফ্তানী করিতে অথবা রাখিতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্যকরণের কসুর সাবুদ হয় তবে সেই কার্য্যকারক বিনাঅনুমতিতে ও তাহার জানা শুনায় বিক্রয় কি খরীদ কি আমদানী কি রফ্তানী হওয়া কিম্বা রাখা লবণের ফি মোন ৫ পাঁচ টাকাহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৫৫ ধারা।

যাহারা বিনাঅনুমতিতে অন্যের তরফহইতে লবণ লইয়া যায় তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল নৌকার মাঝী ও দাঁড়ী ও মালা ও বলদের বলদীয়া ও মুটিয়া ও অন্য লোকদিগের উপর জানিয়া শুনিয়া বিনাঅনুমতিতে অন্য লোকের তরফহইতে লবণ লইয়া যাওনের কসুর সাবুদ হয় তাহারা ছয় হফ্তার অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদহওন এবং ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনুর্দ্ধ জরীমানা দেওনদ্বারা শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

যে কার্য্যকারকেরা বিনাঅনুমতির লবণ ক্রোক করে তাহারদিগের সহিত দুঁদ্যামী ও প্রতিবন্ধকতা করিতে নিষেধের এবং ঐ কার্য্যকারকেরা তাহা ক্রোককরণের কালে পোলীসের আমলার স্থানে সহায়তা চাহনের বাবৎ হুকুম।

৫৬ ধারা।

যাহারা মূলের লিখিত কার্য্যকারকদিগের সহিত দুঁদ্যামী ও প্রতিবন্ধকতা করে তাহারদিগের যে শাস্তি হইবেক তাহার

যে কোন ব্যক্তি জবরী করিয়া কিম্বা ভয় দেখাইয়া নিমকের কারখানার মোতালক কোন কার্য্যকারককে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে তাহাকে বিনাঅনুমতির কি মিশ্রিত সন্দেহহওয়া লবণ ক্রোক করিতে না দেয় কিম্বা যে কোন ব্যক্তি ঐ কার্য্যকারকের ঐ কর্ম্মকরণেতে কোন দৌরাত্ম্য কি দুঁদ্যামী কি প্রতি

বন্ধকতা

বন্ধকতা করে সে ব্যক্তি তাহার ঐ কসুর ফৌজদারী আদালতের সাহেবের হুজুরে সাবুদ হইলে ২০০ দুইশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক তদ্ব্যতিরিক্ত তাহারদিগের প্রতিবন্ধকতা ও দুঁদ্যামী করাতে কোন হঙ্গামা ফসাদ হইয়া থাকিলে এমত২ মোকদ্দমার নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যে শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

যেং মতেতে পোলীসের আমলার লবণ ক্রোকের বিষয়ে সহায়তা করিতে হইবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে কার্য্যকারকের লবণ ক্রোককরণের ক্ষমতা থাকে সেই কার্য্যকারক যদি কোন লবণ বিনানুমতির লবণ শুনিয়া কি সন্দেহ করিয়া ক্রোক করিয়া কি ক্রোক করিতে উদ্যত হইয়া অথবা ঐ লবণ বোঝাইথাকা বলদ কি নৌকা কিম্বা অন্য বস্তু কি জন্তু ক্রোক করিতে উদ্যত হইয়া কোন বিশিষ্ট কারণেতে তাহার পক্ষে কিছু দৌরাত্ম্য কি প্রতিবন্ধকতা হইবার আশঙ্কা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে পোলীসের যে দারোগা অতিনিকটে থাকে সেই দারোগার স্থানে আপন ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে সহায়তার দরখাস্ত করে ও পোলীসের দারোগাদিগের ও অন্য যে কার্য্যকারকদিগের জিম্মাতে পোলীসের থানা কি তাহার চৌকী থাকে তাহারদিগের নিকটে এমত দরখাস্ত করিলে কি তাহারদিগের অন্য কোন প্রকারেতে লবণ ক্রোককরণেতে হঙ্গামা ও ফসাদ হইতে পারিবার অনুমান হইলে ঐ দারোগাপ্রভৃতি কার্য্যকারকদিগের আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ লবণ ক্রোক ও হঙ্গামা ফসাদের নিবারণহওনের বিষয়ে যে সহায়তা উপযুক্ত হয় তাহা করে ইতি।

৫৮ ধারা।

পোলীসের আমলারা লবণ ক্রোকহওয়া যথার্থ কি অযথার্থের বিবেচনা করিতে না পারিবার কিন্তু অনর্থক অত্যাচারের নিবারণ করিবার কথা।

জানান যাইতেছে যে ঐ সকল ক্রোককরণের জওয়াব যে কার্য্যকারকদিগের লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহারা দিবেক ও পোলীসের আমলাদিগের উচিত নহে যে লবণ ক্রোককরণের নিমিত্তে তাহারদিগের সহায়তার প্রয়োজন হইলে সেই ক্রোকহওয়া যথার্থ কি অযথার্থ ইহার কিছু বিবেচনা আপনারা করে কিন্তু তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে কোন লোক কি লোকদিগের প্রতি অনর্থক কিছু অত্যাচার না হয় ইহাতে সাবধান হয় ইতি।

৫৯ ধারা।

ঘর বাটীআদিতালাশীর বিশেষ হুকুমের কথা।

জানান যাইতেছে যে থাকিবার কোন বাটী কি ঘরের কি গোলা ঘরের অথবা অন্য কোন আবৃত স্থানের মধ্যে যাইতে কিম্বা তাহা তালাশী করিতে হইলে নীচের লিখিত হুকুমের মতে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৬০ ধারা।

৬০ ধারা।

উপরের লিখিত প্রকারে যেং সম্বাদ দিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যখন কেহ কোন বাটী কি ঘরের কিম্বা গোলা ঘরের অথবা অন্য কোন আবৃত স্থানের মধ্যে বিনানুমতির লবণ থাকনের সন্দেহ জন্মিবাতে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকরভিন্ন আসিষ্টাণ্টসাহেবের অথবা আড়ঙ্গের কি চৌকীর প্রধান আমলার নিকটে তাহার সম্বাদ দেয় তখন তাহার আবশ্যক যে যাহার বাটী কি ঘরের কি গোলার কিম্বা আবৃত স্থানের মধ্যে লবণ ছাপান থাকে তাহার নাম ও সেই বাটী কি ঘরআদি যে গ্রাম কি স্থানের মধ্যে থাকে তাহার নাম ও সাধ্যমতে লবণের পরিমাণ যাহা বোধ হয় তাহার কথা ও গ্রামে কি স্থানেতে বিনানুমতির লবণ আছে ইহা যেং হেতুতে তাহার দৃঢ় বোধ হয় তাহা সমস্ত এক ফর্দ্দে লিখিয়া উপরের লিখিত কোন কার্য্যকারকের নিকটে দাখিল করে ও নিমকের এজেণ্টসাহব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ঐ ফর্দ্দের লিখিত বেওরা দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া যদি কোন বিশিষ্ট হেতুতে এমত অনুমান করেন্ যে প্রকৃতই ঐ লোকের বাটী কি ঘরের কিম্বা আবৃত স্থানের মধ্যেতে বিনানুমতির লবণ ছাপান আছে তবে তাঁহারদিগের নিকটে হওয়া সংবাদক্রমে নীচের লিখিত হুকুমের মত আচরণ করিবেন ইতি।

সম্বাদদেওনিয়াকে হলফ্করাইবার কথা।

পোলীসের আমলার সহায়তা চাহিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ— নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে প্রথম ঐ সম্বাদ পঁহুছিলে তাঁহারদিগের আবশ্যক যে সম্বাদদেওনিয়াকে তাহার দাখিলকরা ফর্দ্দের লিখিত কথার সত্যতা জানিবার নিমিত্তে হলফ্ করাইয়া তাহ্বার স্থানে আর যেং অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা করা বিহিত বুঝেন তাহা হলফ্ করাইয়া করেন্ ও ইহা করণের পরে যদি নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টণ্ডেণ্টসাহেবের বিশ্বাস হয় যে ঐ লোকের দেওয়া সম্বাদ সটিক তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সম্বাদদেওনিয়াকে আপন কার্য্যকারকদিগের মধ্যে কোন প্রত্যয়যোগ্য লোকের সঙ্গে পোলীসের যে থানা অতিনিকটে থাকে সেই থানার দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ দারোগা কি অন্য কার্য্যকারককে হুকুম দেন্ যে থানাতালাশীর সময় তথায় থাকিবার ও যে সহায়তার আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্তে আপনি সরে জমীতে যায় কিম্বা আপন থানার অন্য প্রত্যয়যোগ্য কোন কার্য্যকারককে পাঠায় ইতি।

মূলের লিখিত বিষয়ের সম্বাদ কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন আসিষ্টাণ্টসাহেব কি আড়ঙ্গের কি চৌকীর প্রধান আমলার নিকটে পঁহুছিলে যে তদবীর করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নিমকের কোন চৌকী কিম্বা আড়ঙ্গ নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের সদর মোকামহইতে অতিদূর হওনহেতুক কি অন্য কোন হেতুক উপরের লিখিত বিষয়ের সম্বাদ প্রথমত ঐ সাহেবদিগের নিকটে পঁহুছিতে না পারণমতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকরভিন্ন নিমকের আসিষ্টাণ্টসাহেব কি আড়ঙ্গ কিম্বা চৌকীর প্রধান আমলাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে ঐ বেওরা লেখা ফর্দ্দ লন ও তাহা লওনের পরে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের সদর মোকামহইতে আদালতের কাছারী নিকটে হইলে তাঁহারদিগের

আবশ্যক

আবশ্যক যে সম্বাদদেওনিয়াকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে লইয়া যান ও লইয়া গেলে পর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে সম্বাদদেওনিয়াকে হলফ্ করাইয়া জোবানবন্দী করিয়া লওন ও আর যেং জিজ্ঞাসাবাদানুসারে তাঁহারদিগের সম্বাদদেওনিয়ার দেওয়া সম্বাদ সটিক বোধ হয় তাহা করণের পরে সটিক বোধ হইলে যে বাটী কি ঘর কিম্বা আবৃত স্থানের মধ্যে লবণ ছাপান থাকে তাহার তালাশীর বিষয়ে সহায়তা করিবার হুকুমের এক ওয়ারিণ্ট অতিনিকটে পোলীসের যে দারোগা থাকে তাহার নামে জারী করেন্ এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে এমতং হুকুম এমত অতিত্বরাতে ও গোপনে করেন্ যে কোন ব্যক্তি টের না পায় ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন বাটী কি ঘরের দরওয়াজা ভাঙ্গনের আবশ্যক হয় তবে পোলীসের দারোগার কি অন্য কার্য্যকারকের আবশ্যক যে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ক্রোককরণের বিষয়ে তাহারদিগের কার্য্যোপদেশের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের লিখিত যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুমমতে কার্য্য করে ইতি।

কোন দরওয়াজা ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইলে পোলীসের দারোগার যেং হুকুমমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—নিমকের আড়ঙ্গের কি চৌকীর কার্য্যকারকের তালাশীর সকল প্রকারেতে আবশ্যক যে তাহারা যে সাহেবের তাবে হয় তাঁহার হজুরে আপনার করা তালাশীর সমস্ত বিষয়ের বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইয়া দেয় এবং পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে আপনার করা তদবীরের বেওয়া কৈফিয়ৎ লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠায় এবং নিমকের কার্য্যকারক যে সাহেবের তাবে হয় তাঁহার হজুরে যে কৈফিয়ৎ পাঠায় তাহা প্রমাণ জানা যাইবার নিমিত্তে তাহাতে আপন মোহর ও দস্তখৎ করে ইতি।

নিমকের ও পোলীসের কার্য্যকারকেরা তালাশীর বেওরা তাহারা যে সাহেবদিগের তাবে তাঁহারদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

৬১ ধারা।

জানান যাইতেছে যে নিমকের কারখানার মোতালক সমস্ত কার্য্যকারকদিগের পুনঃং নিষেধকরা যাইতেছে যে কোন জনের বাটীঘর কি আবৃত স্থানের মধ্যে তাহাতে লবণ ছাপান আছে শুনিয়া পোলীসের আমলার বিনা সহযোগে আপনং ক্ষমতাক্রমে জোর করিয়া না যায় এবং জানান যাইতেছে যে কোন বাটী কি ঘরের দরওয়াজা প্রকৃতই তাহাতে এক মোনহইতে অধিক বিনানুমতির লবণ থাকনের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লেখা ফর্দ্দ দাখিল হইয়া তাহা হলফের দ্বারা প্রমাণ হওনব্যতিরেকে ভাঙ্গা যাইবেক না ও পোলীসের কোন কার্য্যকারককে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব তাহার স্থানে সহায়তা চাহন কি তাহা করিবার নিমিত্তে তাহার নামে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ওয়ারিণ্ট হওনব্যতিরেকে কোন বাটী কি ঘর কি আবৃত স্থানের তালাশী করিবার সহায়তা করিতে অনুমতি নাহি ইতি।

মূলের লিখিত মত ব্যতিরেকে জোরজবরী করিয়া ঘরবাটীআদির ভিতরে যাইতে নিষেধের কথা।

৬২ ধারা।

৬২ ধারা।

পোলীসের দারোগার নিকটে হুকুমনামা ও ওয়ারিণ্ট পঁহুছিবার তারিখ ও সময় লিখিবার কথা।

নিমকের কারখানা ও চৌকীর মোতালক যে সকল কার্য্যকারকেরা পোলীসের আমলার সহায়তা চাহিবার হুকুমনামা পোলীসের থানার দারোগাদিগের নিকটে লইয়া যায় তাহারদিগের এবং পোলীসের যে দারোগাদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের হুকুমনামা কি ওয়ারিণ্ট পঁহুছে সেই দারোগাদিগের আবশ্যক যে তাহারা যেং সাহেবের তাবে তাঁহারদিগের নিকটে যেং রিপোর্ট পাঠায় তাহাতে এ কথা লিখে যে অমুক তারিখে অমুক সময়ে হুকুমনামা কি ওয়ারিণ্ট পোলীসের দারোগার নিকটে পঁহুছিল ও ঐ তালাশী করণেতে কিছু বিলম্ব হইলে ঐ কার্য্যকারকদিগের সেই বিলম্বের শরেওয়ার কৈফিয়ৎ ঐং রিপোর্টেতে লিখিতে হইবেক ইতি।

নিমকের কার্য্যের মোতালক কার্য্যকারকদিগের ও পাইকাড় লোকের ও নিমকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্তথাকা অন্য লোকদিগের বিরুদ্ধ আচরণ সাবুদ হইলে তাহারদিগের যে দণ্ড ও জরীমানা হইবেক তাহার হুকুম।

৬৩ ধারা।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের আমলা লোককে রসুম আদি লইতে নিষেধহওনের ও তাহারদিগের লওনের দোষ সাবুদ হইলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের তাবে সমস্ত আমলা ও কার্য্যকারক লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যে কিছু রসুম কি সেলামি কিম্বা দস্তুরী অথবা নগদে জিনিসে কিছু কোন ওজরে কি বাহানায় কোন মলঙ্গী কি নিমক প্রস্তুত করিতে থাকা কোন লোকের স্থানে না লয় ও যদি ইহা সাবুদ হয় যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের তাবে লোকদিগের কেহ এই নিষেধের অন্যথা কিছু লইয়াছে তবে তাহা ফিরিয়া দিবার হুকুম হইবেক ও সে লোক আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের অতিরিক্ত ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহার অপরাধের উপযুক্ত বুঝেন্ সেই মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক এবং অসঙ্গতরূপে নগদে কি জিনিসে যত টাকা লইয়া থাকে তাহার ফিশতের বদলে পাঁচশত টাকার অধিক না হইয়া যত জরীমানা তাহার অপরাধের উপযুক্ত হয় তত করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক ও মলঙ্গী লোককে দাদনীর টাকা দেওনের ভারাক্রান্ত যেং কার্য্যকারক কোন বাহানায় অথবা কোন প্রকারে দাদনীর সমুদয় কি কতক টাকা আপনি তসরুফ করে কিম্বা কোন মলঙ্গী কি লবণ প্রস্তুত করিতে নিবিষ্ট ও মোতালক থাকা অন্য কোন লোকের স্থানে প্রকৃতার্থে সে যত টাকা পাইয়াছে তাহাহইতে অধিক টাকা পাইবার রসীদ কি অন্য দস্তাবেজ তলব করে কিম্বা লেখাইয়া লয় তাহারদিগেরো সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৬৪ ধারা।

যে কার্য্যকারকদিগের

সরকারী লবণের কোন গোলা কি গোলাঘর কি তাহা রাখিবার অন্য স্থান যে কার্য্য

কারকদিগের

কারকদিগের জিম্মা থাকে তাহারা যদি ঐ গোলাতে কি গোলাঘরেতে কিম্বা স্থানে দাখিল হওয়া লবণের কিছু আপনারা তসরুফ করে কিম্বা তাহারা যে এজেণ্টসাহেবের তাবে তাঁহার বিনাহুকুমে জানিয়া শুনিয়া গোলা কি গোলাঘরহইতে ঐ লবণের মধ্যহইতে কিছু কোন জনকে লইতে কিম্বা ঐ সাহেব যে পরিমাণের হুকুম দেন্ তাহাহইতে অধিক লবণ ঐ গোলা কি গোলাঘরহইতে লইতে দেয় অথবা প্রকৃতার্থে গোলায় কি গোলাঘরে যত লবণ দাখিল হয় জানিয়া শুনিয়া তাহার অধিক দাখিলহওনের রসীদ লিখিয়া দেয় তবে সে সমস্ত কার্য্যকারকেরা চুরীর অপরাধকরণিয়াদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া তাহারদিগের অপরাধ ফৌজদারী আদালতের সাহেবের হজুরে সাবুদ হইলে ঐ অপরাধের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

উপর আপনারদিগের জিম্মাথাকা গোলা কি গোলাঘরে দাখিলহওয়া লবণ আপনারা তসরুফকরণের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারদিগের যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৬৫ ধারা।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের আবশ্যক যে কোন কার্য্যকারককে যে ভারানুসারে সরকারী টাকা কিম্বা লবণ কি সরকারের অথবা লোকদিগের অন্য বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় তাহাতে নিযুক্তকরণের কাল কিম্বা চৌকীর দারোগগী কি মুহরিরগিরী কর্ম্মেতে কোন জনকে মোকররুরণের সময়ে তাহার স্থানে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা যত টাকা তাইনে হুকুম করেন্ তত টাকা তাইনে হাজির জামিন ও মালজামিনরূপে দুইজন মাতবর জামিন তলব করেন্ ও যাহারা এক্ষণে ঐ সকল ভারে মোকরর্ আছে ও জামিনী দাখিল না করিয়া থাকে তাহারদিগের আবশ্যক যে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা যে মিয়াদ উপযুক্ত বুঝিয়া নিরূপণ করেন্ সেই মিয়াদের মধ্যে উপরের লিখিত মত জামিনী দাখিল করে ও তাহা দাখিল না করিলে তাহারা আপন২ কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

নিমকের কার্য্যের মোতালক যে২ কার্য্যকারকের প্রতি সরকারী টাকা কি অন্য বস্তু রক্ষণাবেক্ষণের ভার হয় তাহারদিগের স্থানে যে জামিনী তলব হইবেক তাহার কথা।

৬৬ ধারা।

যদি নিমকচৌকীর কোন দারোগার উপর এমত সাবুদ হয় যে বিনানুমতিতে লবণের কারবার হইতেছে ইহা দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে তবে তাহাকে দারোগগী কর্ম্ম হইতে তগীরকরণের অতিরিক্ত তাহার জামিনীর লিখিত টাকা সরকারে লওয়া যাইবেক এবং তাহার চৌকীর সম্মুখ দিয়া যত লবণ যাইয়া থাকে তাহার প্রতি মোনেতে ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা তাহার দিতে হইবেক এবং ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ তাহার কসুরের ভাবদৃষ্টে উপযুক্ত হয় সেই মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ও যদি কোন দারোগা অনুমতি বিনা আপন চৌকী ছাড়া হইয়া আর কোন লোককে ঐ চৌকীতে রাখিয়া থাকে ও সেই লোকের উপর বিনানুমতিতে লবণের কারবার হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করা সাবুদ হয় তবে তাহাতেও ঐ দারোগার এই ধারার লিখিত দণ্ড ও প্রতিফল হইবেক ইতি।

দারোগারা বিনানুমতির লবণের কারবার হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিলে যে দণ্ডের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

দারোগা বিনানুমতিতে চৌকী ছাড়াহওনমতে তাহার রাখা লোক তাচ্ছল্য করিলে ও ঐ দণ্ডের যোগ্য হইবার কথা।

৬৭ ধারা।

৬৭ ধারা।

লোকেরা বিনানুমতিতে লবণের দাদনী কি তাহা খরীদ করিলে যে প্রতিফল পাইবেক তাহার কথা।

যদি এমত সাবুদ হয় যে লবণের পাইকাড় লোক কি অন্য খরীদার লোকেরা বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিয়া দিবার কি পাইবার নিমিত্তে মলঙ্গী লোককে কি নিমকের মোতালক আমলা কি অন্য২ লোককে দাদনী করিয়াছে কিম্বা ঐ মলঙ্গী কি আমলাওগয়রহের স্থানে অসঙ্গতরূপে লবণ খরীদ করিয়াছে কি লইয়াছে তবে তাহারা যত লবণ পাইবার নিমিত্তে দাদনী দিয়া কি খরীদ করিয়া কি পাইয়া থাকে তাহার ফি মোন ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা তাহারদিগের দিতে হইবেক ও সে লবণ যদি ক্রোক হয় তবে তাহা জব্দ হইবেক ইতি।

৬৮ ধারা।

নিমকের সিরিশ্‌তার মোতালক আমলা ও চাকরলোক যে মতেতে কয়েদহওনের যোগ্য হইবে তাহার কথা।

জরীমানার সংখ্যা নিরূপণের কথা।

কয়েদের মিয়াদের কথা।

যদি নিমকের কার্য্যের মোতালক কোন আমলা কি চাকর মলঙ্গী লোকের কি নিমকের কার্য্যের মোতালক অন্য কোন লোকের স্থানে গোপনে কোন বাহানায় কি অন্য প্রকারেতে সরকারের তরফহইতে প্রস্তুত না হওয়া লবণ লয় কিম্বা নিজের লাভের নিমিত্তে অসঙ্গতরূপে পোখ্তানী করায় অথবা জানিয়া শুনিয়া অন্যের লাভের নিমিত্তে পোখ্তানী করিতে দেয় তবে এরূপে যত লবণ পাইয়া কি পোখ্তানী করাইয়া থাকে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ও ঐ আমলা কি চাকরের আপন পাওয়া কি পোখ্তানী করাণ লবণের ফি মোন সিক্কা ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত ঐ আমলা কি চাকর ছয় মাসের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ আদালতের সাহেব উপযুক্ত বুঝেন্ সেই মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬৯ ধারা।

৬৬ ধারানুসারে দারোগার কসুর সাবুদ হইলে মুহরিরেরো জরীমানা হইবেক।

জরীমানার সংখ্যা।

যদি নিমকচৌকীর কোন দারোগার ৬৬ ধারার লিখিত জরীমানা হয় তবে সেই চৌকীর মুহরিরো দারোগার সহিত সে সাজস ও যোগ করিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে চাহর হইয়া বিনানুমতিতে চালানহওয়া লবণের ফি মোন সিক্কা ২।।০ দুই টাকা আটআনা করিয়া জরীমানা হইবেক যদি এমত সাবুদ না হয় যে ঐ মুহরির অনুমতিক্রমে বিদায় হইয়া যাওনহেতুক ঐ প্রকরণহওনের সময়ে আপন কর্ম্মস্থানে ছিল না কিম্বা ঐ প্রকরণ হইতেছে জানিতে পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে দিয়াছে এবং লবণ ক্রোকহওনের নিমিত্তে পুরা চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়াছে কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত এমত উপায় করিতে পারে নাহি ইতি।

৭০ ধারা।

মলঙ্গীলোক লবণ তসরুফ করিলে তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে সরকারের তরফহইতে লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে যে সকল মলঙ্গী ও অন্য২ লোকেরা দাদনী পাইয়া থাকে তাহারা যদি অসঙ্গতরূপে বিক্রয় কি বদল কি অন্য প্রকার করিয়া লবণ তসরুফ করে তবে তাহারা ঐ সকল ক্রিয়া করা সাবুদ হইলে

উপরের

উপরের লিখিত প্রকারেতে আপনারদিগের তসরুফকরা লবণের ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের ফি মোন ৪ চারি টাকা করিয়া জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ও সে লবণ জব্দ হইবেক ও ঐ জরীমানার অতিরিক্ত তাহারা তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কার্য্যকারকদিগের লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথাসম্বলিত হুকুম।

৭১ ধারা।

যে সাহেবদিগের লবণ ক্রোককরণের ক্ষমতার্পণ হইল তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের লিখিত হুকুমমতে ক্রোক ও জব্দের যোগ্য লবণ ও অন্যং বস্তু ক্রোক করিতে সাবেক দস্তুরমতে ও আপনং ভারক্রমে নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর ও তদ্ভিন্ন আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ ক্ষমতা জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ও ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের ও আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার যে সাহেব লোকের প্রতি থাকে তাঁহারদিগের ও পরমিটের মামুলের কালেক্টরসাহেব লোকের ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবদিগের ও আফীনের এজেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবলোকের ও ঐ সকল সাহেবলোকের তাবে কার্য্যকারকদিগের মধ্যে যাঁহাকে দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাঁহাকে দিতে পারিবেন ইতি।

নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের সম্বাদ দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ— কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকরভিন্ন বিলায়তী ইঙ্গরেজ কিম্বা এদেশী যে সকল কার্য্যকারকেরা এই আইনানুসারে আপনারদিগের পাওয়া ক্ষমতাক্রমে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হওয়া বিশেষ হুকুমমতে কোন লবণ ক্রোক করেন্ সে সমস্ত কার্য্যকারকদিগের ক্রোককরণের পর ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী অর্থাৎ বাঙ্গলা আটপ্রহরের মধ্যে তাহার সম্বাদ সমুদয় বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া তাঁহারা যে সাহেবদিগের তাবে সেই সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক ও যেং মাজিস্ট্রেট্সাহেব কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ ক্রোকের সমাচার পঁহুছে তৎক্ষণাৎ তাঁহারদিগের সে সম্বাদ নিমকের যে এজেণ্টসাহেবের কি নিমকের চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের তহবীলে ক্রোকহওয়া সমুদয় লবণ থাকিবেক তাঁহার নিকটে দিতে হইবেক ইতি।

৭২ ধারা।

যে সকল লোককে অনুমতি পাওনবিনা লবণ ক্রোক করিতে নিষেধ হইল তাহার কথা।

যেহেতুক কেবল এজেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের কার্য্যকারকদিগের ও নিমকচৌকীর কার্য্যকারকদিগের ও পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবলোকের তাবে নিমকের কর্ম্মের মোতালক কার্য্যকারকলোকের কোন লবণ কি বিনানুমতিতে প্রস্তুত কি আমদানী কি রফ্তানী কিম্বা বিক্রয় হওয়া নিশ্চয় জানিলে কি সন্দেহ হইলে তাহা

আপনং

আপনং ক্ষমতা ও ভারানুসারে ক্রোক করিবার ক্ষমতা হইল অতএব জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিতে পারিবেন না কিন্তু যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে কোন লবণ ক্রোক করিতে বিশেষ অনুমতি পান তবে তাহা ক্রোক করিতে পারিবেন ইতি।

৭৩ ধারা।

মূলের লিখিত কার্য্যকারকেরা বিনানুমতিতে লবণ আমদানীহওনের সম্বাদ পাইলে তাহার সম্বাদ নিকটে থাকা নিমকের আমলা ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে দিবার কথা।

জিলা কি শহরের যে কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কি মালগুজারী তহসীলের যে কালেকটরসাহেব কি আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত যে সাহেব অথবা পরমিটের যে কালেকটরসাহেব কি তাঁহারদিগের নায়েব সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে লবণ ক্রোক করিবার অনুমতি পাইয়া থাকেন তাঁহার তাবে এদেশী কোন আমলা বিনানুমতিতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে সরকারের তরফহইতে সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার মধ্যের প্রস্তুত হওয়া লবণভিন্ন কোন লবণ আমদানীহওনের কিম্বা রওয়ানা কি ছাড়চিঠী কি ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠীব্যতিরেকে কিছু লবণ লইয়া যাওনের অথবা সরকারের বিনানুমতিতে মলঙ্গী লোক কি অন্যং লোক অপর লোকের লাভের নিমিত্তে সরকারী খালাড়ীতে কিছু লবণ প্রস্তুতকরণের কিম্বা অন্যং লোকের নিজের কি পরের লাভার্থে লবণ পোখ্তানী করিবার নিমিত্তে করা কোন খালাড়ীতে লবণ প্রস্তুতহওনের সন্ধান পাইলে ঐ আমলার তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার নিমকের সিরিশ্তার মোতালক যে আমলা অতিনিকটে থাকে ও বিনানুমতির লবণ ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে সেই আমলার নিকটে ও আপনি যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের তাবে থাকে তাঁহাকে দিবেক ও নীচের লিখিত অন্যং হুকুমমত কার্য্য করিবেক যদি ঐ লবণের সঙ্গে রওয়ানা কি চালান কি ছাড়চিঠী কিম্বা তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠী থাকে তবে ঐ আমলা কেবল নিকটে থাকা নিমকের সিরিশ্তার মোতালক আমলাকে ও আপনি যে সাহেবের তাবে হয় তাঁহাকে সমাচার দিতে ও যে সাহেবের তাবে হয় সেই সাহেব হুকুম করিলে কিম্বা নিমক পোখ্তানীর কার্য্যকারকেরা চাহিলে সহায়তা করিতে পারিবে ও প্রথমত আপন ক্ষমতাক্রমে লবণ ক্রোক করিতে কি ধরিতে পারিবেক না কিন্তু যদি ঐ লবণ রওয়ানা কি চালান কি ছাড়চিঠী কি তাহা ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠী সঙ্গে থাকনবিনা পায় তবে তাহা ক্রোক করিতে পারিবেক ও তৎক্ষণাৎ ঐ ক্রোকের সমাচার সে যে সাহেবের তাবে তাঁহার ও নিকটে থাকা চৌকীর আমলার নিকটে পাঠাইবেক আর যদি নিমকের কারখানার মোতালক কার্য্যকারক লোক সেওয়ায় সরকারের এদেশী কোন কার্য্যকারক লবণ ক্রোক করিবার অনুমতি পাওনবিনাতাহা ক্রোক করে কিম্বা যদি নিমকের কারখানার মোতালক কার্য্যকারক লোক সেওয়ায় সরকারের কোন কার্য্যকারকেরা লবণ ক্রোক করিবার অনুমতি পাইয়া রওয়ানা কি চালান কি ছাড়চিঠী কিম্বা ছাড়িয়া দিবার অন্য চিঠী সঙ্গে থাকা কোন লবণ ক্রোক করে তবে আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক

মূলের লিখিত কার্য্যকারকেরা কেবল সম্বাদ দিতে ও দরখাস্তমতে সহায়তা করিতে পারিবার কথা।

মূলের লিখিত কার্য্যকারকদিগের এই ধারার অন্যমত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

ও তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে ঐ লবণের মালিক কিম্বা রাখনিয়ার তরফহই তে খেসারতের বদল বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।

৭৪ ধারা।

নিমক পোক্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ক্ষুদ্র আমলালোকের ও পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের খাস হুকুমের তাবে আমলাদিগের ও আরং হররকম তাবে আমলালোকের কর্ত্তব্য যে লবণ ক্রোক করিলে বিনাবিলম্ব ও গাফিলীতে ও যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ ক্রোকের বেওরা আপনং মুনিবের নিকটে লিখিয়া পাঠায় ও যদি ঐ আমলালোক লবণ ক্রোক করিয়া তাহার বেওরা লিখিয়া না পাঠায় কি পাঠাইতে অসঙ্গত বিলম্ব করে ও সে লবণ জব্দ না হয় তবে লবণের মালিক তাহারদিগের নামে খেসারৎ ধরিয়া পাওনের দাও য়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক এবং তাহারা আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক এবং সে লবণ জব্দ হইলেও ঐ আমলারা তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ও লবণ ক্রোককরণের ফলে যে ইনাম তাহারা পাইতে পারিত তাহা সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।

ক্ষুদ্র আমলাদিগের লবণ ক্রোকের বেওরা অবিলম্বে আপনং মুনিবকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবার কথা।

লবণ ক্রোকের বেওরা লিখিয়া না পাঠাইলে কি পাঠাইতে বিলম্ব করিলে দণ্ড হইবার কথা।

৭৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—নিমকের কার্য্যের মোতালক সমস্ত ক্ষুদ্র আমলাকে নিষেধ করা যাইতেছে যে তাহারা যে লবণ ক্রোক করে তাহা নিমক পোক্তানীর এজেণ্টসাহেবদিগের কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কি পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি পাওনবিনা ছাড়িয়া না দেয় ও ক্ষুদ্র আমলার মধ্যে কেহ এ ধারার নিষেধের অন্যমতাচরণ করিলে সে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ও যত লবণ ছাড়িয়া দিয়া থাকে তাহার ফি শত মোন সিক্কা ২৫০ আড়াই শত টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

সমস্ত ক্ষুদ্র আমলালোককে ক্রোককরা লবণ মূলের লিখিত সাহেবদিগের নুমিতবিনা ছাড়িয়া দিতে নিষেধ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নিমকপোক্তানীর এজেণ্টসাহেবলোককে ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারদিগের তাবে আমলালোক যে লবণ ক্রোক করিয়া থাকে কি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোক ও অন্যং সাহেবলোক যে লবণ ক্রোক করিয়া নিমকের কার্য্যের মোতালক আমলার জিম্মা করিয়া থাকেন সে লবণ তজবীজের কালে জব্দের অযোগ্য বুঝিলে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন ইতি।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জব্দের যোগ্য না বুঝিলে ক্রোকহওয়া লবণ ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কি মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব কি পরমিটের কালেক্টরসাহেব কি তাঁহারদিগের নায়েবসাহেব কিম্বা আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্তসাহেব কি আফীনের এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহারদিগের নায়েবসাহেবের

যেমতে মূলেরলিখিত মাজিষ্ট্রেট্সাহেবআদি ক্রোকহওয়া লবণ ছাড়িয়া দিতেপারিবেন তাহার কথা।

আমলার

আমলার দ্বারা অথবা তাঁহারদিগের হুকুমে লবণ ক্রোক হইয়া তাহা নিমকের কার্য্যের মোতালক আমলার জিম্মাকরণের পূর্ব্বে ঐ লবণ মিথ্যা সমাচারানুসারে ক্রোক হইয়াছে ও জব্দের যোগ্য নহে বুঝিলে তাহা ঐ সাহেবেরা ছাড়িয়া দিতে পারিবেন এমত ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে ইতি।

৭৬ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা মূলের লিখিত বিষয়ের কৈফিয়ৎ নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের পোলীসের আমলালোকের তাঁহারদিগের নিকটে দেওয়া এত্তেলার বেওরা লেখা কৈফিয়ৎ এবং নিমকের কার্য্যের মোতালক আমলা কি লবণ ক্রোক করিতে ক্ষমতাপাওয়া অন্যং কার্য্যকারকের পোলীসের আমলার নিকটে সহায়তার নিমিত্তে করা দরখাস্তের কথাসম্বলিত কৈফিয়ৎ যেমতে অতিউপযুক্ত জানেন সেই মতে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পঁহুছাইতে হইবেক ইতি।

লবণে দ্রব্যান্তর মিশ্রিত করিতে নিষেধের হুকুম।

৭৭ ধারা।

লবণে দ্রব্যান্তর মিশাল করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে যদি কোন গোলাতে কি দোকানে কিম্বা অন্য স্থানেতে খারী নুন কি ফুলকারী নুন কিম্বা পকওয়া নুন অথবা মন্দ ও তিক্ত অন্য কোন রকম নুন মিশালকরা কোন খাদ্য লবণ পাওয়া যায় তবে তাহা জব্দ করিয়া লোপ করিয়া দেওয়া যাইবেক ও লবণের যে কোন গোলদার কিম্বা অন্য ব্যক্তি থাকে কি খুজরা লবণ বিক্রয় করে সে যদি লবণে ঐ সকল নুন মিশাইয়া তাহা কদর্য্য করে কিম্বা এ প্রকার মিশাল ও কদর্য্য করা লবণ জানিয়া শুনিয়া বিক্রয় করে তবে তাহার এ প্রকার মিশাল ও কদর্য্যকরা যত লবণ পাওয়া যায় তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের মোনকরা ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা নীচের লিখিত প্রকারেতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

৭৮ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেব লবণ মিশ্রিতহওনাদির তদন্ত করিবার কথা।

জানান যাইতেছে যে এই আইনানুসারে যে সকল কার্য্যকারকেরে লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই সকল কার্য্যকারকের তরফহইতে উপরের লিখিত প্রকারে মিশালকরা লবণ ক্রোক হইবেক ও তাহা ক্রোক করিবামাত্র ঐ কার্য্যকারকেরা তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমের তাবে সরহদ্দেতে ক্রোক হয় সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন ও সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ কৈফিয়ৎ পাওনের পরে অবিলম্বে তাহার সরাসরী তজবীজ করিয়া মিশালকরা হওনহেতুক জব্দের যোগ্য বুঝিলে ঐ লবণ জব্দ করিবেন ও ঐং কর্ম্ম যে করিয়া থাকে তাহার উপর উপরের

ধারার

ধারার নিরূপিত জরীমানা দিবার হুকুম দিবেন ও তাহা দাখিল না করিলে তাহার ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী আদালতের জেলখানাতে কয়েদথাকনের হুকুম দিবেন ইতি।

৭৯ ধারা।

লবণ মিশালকরা বটে কি না ইহার তদন্ত জানা যাইবার কথা।

খারী নুন কি উপরের লিখিত প্রকার অন্য কোন নুন মিশ্রিত হওনহেতুক লবণ ক্রোক হওনের মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের আবশ্যক যে অবিলম্বে তাহা মিশালকরা বটে কি না ইহার তদন্ত ও তহকীক ডাক্তরসাহেবের বিবেচনার দ্বারা কিম্বা মাতবর যেং গোলদারেরা তাহা ঠাহরাইতে ও চিনিতে পটু হয় তাহারদিগের নিকটে পাঠাইয়া করেন্ অথবা তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যাইবার নিমিত্তে অন্য যে প্রকার করা উপযুক্ত হয় তাহা করেন্ ইতি।

৮০ ধারা।

জব্দহওয়া লবণের মালিক এক মাসের মধ্যে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

যদি লবণের মালিক তাহা জব্দ হইবার হুকুমেতে নারাজ হইয়া তৎক্ষণাৎ জরীমানা দিবার ও যে আমলা লবণ ক্রোক করিয়া থাকে তাহার নামে আপন হওয়া খেসারৎ ধরিয়া পাওনের দাওয়ায় নীচের লিখিতমতে এক মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার অর্থে মাতবর জামিন দেয় তবে এমতে মাজিষ্ট্রেটসাহেব আপন হুকুম জারী ও আর সমস্ত তদবীর করা মৌকুফ রাখিবেন ও যদি লবণের মালিক তাহা জব্দের হুকুম হওনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে নালিশ না করে তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেব আর বিলম্ব না করিয়া তাহার জামিনের স্থানে জরীমানার টাকা লইবেন ও অন্যরূপে জব্দের হুকুম জারী করিবেন ইতি।

মূলের লিখিতমতে হুকুম জারী না হইবার কথা।

৮১ ধারা।

জামিন লইবার মতের কথা।

খারী নুন কি উপরের লিখিত অন্য কোন প্রকার নুন মিশালকরা হওনহেতুতে ক্রোক হওয়া কোন লবণের মালিক যদি উপরের ধারার নিরূপিত জরীমানার টাকা দিবার বাবৎ জামিন দিতে অশক্ত হয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের উচিত যে সে লোক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্তের কি উপরের ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে নালিশ করিবার নিমিত্তে জামিন দিতে পারে না ইহা তহকীক জানা গেলে তাহার স্থানে হাজিরজামিন লন্ ও তাহার লবণ ক্রোক রাখেন ইতি।

৮২ ধারা।

অন্যায়রূপে লবণ ক্রোক হইলে তাহার মালিক

যদি ইহা জানা যায় যে সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা অসঙ্গতরূপে লবণ ক্রোক ও জব্দ হইয়াছে তবে তাহাতে লবণের মালিক নিরূপিত দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে

নালিশ

আপন খেসারৎ ধরিয়া পাইবার কথা।

নালিশ করিলে তাহার লবণ ক্রোক ও জব্দ হওয়াতে হওয়া খেসারৎ ও খরচা ঐ কার্য্য কারকের স্থানে ধরিয়া পাইবেক ইতি।

৮৩ ধারা।

অসঙ্গত নালিশ করিলে অতিশয় জরীমানা লওয়া যাইবার কথা।

এমতং মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর চলিত আইনানুসারে আপীল হইতে পারিবার কথা।

আদালতের সাহেব যদি নিশ্চয় ইহা বুঝেন যে জব্দহওনের প্রতি আপত্তিকরণের প্রকৃত কোন হেতু ছিল না ও ফরিয়াদী কালহরণের ও আসামীকে ক্লেশ দিবার জন্যে নালিশ করিয়াছে তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের ৭৭ ধারার লিখিত ১০ দশ টাকা হিসাবে জরীমানার বদলে ফি মোন ১৫ পনেরো টাকা হিসাবে জরীমানা মোকরর্ করেন ও এই ডিক্রীর ও এ মতং মোকদ্দমার সমস্ত ডিক্রীর উপর তাহার নালিশ নিরূপিত দাঁড়ামতে হইয়া থাকিলে আপীলের নিমিত্তে নিরূপণ হওয়া হুকুমের মতে মফঃসল কোর্ট আপীলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

৮৪ ধারা।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত লবণ ক্রোক থাকিবার কথা।

যদি লবণ জব্দহওনের হুকুম রদ করাইবার নিমিত্তে নালিশ হয় তবে যাবৎ চূড়ান্ত ডিক্রী না হয় তাবৎ সে লবণ ক্রোক থাকিবেক ইতি।

৮৫ ধারা।

উপরের ৭৭ ধারার লিখিত হুকুম অন্যং প্রকারেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জানান যাইতেছে যে উপরের ৭৭ ধারার লিখিত যে সকল হুকুম খাদ্য লবণে খারী নুন কি অন্য কোন প্রকার মন্দ ও তিক্ত লবণ মিশ্রিতহওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সকল হুকুম বালম্বা কি সালম্বা লবণ কি সরকারের তরফহইতে বিক্রয়হওয়া অথবা ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৫ আইনের অনুসারে সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া লবণভিন্ন অন্য কোন লবণ মিশাল করা যে সকল পাঙ্গা লবণ সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যেতে পাওয়া যায় তাহারো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু যদি কোন লোক উত্তরকালে জানিয়া শুনিয়া উপরের লিখিত প্রকারের কোন লবণ বিক্রয় করে কিম্বা জানিয়া শুনিয়া আপনার স্থানে রাখে তবে তাহা সরকারে জব্দহওনের অতিরিক্ত ঐ কসুরকরণিয়া লোকের ঐ লবণের ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের ফিমোন খারী নুন কি অন্য কোন মন্দ ও তিক্ত লবণ মিশালকরা লবণ পাওয়া যাওনের প্রকারেতে ৭৭ ধারার নির্দ্ধারিত ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানার বদলে ৫ পাঁচ টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা প্রকারের কোন লবণ জব্দ হইলে তাহা নষ্ট না করা গিয়া সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সরহদ্দের বাহিরে পশ্চাতের লিখিত স্থানে ও প্রকারেতে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।

এদেশেতে সমুদ্রপথে বাহিরে লবণ আমদানীহওনের বাবৎ হুকুম।

৮৬ ধারা।

৮৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৫ আইনের লিখিত হুকুমমতে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া লবণ এ দেশের মধ্যেতে লইয়া যাইতে হইলে তাহার সহিত সরকারের তরফহইতে প্রস্তুত ও বিক্রয়হওয়া লবণ লইয়া যাওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুমসকল সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া লবণ এদেশের মধ্যেতে লইয়া যাইতে হইলে যেং হুকুম সম্পর্ক রাখিবে তাহার কথা।

৮৭ ধারা।

পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের ঐ লবণের মালিকদিগকে কিম্বা যাহারা তাহা লইয়া আইসে তাহারদিগকে তাহারা ঐ লবণের মাসুল সাবেক আইনের লিখনমত ফি মোন ৩ তিন টাকা করিয়া দাখিলকরণের কথাসম্বলিত পরমিটের কালেক্টর সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট দরপেশ করিলে দেওয়া যাইবার নিমিত্তে রওয়ানা ও অন্য দস্তাবেজ সকল তৈয়ার করাইতে হইবেক ও সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া যে সকল লবণ এদেশের মধ্যে লইয়া যাওনের সময়ে রওয়ানা কি ছাড়িয়া দিবার অন্য দস্তাবেজ সঙ্গে থাকনবিনা পাওয়া যায় সে সমস্ত লবণ বিনানুমতির লবণের মধ্যে জানা যাইয়া ক্রোক হইয়া সরকারে জব্দ হইবেক ও তাহা যাহারদিগের স্থানে পাওয়া যায় তাহারদিগের ৩৬ ধারাতে বিনানুমতির লবণরাখণের বিষয়ে যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে সেই দণ্ড হইবেক ইতি।

রওয়ানা ও অন্যং দস্তাবেজ দিবার ও যে লবণ রওয়ানা ও দস্তাবেজ বিনা পাওয়া যায় তাহা সরকারে ক্রোক ও জব্দ হইবার কথা।

সরকারে নিমকের কার্য্যের মোতালক যেং কার্য্যকারকেরা ইনাম পাইবেক তাহার বাবৎ হুকুম।

৮৮ ধারা।

জানান যাইতেছে যে নিমকের এজেণ্টসাহেবলোক ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবলোকেরা ও ঐ সাহেবদিগের কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা তাঁহারদিগের হুকুমমতে কিম্বা তাঁহারদিগের তাবে আমলার দ্বারা ক্রোক ও জব্দহওয়া লবণের বাবৎ ইনামের যে হিস্যা এপর্য্যন্ত পাইতেছেন তাহা পাইতে পারিবেন না ও এই হুকুম ঐ সাহেবেরা ১৮১৭ সালের ১৫ আইনের লিখিত হুকুমমতে যে লবণ ক্রোক করেন্ তাহারো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবলোক বিনানুমতির লবণ ক্রোক হওয়াতে ইনাম না পাইবার কথা।

৮৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরকারের নিমকের কার্য্যের মোতালক যে সকল ক্ষুদ্র আমলারা তাহারা যে সাহেবদিগের হুকুমের তাবে সেই সাহেবদিগের হুকুমমতে কোন লবণ ক্রোক করিতে চেষ্টিত হয় কিম্বা তাহারদিগের নিকটে বিনানুমতির লবণের সম্বাদ পঁহুছিতে

সরকারের নিমকের কর্ম্মের মোতালক তাবে কার্য্যকারককে ইনাম দিবার কথা।

নিজে

নিজে যাইয়া ঐ লবণ ক্রোক করে তাহারা নীচের লিখিত মতেতে ইনাম পাইতে পারিবেক।

তফসীল।

বিনানুমতির লবণ ক্রোকের যে সকল প্রকারেতে ঐ লবণের কারবারকরণিয়ারা ধরা পড়ে ও তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হয় তাহাতে যে২ আমলার চেষ্টায় তাহা ক্রোক হয় তাহারা ঐ লবণের মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনেরো টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক।

ও যে সকল প্রকারেতে কেবল লবণ ক্রোক হয় তাহাতে ঐ লবণ যে২ আমলার চেষ্টা ও প্রাণপণেতে ক্রোক হয় তাহারা সেই লবণের মূল্যের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক ও উপরের লিখিত দুই প্রকারেতেই ঐ লবণ ক্রোককরণের বাবৎ ইনাম ঐ রকম লবণের বাবৎ গত নীলামের হরদরা গড় দরের অনুসারে দেওয়া যাইবেক ইতি।

অন্য কোন ২ প্রকারে ইনামের বেওরার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি সরকারের নিমকের কার্য্যের মোতালক ক্ষুদ্র আমলারা কাহারু স্থানে সমাচার পাওনবিনা নিজে কোন বিনানুমতির লবণ ক্রোক করে তবে তাহারা নীচের লিখিত বেওরাক্রমে ইনাম পাইতে পারিবেক।

তফসীল।

যে সকল প্রকারেতে বিনানুমতির লবণের কারবারকরণিয়ারা ধরা পড়ে ও তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হয় তাহাতে ঐ লবণ যে আমলার চেষ্টা ও প্রাণপণে ক্রোক হয় সে সেই লবণের মূল্যের উপর শতকরা ৩০ টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক।

ও যে সকল প্রকারেতে কেবল বিনানুমতির লবণ তাহার কারবারকরণিয়ারা ধরা পড়ন বিনা ক্রোক হয় তাহাতে যে২ আমলার চেষ্টা ও যত্নেতে সেই লবণ ক্রোক হয় তাহারা তাহার মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনেরো টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক ও উপরের লিখিত দুই প্রকারেতেই ঐ লবণের মূল্য উপরের নিরুপিত মতে ধরা ও আন্দাজ করা যাইবেক ইতি।

লবণের কার্য্যের মোতালক না থাকা কার্য্যকারকদিগকে মূলের লিখিত প্রকারে যে ইনাম দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সরকারের নিমকের কার্য্যের মোতালক কার্য্যকারক লোক সেওয়ায় এদেশী যে সকল কার্য্যকারকেরা এবং সামান্যতঃ অন্য যে সকল লোকেরা সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যেতে বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত কি রফ্তানী কি আমদানী হওনের অথবা রাখণের সমাচার দেয় তাহারা বিনানুমতির লবণের কারবারকরণিয়া লোকেরা ধরা পড়িলে ও তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হইলে ঐ লবণের মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনেরো টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক ও যদি কেবল ঐ লবণ

ক্রোক

ক্রোক হয় তবে উপরের লিখিত কার্য্যকারকেরা কি লোকেরা তাহার মূল্যের উপর শত করা ১০ দশ টাকা করিয়া ইনাম পাইতে পারিবেক ও ঐ লবণের মূল্য উপরের প্রকরণের নিরূপিতমতে আন্দাজ করা ও ধরা যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

ভিন্নাধিকার দেশের লবণ জব্দহওনের বিষয়ে ইনামের সংখ্যানিরূপণের কথা।

মান্দরাজী কি সাম্ভর কিম্বা সালম্বা অথবা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারভিন্ন দেশের অন্য প্রকার যে কোন লবণ জব্দ হয় তাহার নিমিত্তে লবণের বিষয়ে এই আইনেতে যে ইনামের নিরূপণ হইয়াছে সেই ইনামের সংখ্যা সেই রকম লবণের গত নীলামী দরের অনুসারে নিরূপণ হইবেক ও সেই রকম লবণ নীলামেতে বিক্রয় না হইয়া থাকিলে তাহার যে মূল্য পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত বুঝেন তাহাই নিরূপণ করিবেন ও তদনুসারে ইনামের সংখ্যা নিরূপণ হইবেক ও এই তদবীর সেই রকম লবণ সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহার করিতে নিষেধ থাকিলে করা যাইবেক ইতি।

১১ ধারা।

নৌকাআদি ভারবহ সমস্ত বস্তু কি জন্তু জব্দ ও বিক্রয় হওনের কথা।

বিনানুমতির কি মিশ্রিত লবণ যে সকল নৌকায় কি আর যাহাতে বোঝাই থাকে সে সমস্ত নৌকাআদি ও সকল ঘোড়া ও বলদ ও অন্য চতুষ্পদ জন্তু ঐ লবণ লইয়া যাইতে থাকে সে সমস্ত ঘোড়াআদি জব্দ হইয়া নীলামে বিক্রয় হইবেক ও নীলামকরণেতে তাহার যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত প্রকারে বিভাগ হইবেক।

তফসীল।

ঐ মূল্যের তৃতীয়াংশ যে কিম্বা যেং লোক বিনানুমতির লবণ রপ্তানীহওনের সম্বাদ দেয় তাহাকে কি তাহারদিগ্‌কে ও তৃতীয়াংশ সরকারের যে কিম্বা যেং কার্য্যকারকে ঐ লবণ ক্রোক করে সেই কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগ্‌কে দেওয়া যাইবেক ও আর তৃতীয়াংশ সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ও সরকারের যে কার্য্যকারকের লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা থাকে সেই কার্য্যকারক যদি অন্য কাহারু স্থানে সম্বাদ পাওনবিনা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করে সে কার্য্যকারক নৌকা ও বারবরদারীর অন্য বস্তু কি চতুষ্পদ জন্তুআদির বিক্রয়ের মূল্যের অর্দ্ধেক পাইতে পারিবেক ও আর অর্দ্ধেক সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

জব্দহওয়া লবণের ইনামের হিসাবকরণেতে যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

কটক্ জিলাতে লবণ জব্দহওনের বাবতে যে ইনাম দিতে হয় তাহার হিসাব ঐ জিলাতে সে রকম লবণ সরকারের তরফহইতে সওদাগরলোকের কি অন্যং লোকের স্থানে নীলামে কি নগদ যে দরে বিক্রয় হয় সেই দরের অনুসারে করা যাইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

৯৩ ধারা।

মূলের লিখিত লবণের বিষয়ে কোন্ স্থানে কি উপায় করিতে হইবেক তাহার কথা।

এই আইনের ৪৯ ধারার লিখিত প্রকারের যে লবণ এবং পাঙ্গা নামে যে সমস্ত প্রকার লবণ বালম্বা কিম্বা সালম্বা লবণের সহিত অথবা সরকারের তরফহইতে বিক্রয়হওয়া প্রকারের লবণ কি ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৫ আইনের হুকুমমতে সমুদ্রপথে এদেশে আমদানীহওয়া লবণভিন্ন অন্য লবণের সহিত মিশাল হইয়া জব্দ হয় তাহার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালা কি বেহার কি উড়িষ্যার সরহদ্দের বাহিরের যে কি যেং স্থানে যাহা করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুম হয় সেই মতাচরণ হইবেক ইতি।

৯৪ ধারা।

মিশ্রিতহওয়া কোন লবণ ক্রোক হইলে ক্রোককর নিয়া যে ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি খারী লবণ কি এই আইনের ৭৭ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা লবণের আর কোন প্রকার লবণ মিশাল করা কোন লবণ অন্য কাহারু সম্বাদ দেওন বিনা সরকারের কার্য্যকারকদিগের চেষ্টাতে ক্রোক হয় তবে তাহা মিশাল করণের অপরাধির স্থানে উপরের উক্ত ধারার লিখিত হুকুমমতে জরীমানার যত টাকা উসুল হয় তাহার অর্দ্ধেক ঐ কার্য্যকারকেরা পাইবেক ও আর অর্দ্ধেক সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ইতি।

জরীমানার মধ্যে সম্বাদ দেওনিয়া হিস্যা পাইবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোনং লোকে মিশাল করা লবণের সম্বাদ সরকারের কার্য্যকারকদিগ্কে দেয় ও তাহারদিগের সম্বাদ দেওয়াতে সে লবণ ক্রোক হয় তবে সেই লোকেরা জরীমানার যত টাকা উসুল হয় তাহার তৃতীয়াংশ পাইবেক আর তৃতীয়াংশ যে আমলায় ক্রোক করিয়া থাকে সেই আমলায় পাইবেক ও আর তৃতীয়াংশ সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ইতি।

নৌকাইত্যাদি জব্দ ও বিক্রয় ও তাহার মূল্য বিভাগহওনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল নৌকাআদি বারবরদারীর বস্তুতে মিশাল করা লবণ বোঝাই থাকে ও যে সকল ঘোড়া ও বলদ ও অন্য চতুষ্পদ জন্তু ঐ লবণ লইয়া যাইতে থাকে তাহা সমস্ত জব্দ হইয়া নীলামে বিক্রয় হইবেক ও তাহার মূল্যের টাকা উপরেতে অপরাধির স্থানে উসুলহওয়া জরীমানার টাকা বিভাগ হইবার নিমিত্তে যে প্রকার নিরূপণ হইয়াছে সেই প্রকারে বিভাগ হইবেক ইতি।

৯৫ ধারা।

উসুলহওয়া জরীমানার টাকা বিভাগহওনের কথা।

জানান যাইতেছে যে যে সকল প্রকারের নিমিত্তে বিশেষরূপে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল তদ্ভিন্ন এই আইনের লিখিত হুকুমের মতে উসুলহওয়া জরীমানার টাকার মধ্য হইতে তৃতীয়াংশ কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকরভিন্ন বিলায়তী বাজে ইঙ্গরেজ কিম্বা এদেশী সরকারী কার্য্যকারকদিগের মধ্যে অথবা অন্য লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি

কি

কি যেং ব্যক্তি কোন লোকের বিনানুমতির লবণের কারবারকরণের সমাচার প্রথমতঃ দেয় সেই কিম্বা সেইং ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ও দোতেহাই সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ও যে সকল প্রকারেতে জরীমানার টাকা বিভাগ হইবার অর্থে বিশেষ কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল না সে সকল প্রকারেতে জরীমানার টাকা সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবেক ইতি।

নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরে মোকদ্দমার তজবীজহওনের মোতালক হুকুম।

৯৬ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করিতে হইবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে সরকারের কার্য্যকারক লোকের নামে তাহারদিগের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া দাঁড়া অন্যমতাচরণকরণহেতুক দরপেশহওয়া যে সকল নালিশ জিলা কি শহরের জজ কি মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোকের বিচারযোগ্য সে সকল নালিশ ও মিশ্রিত লবণের বাবৎ যে সকল মোকদ্দমা হয় তাহা সেওয়ায় বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত ও খরীদ ও বিক্রয়করণ ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওন ও রাখণের বাবতে সরকারের কি গোয়েন্দার পাওনা জরীমানা কি দণ্ডের টাকা উসুলকরণের মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা ও নালিশ ও এজ্‌হার প্রথমতঃ নিমকের এজেণ্টসাহেবলোক ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবলোক শুনিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন নিয়ম ইহার প্রতিবন্ধক হইবেক না ও নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবলোকের উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি নীচের লিখিত দাঁড়ামতে করিতে হইবেক ইতি।

৯৭ ধারা।

যেং মতে মোকদ্দমার তজবীজ না করা যাইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব উপরের লিখিত কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি এজ্‌হার জরীমানা কি অন্য দণ্ড দিতে হইবার হেতু যে কর্ম্ম তাহা করণের পরে ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত না হইলে তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন না কিন্তু যদি ঐং মোকদ্দমা সরকারের তরফহইতে ঐ নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে উপস্থিত হয় ও তাহা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত না হওনের বিশিষ্ট কারণের বয়ান হয় তবে ঐ এজেণ্টসাহেব ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন ইতি।

৯৮ ধারা।

ঐ মোকদ্দমার আরজী কি একরারনামা ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা যাইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে দরপেশ হইবার মোকদ্দমা ও এজ্‌হার ও নালিশের আরজী ও অন্যং কাগজ এবং আদালতেতে এই আইনের লিখনমতে নীচের লিখিত প্রকারেতে

যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই সকল মোকদ্দমাতে দাখিল হইবার কোন কাগজ ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি ও সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কি সরকারের কার্য্যকারকদিগের ও অন্য২ লোকের মধ্যে যে সকল কৌলকরার হয় তাহার কাগজ ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা গেলেও আদালতেতে এবং নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের নিকটে প্রমাণের প্রকরণেতে লওয়া যাইবেক ইতি।

৯৯ ধারা।

নিমকের কোন এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে বিনানুমতিতে কোন খালাড়ী পত্তনহওনের সম্বাদ পঁহুছিলে তাহাতে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

নিমকের কোন এজেণ্টসাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে কোন গ্রামে কি অন্য স্থানে এই আইনের লিখিত হুকুমের অন্যথায় নিমকপোখ্তানী করিবার নিমিত্তে কোন খালাড়ী কি অন্য ভাটী হইয়া থাকনের সম্বাদ পঁহুছিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার তহকীক করিবার নিমিত্তে আপনারা সরেজমীতে যান্ কিম্বা অতি নিকটের আড়ঙ্গের কি চৌকীর দারোগাকে অথবা অন্য কোন প্রত্যয়যোগ্য আমলাকে পাঠান্ ও সরেজমীতে যে দারোগা কি অন্য ব্যক্তিকে পাঠান যায় সেই দারোগা কি অন্য ব্যক্তি ঐ খালাড়ী কি ভাটী প্রকৃতই বিনানুমতিতে হইয়াছে ইহা জানিলে তাহারদিগের আবশ্যক যে স্পষ্ট ও প্রচাররূপে সে খালাড়ী কি ভাটী ভাঙ্গিয়া সমভূম করিয়া দেয় এবং তাহার শরেওয়ার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া তাহাতে গ্রামের মাতবর প্রজালোকের দস্তখৎ তাহা প্রমাণ জানা যাইবার নিমিত্তে করাইয়া লবণপোখ্তানীর কার্য্যে লাগা সরঞ্জাম কিম্বা ঐ খালাড়ী কি ভাটীতে বিনানুমতিতে লবণপোখ্তানীকরা সাবুদ হইবার নিমিত্তে আর যে২ দলীল ও নিদর্শন উপযুক্ত হয় তাহার সহিত নিমকের এজেণ্টসাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় এবং ঐ দারোগা কি অন্য ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য ঐ খালাড়ী কি ভাটী পত্তনকরণের যথার্থ সমস্ত বৃত্তান্ত ও বিশেষতঃ যে কিম্বা যে২ লোক তাহা পত্তন করিয়া থাকে কি তাহাতে বিনানুমতিতে লবণ পোখ্তানী করিয়া থাকে তাহা এবং এই আইনের ৩২ ও ৩৪ ধারার লিখিত লোকদিগের মধ্যে কেহ বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত হইবাতে কিছু এলাকা রাখে কি তাহা প্রস্তুত হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে কি না ইহার তদন্ত জানে

যে মতেতে নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব দস্তক জারী করিতে পারিবেন তাহার কথা।

ও যদি নিমকের এজেণ্ট কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব হলফের দ্বারা কাহারু করা নালিশের এজহার শুনিয়া কিম্বা চক্ষে দেখিয়া ইহা নিশ্চয় বুঝেন্ যে এই আইনের লিখিত হুকুমের অন্যথায় বিনানুমতির কোন খালাড়ী পত্তন হইয়াছে কিম্বা বিনানুমতিতে কোন লবণ প্রস্তুত হইতেছে অথবা প্রকৃতই কোন ব্যক্তির নিকটে বিনানুমতির লবণ আছে তবে ঐ কোন সাহেব যে কিম্বা যে২ লোক বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত করিতে থাকে কিম্বা যে কিম্বা যে২ লোকের স্থানে বিনানুমতির লবণ থাকে সেই কিম্বা সেই২ লোককে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে আপন দস্তক জারী করিতে এবং ঐ২ বিষয় সাবুদ হইবার নিমিত্তে যে২ সাক্ষির আবশ্যক হয় তাহারদিগ্‌কে তলব করিতে পারিবেন ইতি

১০০ ধারা।

১০০ ধারা।

তদ্ভিন্ন নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব তাঁহারদিগের নিকটে কোন ব্যক্তির উপর কেহ এই আইনের লিখিত কোন জরীমানা দিতে হইবার যোগ্য কোন কর্ম্মকরণের তহমৎ দিলে তাহার উপর এক সমন আপনারদিগের বিবেচনাতে জামিনী তলবের কথাযুক্তে কি তাহাবিনা ও সমনের লিখিত দিবসে অথবা তাহার পুর্ব্বে আপনার উপর হওয়া তহমতের জওয়াব দিবার নিমিত্তে সে নিজে কিম্বা তাহার উকীল হাজির হইবার কথা লিখিয়া এক চাপরাসীর মারফতে জারী করিতে পারিবেন ও যদি জামিনলওনের আবশ্যক হয় তবে তাহার কথা ঐ সমনেতে লেখা যাইবেক এবং নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের মোকদ্দমা সাবুদ করিবার নিমিত্তে গোয়েন্দার লিখিয়া দেওয়া সাক্ষিদিগকে হাজির করাণ উচিত জানিলে তহমৎহওয়া আসামীর হাজির হইবার নিমিত্তে নিরূপণকরা সময়ে হাজির হইবার কারণ ঐ সাক্ষিদিগকে তহমৎহওয়া আসামীর মানা সাক্ষিলোকসুদ্ধা তলব করিতে হইবেক ইতি।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।

১০১ ধারা।

যাহার উপর তহমৎ কিম্বা যাহার নামে নালিশ হয় তাহারা যদি নিমকের এজেণ্টসাহেবের কিম্বা চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দস্তকের অনুসারে গ্রেফ্তার হইয়া আইসে কিম্বা আপনাহইতে নিজে হাজির হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা তাঁহারদিগের কাছারীতে পঁহুছিবামাত্র যত শীঘ্র হইতে পারে এমতং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ এবং ঐ সাহেবদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি সাক্ষিলোকের হাজিরহওনের অপেক্ষায় মোকদ্দমা মুলতবী রাখণের আবশ্যক না থাকে তবে সর্ব্বদা এমতং মোকদ্দমার তজবীজ আসামী কি তাহার উকীল হাজিরহওনের নিরূপিত দিবসে তেই করিতে থাকেন ইতি।

অবিলম্বে মোকদ্দমার তজবীজ করিবার কথা।

১০২ ধারা।

এই আইনের লিখনমতে যে সকল কসুরের তজবীজ প্রথমতঃ নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের নিকটে হইতে পারে তাহার কোন কসুর করণের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদগ্রস্ত কোন লোক যদি উপরের নিরূপিত মতে সমনপাওনের পরে নিজে হাজির হইতে কি আপন উকীল হাজির করিতে কসুর করে কিম্বা তাহার নামে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরহইতে হওয়া কোন হুকুমনামা আমলে আসিতে না দেয় তবে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের উচিত যে ঐ লোকের নামে এই আইনের শেষের লিখিত শরওয়া মতে পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাতে ইশ্তিহারনামা লেখাইয়া জারী করেন্ ও ঐ ইশ্তিহারনামার এক নকল দৃষ্টিহওনের স্থানে এজেণ্টসাহেবের কাছারীতে ও আর

যে ব্যক্তিরা তাহারদিগের নামে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা হুকুমনামা টালিয়া দেয় তাহারদিগের প্রতি যে মতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

এক

এক নকল যাহার নামে তাহা হইয়াছে তাহার বাসস্থানেতে লট্‌কান যাইবেক ও আর একং নকল জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ও মালগুজারী উসুলতহসীলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে তাঁহারদিগের কাছারীতে লট্‌কান যাইবার নিমিত্তে পাঠান যাইবেক ও যে লোক কিম্বা লোকদিগের নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হয় সে লোক কি লোকেরা যদি তাহারদিগের হাজির হইবার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের উচিত যে ঐ কি ঐং লোক হাজির হইলে যে মত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেই মত তাহার কি তাহারদিগের হাজির না হওয়াতেও মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

১০৩ ধারা।

সাক্ষিদিগেরে হলফ করাইতে নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে নিমকের এজেণ্টসাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব এই আইনমতে তাঁহারদিগের নিকটে দরপেশহওয়া সমস্ত মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৫০ আইনের ২ ধারার লিখনমতে সাক্ষিদিগকে তলব করিতে ও হলফ্ করাইতে কি তাহারদিগের স্থানে হলফনামা লেখাইয়া লইতে পারিবেন ও যদি কোন সাক্ষি হলফ্ করিতে না চাহে তবে তাহাকে জিলা কি শহরের জজসাহেবের হজুরে চলিত আইনেতে এনিমিত্তে যে মিয়াদে কয়েদের নিরূপণ আছে সেই মিয়াদে কয়েদ রাখিবার নিমিত্তে পাঠাইতে পরিবেন ইতি।

১০৪ ধারা।

নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের বিষয়ে নিরূপণহওয়া হুকুমসকল আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিবার কথা।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা ফৌজদারী মোকদ্দমার তজবীজের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুম এই আইনমতে তাঁহারদিগের নিকটে দরপেশহওয়া মোকদ্দমার উভয় বিবাদির ও সাক্ষিলোকের তলব ও তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ ও মোকদ্দমার তজবীজকরণের বিষয়ে তাহার নিমিত্তে বিশেষরূপে হুকুম নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকিলে আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও যদি সরকারী কার্য্যকারকের তরফহইতে কাহারু নামে নালিশ হয় তবে তাহাতে ফরিয়াদীর নিজে হাজির হইবার ও জোবানবন্দী করিয়া লইবার আবশ্যক হইবেক না ও এমত মোকদ্দমাতে ফরিয়াদীর তরফহইতে যে লোক উকীল কি মোখ্তার মোকরর্ হয় তাহার মারফতে মোকদ্দমার নালিশ ও সওয়ালজওয়াব হইবেক ইতি।

১০৫ ধারা।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের উপরের লিখনমতে মোকদ্দমার তজবীজ আপনং কাছারীতে দরবারের সময়ে করিতে হইবেক ও ঐ

সাহেবেরা

সাহেবেরা আপন২ কাছারীতে মোকদ্দমার তজবীজকরণের কালে কেহ চপলতা করিলে তাহার উপর একশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

সাহেবেরা কাছারীতে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা।

১০৬ ধারা।

যদি কোন জন এই আইনের লিখিত হুকুমমতে নিমকের এজেণ্টসাহেবের কি নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার মোতালক কোন বিষয়ে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন জোবানবন্দী হলফ কি হলফনামানুসারে মিথ্যা লেখাইয়া দেয় তবে সে লোক মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনিয়া ঠাহর হইয়া সে নিমিত্তে চলিত আইনেতে যে শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবেক ও যে কোন লোক অন্যেরে ভুলাইয়া ও শিখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত করায় তাহাতেও সে লোক চলিত আইনের লিখিত হুকুমমতে শাস্তি পাইবেক ইতি।

মিথ্যা ও শিখান সাক্ষ্য দেওনের কসুরের শাস্তির কথা।

১০৭ ধারা।

যদি কোন জন এই আইনানুসারে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হজুরে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে ঐ সাহেবদিগের হজুরহইতে হওয়া হুকুম জারীহওনেতে দুঁদ্যামী কি প্রতিবন্ধকতা করে তবে সে লোক ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্‌টরসাহেবের করা হুকুম না মাননের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনেতে যে শাস্তির নিরূপণ হইয়াছে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দেওয়া হুকুম না মাননেতেও সেই শাস্তি পাইবেক ইতি।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দেওয়া হুকুম জারীহওনের দুঁদ্যামী করিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার নিরূপণের কথা।

১০৮ ধারা।

নিমকপোখ্তানীর কোন এজেণ্টসাহেবের কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরে এই আইমতে যে২ মোকদ্দমার তজবীজ তাঁহারদিগহইতে হইতে পারে তাহার কোন মোকদ্দমার তজবীজ সমাপ্ত হইলে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে পারসী কি বাঙ্গলা ভাষাতে আপন২ করা রুবকারীতে মোকদ্দমার সমস্ত যথার্থ বৃত্তান্ত ও সাক্ষিদিগের দেওয়া যে২ সাক্ষ্যদ্বারা মোকদ্দমা সাবুদ হইয়া থাকে তাহার প্রস্তাব এবং মোকদ্দমার বিষয়ে আপন২ করা বিবেচনার শরেওয়ার বেওরা ও যে দণ্ডের হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তাহা লেখান ইতি।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা মোকদ্দমার বিচার করা সারা হইলে আপন২ রুবকারীতে যাহা২ লেখাইবেন তাহার কথা।

১০৯ ধারা।

নিমক পোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবলোক ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা যে সকল প্রকারেতে এই আইনের লিখনমতে জব্দের যোগ্য বোধহওয়া লবণের পরিমাণ ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের ২০ বিশমোনের অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে তাহা

যেমততে নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগরে

হুকুম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক তাহার কথা।

তাহা জব্দহওনের চূড়ান্ত হুকুম দিয়া আপনং ক্ষমতানুসারে সে হুকুম জারী করিতে পারিবেন এবং ঐ সাহেবেরা যে সকল প্রকারেতে নীচের বেওরা করিয়া লেখা ধারার লিখিত কোন কসুরকরণের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদগ্রস্ত লোকের প্রতি ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার হুকুম দেন্ তাহাতেও ঐ হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

ধারার তফসীল।

৩১
৩৩
৩৪
৩৬
৩৮
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫৩
৫৪
৫৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭৫
৭৭
৮৬

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ১০ দশম আইন।

১১০ ধারা।

জরীমানার টাকা দাখিল না করিলে যেং মিয়াদে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন লোকের উপর এই আইনের লিখিত হুকুমমতে জরীমানা কি দণ্ডের হুকুম হয় তবে যে সাহেবদিগকে এমত হুকুম দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল তাঁহারা এই আইনানুসারে যে মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিতে বিশেষ ক্ষমতা রাখেন তাহার অতিরিক্ত ঐ জরীমানা কি দণ্ডের টাকা দাখিল না হওনমতে নীচের তফসীলের লিখিত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

তফসীল।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ ১৫ পনেরো দিনের কম ও এক মাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক ও একশত টাকার কম হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ এক মাসের কম ও দুই মাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ১০০ একশত টাকার অধিক হয় ও ৫০০ পাঁচশত টাকার বেশী না হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ দুই মাসের কম ও চারিমাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ চারিমাসের কম ও ছয় মাসের বেশী হইবেক না ইতি।

১১১ ধারা।

লোকদিগের পক্ষে জরীমানার টাকা দাখিল করণের বিষয়ে যে মতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কোন মোকদ্দমাতে কোন লোকের উপর ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম করিলে যদি জরীমানার টাকা তৎক্ষণাৎ দাখিল না হয় তবে ঐ সাহেবের উচিত যে সেই লোককে তাহার উপর হওয়া হুকুমের চুম্বক কথাসম্বলিত আপন রুবকারীসমেত যে জিলা কি শহরের অধিকারেতে তাহার কসুর হইয়া থাকে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুজুরে পাঠান্ ও জজসাহেবের উচিত যে আদালতহইতে হওয়া হুকুম ও ডিক্রী যেমতে

জারী

জারী হয় সেই মতে নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের করা হুকুম জারী করেন্ ও জরীমানার টাকা উসুল হইলে তাহা নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরি ণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে নিমকের এজেণ্টসাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের রুবকারীতে ঐ লোক জরীমানার টাকা দাখিল না করণমতে যে মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবেক তাহার প্রস্তাব লেখা থাকি বেক ইতি।

১১২ ধারা।

যে সকল মতেতে জজ সাহেবের হুজুরহইতে চূড়ান্ত হুকুম হইবেক তাহার কথা।

যে সকল প্রকারেতে জব্দের যোগ্য লবণের পরিমাণ ২০ বিশ মোনের অধিক হয় কিম্বা নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা কোন ব্যক্তিকে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক জরীমানার যোগ্য ঠাহরান তাহাতে তাঁহারদিগের আপন রুব কারী যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের অধিকারে ঐ ব্যক্তির কসুর হইয়া থাকে কিম্বা যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের অধিকারে ঐ লবণ ক্রোক হইয়া থাকে সেই জজসাহেবের নিকটে তাঁহার হুজুরহইতে মোকদ্দমার বিষয়ে চূড়ান্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইতে হইবেক ও যদি নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসা হেবেরা উপরের লিখিত প্রকারসকলেতে উপরের প্রস্তাবিত লোকদিগের কোন লোকের উপর কিছু জরীমানার কিম্বা কয়েদের হুকুম করেন্ তবে তাহাকে পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুজুরে পাঠাইতে হইবেক ও সে লোক পঁহুছিলে পর জজসাহেব নাতক্ হুকুম হইবার সময়ে তাহার হাজির হইবার নিমিত্তে জামিনল ওয়া কিম্বা অন্য যে কোন তদবীর করা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম দিবেন ইতি।

১১৩ ধারা।

জজসাহেবেরা মূলের লিখিত মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার বিচার করিবার কথা।

ঐ জিলা কি শহরের জজসাহেবের উচিত যে নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের ও চৌ কীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের রুবকারী ও তাঁহারদিগের পাঠান লোকেরা পঁহুছিলে পর আপনার দেওয়ানী আদালতের প্রথম বৈঠকেতে ঐ সকল মোকদ্দমার তজবীজ করেন্ ও নিমকের এজেণ্টসাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের রুবকারী দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া ও আসামীর জওয়াব শুনিয়া যদি জজসাহেব ইহা বুঝেন্ যে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব মোকদ্দমার পুরা তজবীজ করিয়া উপ যুক্ত হুকুম দিয়াছেন তবে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম বহাল থাকিবার হুকুম দিতে কি ম্বা তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম যথার্থবোধ না হইলে শুধরিতে অথবা ঐ হুকুম সাক্ষি লো কের দেওয়া সাক্ষ্যের ও মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের অন্যমতে হইয়াছে বুঝিলে তাহা রদ করিতে কিম্বা নূতন করিয়া মোকদ্দমার তহকীক তজবীজ করিতে পারিবেন ও অন্যং সাক্ষির কিম্বা যেং সাক্ষির জোবানবন্দী পূর্ব্বে হইয়াছে তাহারদিগের হাজিরহও

নের

নের এবং ঐ সাহেবদিগের নিকটহইতে কিম্বা আসামীদিগের স্থানহইতে কৈফিয়ৎ তল বের হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

১১৪ ধারা।

যে২ মতেতে জিলা কি শহরের জজসাহেবের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক তাহার কথা।

যদি নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের কোন জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুজুরে পাঠান কোন মোকদ্দমার নালিশের বুনিয়াদ কিম্বা কোন মোকদ্দমাতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় অথবা ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের দুইশত মোনহইতে অধিক না হয় তবে তাহাতে উপরের ধারার লিখনমতে জজসাহেবের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ও তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবেক না ও যদি হুকুমহওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক হয় কিম্বা ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ ২০০ দুইশত মোনহইতে অধিক হয় তবে ঐ মোকদ্দমার সহিত যে লোক এলাকা রাখে তাহার দাখিলকরা দরখাস্তমতে অথবা সরকারের তরফহইতে নিমকের কর্ম্মে মোতালকথাকা কোন সাহেবের দাখিলকরা সরাসরী দরখাস্তক্রমে জিলা কি শহরের জজসাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর প্রবিন্স্যাল্ কোর্ট আদালতে আপীল হইতে পারিবেক ও কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের উচিত যে তাহার আপীল মঞ্জুর করিবামাত্র মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে এমত২ আপীলের দারখাস্ত জিলা কি শহরের জজসাহেবের দেওয়া হুকুমের তারিখহইতে ছয় হপ্তার মধ্যে দাখিল করণব্যতিরেকে মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

যে২ প্রকারেতে জজসাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর প্রবিন্স্যাল্ কোর্ট আদালতে আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা।

১১৫ ধারা।

জিলা কি শহরের জজসাহেব হুকুম দেওনের পরে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

এই আইনের ১১৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে কোন জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুজুরহইতে নিষ্পত্তির কোন হুকুমহওনের সময়ে কাহারু উপর কসুর করা সাবুদ হইয়া থাকিলে তাহার স্থানে জরীমানার টাকা উসুল করা যাইবেক ও এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ার মতে জরীমানার টাকা উসুলকরণের ও আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারীহওনের নিমিত্তে ঐ লোককে কয়েদ করা যাইবেক এবং জজসাহেবের উচিত যে আপন দেওয়া চূড়ান্ত হুকুমের কথাসম্বলিত রুবকারীর নকল যত শীঘ্রহইতে পারে নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠান্ কিন্তু যদি জিলা কি শহরের জজসাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর কোন প্রবিন্স্যাল্ কোর্ট আদালতে আপীল হয় ও আপেলাণ্ট প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের হুকুম আমলে আনিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দাখিল করিতে চাহে তবে জিলা কি শহরের জজসাহেবের উচিত যে আপন হুকুম জারী করা মৌকুফ রাখিয়া প্রবিন্স্যাল্ কোর্ট আদালতের চূড়ান্ত হুকুম না হওনপর্য্যন্ত বিনানুমতির লবণহওনের হুকুম হওয়া লবণ আমানৎ রাখণের নিমিত্তে

নিমকের

নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নামে হুকুম দেন্ ও উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের সাহেবো জিলা কি শহরের জজসাহেবের করা ডিক্রী জারী করা মৌকুফরাখণের হুকুম ঐ সাহেবকে দিতে কিম্বা জব্দহওনের হুকুম হওয়া লবণ আমানৎরাখণের অথবা জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুকুমে উসুলহওয়া জরীমানার টাকা আমানৎরাখণের নিমিত্তে নিমকের কার্য্যের মোত্তালক সাহেবদিগের নামে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

১১৬ ধারা।

যাহারদিগের লবণ অনুমতির লবণহওনের হুকুম হয় তাহারা তৎক্ষণাৎ খালাস হইবার কথা।

জিলা কি শহরের জজসাহেব বিনানুমতির লবণের কারবারকরণের অপবাদগ্রস্ত কোন লোকের খালাসীর কিম্বা ক্রোকহওয়া লবণ বিনানুমতির না হওনের অর্থে হুকুম করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ লোক কি লোকেরা খালাস ও লবণের ক্রোক বরখাস্ত হইবেক ও যদি ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ দুইশত মোন কিম্বা তাহাহইতে অধিক হয় ও সেই লবণের বিষয়ে যে ব্যক্তি এলাকা রাখে সেই ব্যক্তির তরফহইতে ঐ হুকুমের উপর আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় কি দাখিলকরণের প্রসঙ্গ হয় তবে ঐ লবণের ক্রোক ঐ হুকুমের উপর প্রকৃতই আপীল হইবেক ইহা বুঝা যায় যাবৎ ও তাহা হইলে প্রবিন্স্যাল্ কোর্টহইতে হুকুম না হয় যাবৎ তাবৎ বরখাস্ত হইবেক না কিন্তু যদি জিলা কি শহরের জজসাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর এক মাসের মধ্যে কেহ আপীল না করে তবে ঐ লবণ তাহার অতিরিক্ত কাল ক্রোক থাকিবেক না ইতি।

ক্রোক বরখাস্তহওনের মতের কথা।

১১৭ ধারা।

পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের দণ্ড ও জরীমানার টাকা কমাইতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে সকল প্রকারেতে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কোন লবণ সরকারে জব্দ হইয়া থাকে এবং যে সকল প্রকারেতে কোন ব্যক্তি এই আইনের ৩১ ও ৩৩ ও ৩৪ ও ৩৬ ও ৩৮ ও ৪০ ও ৪১ ও ৪২ ও ৪৩ ও ৪৫ ও ৪৬ ও ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ও ৫০ ও ৫১ ও ৫৩ ও ৫৪ ও ৫৫ ও ৬৬ ও ৬৭ ও ৬৮ ও ৬৯ ও ৭০ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৮৬ ধারার নিরূপিত কোন দণ্ডের যোগ্য হইয়া থাকে তাহাতে চূড়ান্ত হুকুম আদালতের কোন সাহেবের হজুরহইতে অথবা নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হজুরহইতেই বা হইয়া থাকে সে সকল প্রকারেতে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার এলাকাদার ব্যক্তির তরফহইতে দরখাস্ত দাখিল হইলে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব প্রথমতঃ মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া থাকেন তাঁহার স্থানে মোকদ্দমার বেওরা কৈফিয়ৎ তাঁহারদিগের লবণ ক্রোক করার বিষয়ের চলিত দস্তুরমতে তলব করিয়া জরীমানার কি দণ্ডের টাকার মধ্যে যে কিছু কমান উচিত বুঝেন্ তাহা কমাইতে পারিবেন ইতি।

যে সকল প্রকারেতে

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব

কোন

কোন মোকদ্দমাতে যে কোন ব্যক্তি এই আইনমতে যে জরীমানার যোগ্য হইতে পারে সেই জরীমানা সমুদয় তাহার স্থানে উসুলকরা অনুপযুক্ত ঠাহরান্ ও সেই ব্যক্তি নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব যে হুকুম করিবেন তাহা আমলে আনিবার মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দেয় এবং আদালতেতে উপস্থিত না হইয়া ঐ সাহেবের হজুরহইতে চূড়ান্ত হুকুম হওনের প্রার্থনা রাখে তবে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরহইতে অনুমতি লইয়া লবণের পরিমাণের ও জরীমানার টাকার সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

নিমকের এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই আইনের লিখিত হুকুমমতে সরকারের তাবে কার্য্যকারকদিগকে ও যে সকল লোকেরা অসঙ্গতরূপে কাহারু লবণের কারবারকরণের সম্বাদ দিয়া থাকে তাহারদিগকে যে সকল ইনাম দেওয়া যাইবেক তাহা সমস্ত প্রকারেতে প্রকৃতার্থে সরকারে জব্দহওয়া লবণের কি অন্য বস্তুর মূল্যের ও উসুলহওয়া জরীমানার টাকার দৃষ্টে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সরকারে জব্দহওয়া লবণ ও অন্য বস্তুর মূল্যের দৃষ্টে ইনাম দেওয়া যাইবার কথা।

১১৮ ধারা।

জানান যাইতেছে যে কোন জিলা কি শহরের জজসাহেব জরীমানার যত টাকা উসুল করেন্ তাহা সমস্ত উসুল হইবামাত্র নিমকের যে এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব প্রথমতঃ মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক ও অসঙ্গতরূপে লবণের কারবার হওনের সম্বাদ যাহারা দেয় তাহারা কি সরকারের তাবে কার্য্যকারকেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে সকল ইনাম পাইতে পারিবেক তাহা বিভাগ করিয়া দেওনের বিষয়ে নিমকের এজেণ্টসাহেব ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরহইতে হওয়া সামান্য কি বিশেষ হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

জজসাহেব উসুলকরা জরীমানার টাকা নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১১৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের অথবা আদালতের সাহেবের হজুরহইতে হুকুমহওয়া জরীমানা কিম্বা দণ্ডের টাকা কম হইবার কিম্বা সমুদয় মাফ হইবার নিমিত্তে যে সকল দরখাস্ত পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে দাখিল হইবেক তাহা নীচের লিখিতব্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

জরীমানার টাকা কম কি সমুদয় মাফ হইবার বিষয়ের দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল প্রকারেতে বিনানুমতির লবণহওনের হুকুমহওয়া লবণের পরিমাণ ২০ বিশমোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া

ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের কথা।

জরীমানার

জরীমানার টাকা ৫০ পঞ্চাশ টাকাহইতে অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে যে দরখাস্ত দাখিল হইবেক তাহা ২ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে সকল প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ২০ বিশ মোনের অধিক হয় ও ১০০ একশত মোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক হয় ও ২৫০ আড়াই শত টাকার অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে ৪ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে সকল প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ১০০ একশত মোনহইতে অধিক হয় ও দুই শত মোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা ২৫০ আড়াই শত টাকার অধিক হয় ও ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে ৬ ছয় টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যে প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ২০০ দুই শত মোনহইতে অধিক হয় কিম্বা হুকুমহওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক হয় তাহাতে ৮ আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে ঐ দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।

১২০ ধারা।

নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগকে লোকদিগেরে খালাস করণের বিষয়ে অর্পণহওয়া ক্ষমতার কথা।

নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের হুজুরে কোন লোকের নামে নালিশ হইয়া তাহা যদি সাবুদ না হয় তবে তৎক্ষণাৎ সেই লোককে ও ক্রোকহওয়া লবণ কি অন্য বস্তু ছাড়িয়া দেন্ ও যে লোকের নামে নালিশ হইয়া থাকে সেই লোক যদি নিমকের কার্য্যের মোতালক সরকারী কার্য্যকারকদিগের মধ্যে হয় তবে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা নিমকের এজেণ্টসাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ঐ লোকের খালাসীর বিষয়ে দেওয়া হুকুমের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে ঐ সাহেবদিগের নামে জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুজুরে মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন ও সেই জজসাহেবের উচিত যে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এই আইনের ১১২ ধারাতে এমতং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে প্রকার নিরূপণ হইয়াছে সেই প্রকারে করেন ইতি।

১২১ ধারা।

এই আইনানুসারে যে সকল লোকের কয়েদের

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে সকল লোকের উপর কয়েদের হুকুম হয় এবং যে সকল লোক তাহারদিগের উপর হুকুমহওয়া

জরীমানার

জরীমানার টাকা দাখিল না করে সে সকল লোকেরা কেবল দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

হুকুম হয় তাহারা দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবার কথা।

১২২ ধারা।

যদি নিমকের এজেণ্টসাহেবের কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হুজুরে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কোন লোকের নামে গোয়েন্দার কি অন্য কোন জনের তরফহইতে হওয়া নালিশ তজবীজের সময়ে কেবল ক্লেশ দিবার নিমিত্তে কি অমূলক কি অতিঅসঙ্গত ও অনর্থক জানা যায় তবে নিমকের এজেণ্টসাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ গোয়েন্দা কি অন্য ব্যক্তির উপর সাক্ষিরদের খোরাকী দিবার হুকুম ও যাহার নামে এমত অসঙ্গত নালিশ হইয়া থাকে তাহাকে ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় এমত যে দণ্ড মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দিবার হুকুম কিম্বা ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার হুকুম দিতে পারিবেন ও এই ধারানুসারে এমত যে সকল হুকুম হয় তাহা এই আইনের লিখনমতে জরীমানা দাখিলকরণের নিমিত্তে হওয়া হুকুম যে মতে জারী হয় সেই মতে জারী হইবেক ইতি।

কাহারু উপর অসঙ্গত নালিশ হইলে ঐ নালিশ করণিয়ার যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

১২৩ ধারা।

পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারক সাহেবেরা এই আইনানুসারে তাঁহারদিগের বিচারযোগ্য মোকদ্দমাসকলের তজবীজ যে প্রকারে করিতেছেন এবং কোন ব্যক্তি যে কোন ক্লেশ কি দুঃখের নিবারণ হইতে পারিত তাহা পাইতেছে কি না ইহা জানিবার কারণ ঐ সাহেবদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহকরণের বিষয়ের যেং কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট আপনারদিগের খাতিরজমার নিমিত্তে আবশ্যক হয় তাহা ঐ সাহেবদিগের স্থানে তলব করেন্ এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যখন উচিত জানেন্ তখন নিমকের কোন এজেণ্টসাহেব ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের রুবকারী ও রোয়দাদ তলব করিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন ইতি।

পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে রিপোর্ট ও কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইবার কথা।

১২৪ ধারা।

জানান যাইতেছে যে এই আইনানুসারে নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগকে ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগকে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ হইল যে সাহেবেরা আকটিঙ্গরূপে ঐ সাহেবদিগের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগেরো সেই ক্ষমতা হইবেক ও নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের যে আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরদের যে আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা কোম্পানি বাহাদুরের

নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবলোককে যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তাঁহারদিগের আকটিঙ্গসাহেবদিগের ও কোম্পানির চিহ্নিত চাকর

আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগেরো সেই ক্ষমতা হইবার কথা।

বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর হন ও সরকারের কর্ম্মেতে দুই বৎসরহইতে নিবিষ্ট রহিয়া থাকেন সেই আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগ্কে তাঁহারদিগের নিমকের এজেণ্টসাহেবেরা ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করেন্ সেই সকল মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ক্ষমতা হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নিমকের এজেণ্টসাহেবেরদের ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের নিকটহইতে তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগ্কে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমাতে ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের করা শেষ রুবকারী নিমকের এজেণ্টসাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের মঞ্জুরীর নিমিত্তে ঐ সাহেবদিগের হজুরে দরপেশ করা যাইবেক ও নিমকের ঐ এজেণ্টসাহেবেরা ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা আপনারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের করা হুকুম বিবেচনামতে উচিত বুঝিলে বহাল রাখিতে কি শুধরিতে কিম্বা রদ করিতে পারিবেন ও যাবৎ নিমকের এজেণ্টসাহেবেরা ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা ঐ সকল রুবকারী আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎ করিয়া সাব্যস্ত না করেন্ তাবৎ তাহার লিখিত হুকুম জারী হইবেক না ইতি।

আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের করা রুবকারী নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের হজুরে দরপেশ করা যাইবার কথা।

১২৫ ধারা।

কোন২ প্রকারেতে নিমকের এজেণ্টসাহেবেরা মোকদ্দমাসকল তজবীজ করিবার নিমিত্তে নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগেরে সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে নিমকের কোন এজেণ্টসাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব ঐ সাহেবের কর্ম্মেতে আকটিঙ্গরূপে নিযুক্ত হন সেই সাহেব যে সময়ে বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানী হওনের অথবা রাখণের বাবৎ কোন আরজী কি নালিশের তজবীজ নিমক তৈয়ারীর মোতালক কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত সরকারী কর্ম্মের হানিহওনবিনা নিজে না করিতে পারেন্ কি কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সোপর্দ্দকরা উপযুক্ত বোধ না হয় সে সময়ে ঐ এজেণ্ট কি তাঁহার আকটিঙ্গসাহেব পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি লইয়া ঐ আরজী কি নালিশ তাহার তজবীজ তহকীক করিবার নিমিত্তে নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ও নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবেরা আপনারদিগের নিকট প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও নালিশের তজবীজ যে সকল হুকুমমতে করেন্ সেই সকল হুকুমমতে ঐ২ নালিশের তজবীজ করিবেন ইতি।

১২৬ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমা আদালতে দরপেশ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

যদি লবণ প্রস্তুত ও স্থানান্তর ও খরীদ ও বিক্রয়হওন ও রাখণের বাবতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কি সরকারের কার্য্যকারক ও অন্য কোন লোকের মধ্যেতে এমত কোন বিরোধ উপস্থিত হয় যে তাহার নিমিত্তে এই আইনেতে বিশেষ করিয়া কোন হুকুম লেখা নাহি তবে ঐ উভয় বিরোধিদিগের

প্রত্যেক

প্রত্যেকে জিলা কি শহরের আদালতে ঐ বিরোধের নালিশ করিতে পারিবেন ও ঐ আদালতের সাহেব অন্যং মোকদ্দমাসকলের তজবীজকরণেতে আইন ও দস্তুরমতে যেং হুকুমমতাচরণ করেন এমতং বিরোধের মোকদ্দমার তজবীজকরণেতেও সেইং হুকুম আপন কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকিবেন ইতি।

এই আইনের শেষ।

১ প্রথম নম্বর।

এই আইনের ১০২ ধারাতে যে ইশ্‌তিহারনামার প্রসঙ্গ লেখা আছে তাহার শরওয়া।

যেহেতুক অমুকের নামে আপন জমীদারীর সরহদ্দের মধ্যে জানিয়া শুনিয়া বিনানুমতিতে লবণ পোখ্তানী করিতে দেওনের বাবতে নালিশ হইয়া অমুক তারিখে ঐ নালিশের কথা ও তাহার জওয়াব দিবার কারণ ঐ অমুক নিজে কি তাহার উকীল অমুক মিয়াদের মধ্যে এই কাছারীতে হাজির হইবার হুকুমসম্বলিত তলবী সমন হইয়া ঐ অমুক আপন বাসস্থানহইতে গরহাজির হওয়াতে তাহার প্রতি ঐ সমন জারী হইতে পারে নাহি অতএব ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে ও যদি সমন জারী হইয়া থাকে তবে এই মজমুনে লেখা যাইবেক যে যেহেতুক অমুক সমনের লিখিত হুকুমমতে হাজির হইল না অতএব ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে যদি অমুক অমুক তারিখে এই কাছারীতে নিজে কিম্বা তাহার যে মোখ্তারের নামে মোখ্তারনামা দাখিল থাকে সেই মোখ্তার হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার একতরফী তজবীজ করা যাইবেক ও অমুক হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত সেই মত তাহার হাজির না হওয়াতেও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

লোকেরা প্রত্যেক রওয়ানা কি নুতন রওয়ানা কিম্বা তবদীলী রওয়ানা অথবা আম্বরাফী রওয়ানা লইবার নিমিত্তে যে রসুম দিবেক তাহার ফিরিস্তি।

তফসীল।

এক মোনহইতে পাঁচশত মোন লবণপর্য্যন্তের বাবৎ	...	...	১
পাঁচশত মোনের উপর এক হাজার মোনপর্য্যন্তের	...	...	১॥০
এক হাজার মোনের উপর দেড় হাজার মোনপর্য্যন্তের	...	...	২॥০
দেড় হাজার মোনের উপর দুই হাজার মোনপর্য্যন্তের	...	...	৩
দুই হাজার মোনের উপর আড়াই হাজার মোনপর্য্যন্তের	...	...	৪
আড়াই হাজার মোনের উপর তিন হাজার মোনপর্য্যন্তের	...	...	৪॥০
তিন হাজার মোনের উপর সাড়ে তিন হাজার মোনপর্য্যন্তের		...	৫॥০

সাড়ে

সাড়ে তিন হাজার মোনের উপর চারিহাজার মোনপর্য্যন্তের	... ...	৬
চারিহাজার মোনের উপর সাড়ে চারিহাজার মোনপর্য্যন্তের	... ...	৭
সাড়ে চারিহাজার মোনের উপর পাঁচ হাজার মোনপর্য্যন্তের	... ...	৭॥০
পাঁচ হাজার মোনের উপর সাড়ে পাঁচ হাজার মোনপর্য্যন্তের	... ...	৮॥০
সাড়ে পাঁচহাজার মোনের উপর ছয় হাজার মোনপর্য্যন্তের	... ...	৯
ছয়হাজার মোনের উপর সাড়ে ছয় হাজার মোনপর্য্যন্তের	... ...	১০
সাড়ে ছয়হাজার মোনের উপর সাতহাজার মোনপর্য্যন্তের	... ...	১০॥০
লবণ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্তে যে সকল আৎরাফী		
রওয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহার প্রতি রওয়ানাতে		।০

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের যেং তারিখে যেং
বিষয়ের যেং আইন জারী হয় তাহার
মধ্যে যেং আইনের বাঙ্গলা
তরজমা হইল তাহার
ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১১ জানুআরি।

যদি জমীদারের বাকী তাহার তালুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায় তবে সেই নীলাম ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ২৫ ফেব্রুআরি।

মোকাম চন্দননগর ও মোকাম চুচুঁড়ার সীমাসরহদ্দের মধ্যে এদেশি লোকদিগের করা কোন অপরাধের মোকদ্দমার তজবীজ করিবার ক্ষমতা জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে ও এলাকা কলিকাতার দায়েরসায়েরা আদালতের সাহেবদিগকে ও সদর নিজামতের সাহেবদিগকে দিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ২৪ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের লিখিত কোনং কথা রদ করিবার ও কেহ কোন বেগার কি মজুরকে তাহার অসম্মতিতে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে নিষেধের।

৪ চতুর্থ আইন। ২১ জুলাই।

উত্তরকালে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কোর্ট মার্স্যাল অর্থাৎ লশকরী আদালতের হুকুম জারীকরণের ক্ষমতা হইবার ও কোনং মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোকের দেওয়া হুকুমের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব আপনং ক্ষমতার কার্য্য বিলক্ষণরূপে করিবার ও ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ শুধরিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ২৫ আগস্ত।

তামাকুর উপর পরমিটের মাসুল মোকরর্ করিবার।

৭ সপ্তম আইন। ৮ দিসেম্বর।

ধরণাদেওন অপরাধের মোকদ্দমাতে এক্ষণে যে শাস্তি ও তাহার তজবীজের প্রকার নিরূপণ আছে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সাল ১ প্রথম আইন।

যদি জমীদারের বাকী তাহার তালুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায় তবে সেই নীলাম ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের তারিখ ১১ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ২৮ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৭ সালের ১১ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৭ সালের ২৯ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৬ সালের ১১ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৫ সালের ২৪ রবীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনেতে কোন স্থানে ইহা স্পষ্ট লেখা যায় নাহি যে সরকারে মালগুজারীকরণিয়া জমীদার যদি ঐ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের প্রস্তাবিত প্রকারের কোন তালুকেতে আপন বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে তাহা ঐ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণভিন্ন অন্য কোন আইনমতে নীলাম করাইতে চাহে তবে ঐ নীলাম ঐ ২ ও ৩ প্রকরণে বৎসরে দুইবার যে২ নীলাম করাইবার অনুমতি আছে সেই নীলামের দস্তুর মত ভরাপূরা মজলিসেতে হইবেক কি না ও ন্যায় ও বিচারের এবং ঐ আইনের মত এই যে জমীদারের বাকীর নিমিত্তে এপ্রকার তালুকের নীলাম প্রচার ও প্রকাশরূপে হয় যে তালুকের মালিকের তাহার পণ কমীহওনইত্যাদি হানিহওনের ধোকা মিটে ও তাহা ঐ সকল নীলাম ঐ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত নীলামের মতে সরকারের কার্য্যকারকের দ্বারা না হইলে হইতে পারে না অতএব নীচের লিখিতব্য দাঁড়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ ৮ আইনের অতিরিক্ত নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে জিলা মেদিনীপুরসহিত সুবে বাঙ্গালার জিলা সকলে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের বাবৎ দাঁড়াসকল জমীদারের বাকীর নিমিত্তে অ

১ প্রথম প্রকরণ—যদি সরকারে মালগুজারীকরণিয়া কোন জমীদার ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের প্রস্তাবিত প্রকারের কোন তালুক তালুকদারের শিরে বাকী পড়াতে নীলাম করাইতে ও ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনভিন্ন অন্য কোন আইনের নিয়মানুসারে সরাসরী তজবীজেতে নীলাম করাইবার অনুমতি লইতে

চাহে

ন্য নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

চাহে তবে সে নীলাম জমীদার দরখাস্ত করিলে পর জিলা কি শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের অথবা তাঁহার আকটিঙ্গ সাহেবের ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ সাহেবের কিম্বা তাঁহার আকটিঙ্গ সাহেবের মারফতে হইবেক ও তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের সমস্ত হুকুম ও নিয়মমতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

দশ দিন মিয়াদে ইশ্‌তিহার দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নীলামের পূর্ব্বে ১০ দশ দিন মিয়াদে ইশ্‌তিহারনামা আদালতের কাছারীতে এবং কালেক্‌টরী কাছারীতে লটকান যাইবেক ইতি।

এই আইনানুসারে হওয়া নীলামের সহিত যেং ধারা সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ও ১১ ও ১৩ ও ১৫ ও ১৭ ধারার লিখিত হুকুম ঐ নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Trantlation.

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

মোকাম চন্দননগর ও মোকাম চুচুঁড়ার সীমাসরহদ্দের মধ্যে এদেশি লোকদিগের করা কোন২ অপরাধের মোকদ্দমার তজবীজ করিবার ক্ষমতা জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে ও এলাকা কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে ও সদর নিজামতের সাহেবদিগকে দিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের তারিখ ২৫ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ১৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৭ সালের ২৬ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৭ সালের ১৫ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৬ সালের ১২ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৫ সালের ১০ জমাদীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১ ও ১৬ আইনের ও ১৮০৮ সালের ২ আইনের ও ১৮০৯ সালের ৯ আইনের লিখিত যে২ কথা মোকাম চন্দননগর ও চুচুঁড়ার মোতালক দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আদালত ও ইনসাফের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ঐ২ মোকাম পুনরায় ফরান্সিসের দেশের ও ওলন্দেজের দেশের বাদশাহদিগের তরফহইতে নিযুক্ত হওয়া কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে দেওয়া যাওনের তারিখহইতে জারীহওয়া মৌকুফ হইয়াছে কিন্তু মোকাম চন্দননগর ও মোকাম চুচুঁড়ার সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে এদেশি লোকদিগের করা ভারি২ অপরাধের মোকদ্দমার তজবীজ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের তরফহইতে মোকররহওয়া ফৌজদারী যে সকল আদালতে এক্ষণে এমত২ মোকদ্দমার তজবীজ করিবার ক্ষমতা নাহি সেই সকল আদালতে হইবার অর্থাৎ হুকুম জারীকরা আবশ্যক হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

চন্দননগর ও চুচুঁড়ার মধ্যে ভারি২ অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্তদিগকে

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এদেশি যে সকল লোকেরা মোকাম চন্দননগর ও মোকাম চুচুঁড়ার সীমাসরহদ্দের মধ্যে খুন কি ডাকাইতী কিম্বা ভারি অন্য

কোন

কয়েদ করিতে জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতা হওনের কথা।

কোন অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত হইয়া ঐ২ মোকামের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের হজুরহইতে ঐ সাহেবের নিকটে চালান হয় তাহারদিগকে কয়েদ করিতে পারিবেন ইতি।

জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেটসাহেব ঐ সকল মোকদ্দমার যথার্থ তহকীক ও তদন্ত করিয়া হয় অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবেন অথবা উপযুক্ত কোন হেতু পাইলে তাহাকে তাহার মোকদ্দমার তজবীজ এলাকা কলিকাতার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে হইবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেটসাহেবের চূড়ান্ত হুকুম দিতে ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেটসাহেব ঐ অপরাধির পক্ষে কোন প্রকারে আপনাহইতে কিছু হুকুম যদ্যপি অন্য২ প্রকারেতে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে তাহার বিষয়ে চূড়ান্ত হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখিয়া থাকেন তথাপি দিতে পারিবেন না বরং তাঁহার আবশ্যক যে মোকদ্দমার সমুদয় ভাবদৃষ্টে হয় অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে খালাস দেন্ অথবা তাহাকে মোকদ্দমার তজবীজের নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সোপর্দ্দ করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের ও সদর নিজামতের সাহেবদিগের তজবীজ করিবার ও নিষ্পত্তির হুকুম দিবার ক্ষমতার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ও সদর নিজামতের সাহেবেরা উপরের লিখিত মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া অপরাধিদিগের পক্ষে এপর্য্যন্ত যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক তাহার মতে যে সকল হুকুম হইতে পারে তাহা দিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে মিয়াদের সহিত এই আইনের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল লোকেরা মোকাম চন্দননগর ও মোকাম চুঁচুড়া ফরান্‌সিসের ও ওলন্দাজের বাদশাহদিগের নিযুক্তকরা কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে পুনরায় সমর্পণকরণের তারিখহইতে এই আইনের তারিখপর্য্যন্ত যে কাল গত হইল এই কালের মধ্যে ঐ২ মোকামের সীমাসরহদ্দেতে এই আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের লিখিতমত অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত হইয়া থাকে সে সকল লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের লিখিত কোনং কথা রদ করিবার ও কেহ কোন বেগার কি মজুরকে তাহার অসম্মতিতে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে নিষেধের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের তারিখ ২৪ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ১৩ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৭ সালের ২৫ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৭ সালের ১৪ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৭ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৫ সালের ৯ শহ রজমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের অনুসারে ভূমির মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবলোক ও তাঁহারদিগের এদেশি আমলালোককে এবং মাজিস্ট্রেট্ সাহেবলোক ও তাঁহারদিগের তাবে পোলীসের কার্য্যকারকদিগকে সরকারের শাসিত দেশের মধ্যেতে সরকারী ফৌজের গমনাগমনহওনের কালে কিছু বিলম্ব ও বিতথা না হইবার ও পথিকেরদিগের কোন ক্লেশ না হওনের নিমিত্তে মজুর ও বেগারলোককে আনিয়া প্রস্তুত করিবার সহায়তাকরণার্থে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহাতে মন্দ ও ক্ষতিজনক রীতি এতাবতা শহর ও গ্রামের কোনং লোককে তাহারা বেগার ও মজুরহওনহেতুক দ্রব্যজাত ও জিনিসপত্র কি অন্য মোট মোটারি একস্থানহইতে অন্য স্থানে কিম্বা এক গ্রামহইতে অন্য গ্রামে লইয়া যাইবার নিমিত্তে ধর্পাকড়করণের রীতি উপস্থিত হইয়াছে ও যেহেতুক কৌন্সেলের বৈঠকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিহিত বিবেচনাতে উচিত বোধ হইল যে উপরের প্রস্তাবিত রীতের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওনার্থে যেং উপায় উপযুক্ত ও বিহিত হয় তাহ করা যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের লিখিত কোনং কথা রদহওনের কথা।

যে সময়ে সরকারী ফৌজ চলে কিম্বা কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর কলমপেশার কি ফৌজের সাহেবদিগের কি অন্য পথিকদিগের সরকারের কর্ম্মের কি স্বকার্য্যের নিমিত্তে কোন স্থানে যাইতে হয় তখন তাহাতে বিলম্ব ও বিতথা না হইবার নিমিত্তে

মজুর

মজুর ও বেগারলোক আনিয়া প্রস্তুতকরণেতে আপন২ ভারানুসারে সহায়তা করিতে ভূমির মালগুজারীতহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবলোকের ও তাঁহারদিগের এদেশী আমলাদিগের ও জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে পোলীসের কার্য্যকারক লোকের ক্ষমতা থাকনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনেতে যে২ হুকুম লেখা যায় সেই২ হুকুম রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

লোকদিগকে তাহারদিগের অসম্মতিতে বারবরদারী করাণের নিবারণ হওনের কথা।

ঐ নিবারণহওনার্থে মাজিস্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের যে তদবীর করিতে হইবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে লোকদিগকে তাহারা মজুর ও বেগারইত্যাদি অন্য নামের লোক হওনহেতুক সরকারী কর্ম্মের আবশ্যকতার জন্যে কি বিশেষ২ ব্যক্তিদিগের আসান ও আরামের নিমিত্তে বারবরদারী করিতে তাহারদিগের অসম্মতিতে গ্রেফ্তার করিতে পুনঃ২ নিষেধ করা গেল ও মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের এবং জাইণ্টমাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের সর্ব্ব প্রকারেতে উচিত যে এমত২ মোকদ্দমার সমস্ত ভাবগতিকের দৃষ্টে ও চলিত আইনের অনুসারে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতামতে উপরের প্রস্তাবিত রীতের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওনার্থে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে যে২ তদবীর ও উপায় এবিষয়েতে যে সকল নালিশ তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার যথোপযুক্ত তজবীজকরণ ও যাহারদিগের উপর ঐ কসুর সাবুদ হয় তাহারদিগের প্রতি দণ্ডের হুকুম দেওনদ্বারা করা উপযুক্ত হয় তাহা করেন ইতি।

Vol. VI. 560.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

উত্তরকালে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কোর্ট মার্স্যাল অর্থাৎ লশ্করী আদালতের হুকুম জারীকরণের ক্ষমতা হইবার ও কোনং মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোকের দেওয়া হুকুমের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব আপনং ক্ষমতার কার্য্য বিলক্ষণ রূপে করিবার ও ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের তারিখ ২১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৭ সালের ৭ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৭ সালের ২৫ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৭ সালের ৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৭ সালের ১১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৩৫ সালের ১০ শহর শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল যে এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কোন অপরাধির প্রতি তাহার উপর জেনরল কোর্ট মার্স্যাল অর্থাৎ লশ্করী আদালতহইতে লশ্করী আদালতভিন্ন ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া হুকুমের মতে কয়েদথাকা অপরাধিদিগের সঙ্গে শক্ত মেহনৎকরণের সহিত কয়েদ থাকনের শাস্তির নিমিত্তে হওয়া কোন হুকুম জারী করিতে ক্ষমতা আছে কি না ও ইহা উচিত ও বিহিত বোধ হইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের মতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের করা হুকুমের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব বিলক্ষণ রূপে আপনং ক্ষমতার কার্য্য করেন ও ঐ আইনের ৩ ধারা এই রূপে শুধরা উচিত বোধ হইল যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য হয় যে চুরীর কোনং মোকদ্দমাতে ঐ অপরাধকরণিয়াদিগকে কেবল চুরীকরা নগদ টাকার কি জিনিসের মূল্যের পরিমাণের দৃষ্টে দায়েরসায়েরী আদালতেতে তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করেন অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী হওনের তারিখহইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

কোর্টমার্স্যাল আদালতের হুকুম জারী করিতে মা

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি জেনরল কোর্ট মার্স্যালে অর্থাৎ লশ্করী আদালতহইতে কোন অপরাধির উপর তাহার লশ্করী আদালতভিন্ন ফৌজদারী আদালতের

হুকুমমতে

জিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণহওনের কথা।

হুকুমমতে কয়েদথাকা অপরাধিদিগের সঙ্গে শক্ত মেহনৎকরণের সহিত কয়েদ থাকিবার হুকুম হয় ও ঐ অপরাধী তাহার পক্ষে হওয়া হুকুমের কথাসম্বলিত সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি সাহেবের দেওয়া ক্ষমতাক্রমে জজ আডবোকেট জেনরল সাহেবের কিম্বা তাঁহার নায়েবের দস্তখতী এক সর্টিফিকটমুদ্ধা জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তবে এমতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে কোর্ট মার্স্যল আদালত হইতে হওয়া হুকুম তাহার মজমুনেতে দৃষ্টি রাখিয়া জারী করেন্ ও ঐ সর্টিফিকটকে ওয়ারিন্ অর্থাৎ আপন দস্তাবেজ জ্ঞান করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের লিখনানুসারে যেং হুকুম দিয়া থাকেন সেইং হুকুমসম্বলিত ফিরিস্তি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৬ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের তাঁহারা ঐ আইনের লিখিত হুকুমমতে যেং হুকুম দিয়া থাকেন সেইং হুকুমসম্বলিত আলাহিদা যে সকল ফিরিস্তি দওরার সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের দৃষ্টিকরণার্থে তাঁহারদিগের হুজুরে দরপেশ করিতে হয় তাহার অতিরিক্ত উত্তর কালে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাঁহারদিগের নিকটে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে নক্শা পাঠান্ সেই নক্শায় ঐ সকল হুকুমসম্বলিত মাহওয়ারী ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া মাসং সদর মোকামেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠান্ ইতি।

উপরের উক্ত মোকদ্দমার মিসিল তলবকরণের ও তাহাতে হুকুমদেওনের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া সমপূর্ণ ক্ষমতাক্রমে উপরের উক্ত মোকদ্দমার মিসিল কেহ দরখাস্ত দাখিলকরণবিনা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের স্থানে তলব করিয়া তাহার বিষয়ে সরকারী আইনের মতে যেমতাচরণ করা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা করিতে পারিবেন কিন্তু জানান যাইতেছে যে যদি ঐ সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুম রদ অথবা ফেরফার করেন্ তবে আবশ্যক যে এমত রদ কি ফেরফারকরণের হুকুম দায়েরসায়েরী আদালতের দুই অথবা ততোধিক জন সাহেবের বৈঠকহইতে হয় ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ শুধরণের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ শুধরণের নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত হুকুম করা যাইতেছে যে চুরীর মোকদ্দমাতে যদি চুরীকরা নগদ টাকার কি জিনিসের মূল্যের সংখ্যা তিনশত টাকার অধিক হয় তবে এমতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা

এমতং

এমতং চুরীর অপবাদির পক্ষে চূড়ান্ত হুকুম না দিয়া ঐ চুরীর অপবাদী কি অপবাদি দিগকে তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজের নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

VOL. VI. 563. সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH.

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

তামাকুর উপর পরমিটের মাসুল মোকরর করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের তারিখ ২৫ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৭ সালের ১১ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৭ সালের ২ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৭ সালের ১২ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৭ সালের ২ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৫ সালের ১৫ শহর জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশেতে তামাকুর উপর পরমিটের মাসুল মোকররকরা উচিত বোধ হইল একারণ বিলায়তের মোখ্তার কার সাহেবলোকের এবং হিন্দুস্থান দেশের কর্ম্মকার্য্যের বন্দোবস্তের ভারাক্রান্ত বিলায়তের বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে উপরের লিখিত দেশেতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের লিখিত কিছু হুকুম রদহওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ নবম আইনের ১২ ধারার ১ প্রথম প্রকরণে কটক দেশে তামাকু আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকার হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবার অর্থে যে হুকুম লেখা যায় তাহা এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ আইনের লিখিত কোনং কথা রদহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ আইনের ৯ ধারার লিখিত কথাও রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

খরসান কি গুড়াকু তামাকু এই প্রকরণের উক্ত দেশসকলের কোন স্থানে আমদানী কি তথাহইতে রফ্তানী হইতে হইলে তাহার ফিমোন।০ চারি আনা করিয়া পরমিটের মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে খরসান কি গুড়াকু তামাকু কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মোতালক কোন বন্দর কি স্থানেতে আমদানী হইতে হইলে কি তাহা ঐ বন্দর কিম্বা স্থানহইতে রফ্তানী হইতে হইলে তাহার উপর তাহার ৮০ আর্শা সিক্কার ওজনী সেরের ৪০ চল্লিশ সের ওজনের মোন করা।০ চারিআনা হিসাবে পরমিটের মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয়

একস্থানহইতে অন্য স্থানে তামাকু লইয়া যাওনের সময়ে উপরের লিখিত হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

নিয়মের কথা।

তামাকুর মালিককে মাসুল ফিরিয়া দিবার নিয়মান্তরের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যেতে একস্থানহইতে অন্য স্থানে তামাকু লইয়া যাইতে হইলে তাহার উপর পরমিটের মাসুল উপরের লিখিত হিসাবে লওয়া যাইবেক কিন্তু যে তামাকুর উপর তাহা আমদানী হইবার কিম্বা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময়ে নিরূপিত হিসাবে একবার মাসুল লওয়া গিয়া থাকে সে তামাকুর উপর তাহা কলিকাতার হুকুমের মোতালক শাসিত দেশের মধ্যেতে লইয়া যাইতে হইলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের লিখিত দাঁড়ার মতে যে মাসুল দেওয়া ওয়াজিবী হয় তাহা সেওয়ায় আর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না এবং যদি তামাকু সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ড দেশে ইঙ্গরেজী জাহাজেতে বোঝাই হইয়া যায় তবে এই আইনের মতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের লিখনানুসারে মোটে যত টাকা মাসুল তাহার উপর লওয়া গিয়া থাকে তত টাকা মাসুল ঐ তামাকুর মালিককে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ পারা।

তামাকুর উপর এই আইনানুসারে নিরূপণহওয়া মাসুল সরকারী মাসুলতহসীলের বাবৎ চলিত দাঁড়ায় দৃষ্টি রাখিয়া লওয়া যাইবার ও ঐ দাঁড়ার অন্যমত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

একস্থানহইতে অন্য স্থানে জিনিস আমদানী কি রফ্তানীহওনের কিম্বা লইয়া যাওনের বাবৎ সরকারী মাসুল নামে মাসুল দেওয়া লওয়ার বিষয়ে সামান্যতঃ যে সকল দাঁড়া ও কথা সম্পর্ক রাখে সেই দাঁড়া ও কথাতে দৃষ্টি রাখিয়া এই আইনের লিখনমতে তামাকুর মাসুল দিতে হইবেক ও লওয়া যাইবেক ও যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা তামাকু আমদানী কি রফ্তানীকরণে অথবা লইয়া যাওনেতে কি তাহাতে প্রবর্ত্তহওনেতে ঐ সকল দাঁড়ার অন্যমতাচরণ করে তবে সেই ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা উপরের লিখিত যে কসুর করে সে নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের নিরূপিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ধরণাদেওন অপরাধের মোকদ্দমাতে এক্ষণে যে শাস্তি ও তাহার তজবীজের প্রকার নিরূপণ আছে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের তারিখ ৮ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৭ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৮ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৮ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৭ সালের ৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৬ সালের ১ শহর রবীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ধরণাদেওয়া এমত তক্তি যে তাহা করা সঙ্গত নহে ও তাহা লোকেরা জোর করিয়া টাকা লইবার নিমিত্তে কি হাকিমের অনুমতি বিনা পাওনা টাকা উসুল করিবার কারণ কিম্বা ভূমি আপনি রাখিবার অথবা ঐমত বিনানুমতিতে তাহা ভোগদখল করিবার মনস্থে ও সামান্যতঃ প্রকৃত কিম্বা আপন মনে ঠাহরা অথবা চাতুরী কি মিথ্যাক্রমে অন্য কোন বিষয় লইবার নিমিত্তে করে বোধ হইতেছে ও যেহেতুক এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে দায়েরসায়েরী আদালতে ধরণাদেওয়ার মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে ঐ আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে অন্য২ মোকদ্দমাতে যে মত মুফ্তীর স্থানে ফতওয়ালওনের রীতি আছে তাহা লওনের বদলে ঐ সকল কোর্টের পণ্ডিতের স্থানে এবিষয়ে ব্যবস্থা লেখাইয়া লন্ যে যে প্রকারেতে লোকেরা সুতরাং ধরণাদেওয়া বুঝে তাহা মোকদ্দমার সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ হইল কি না কিন্তু যে হেতুক ঐ আদালতের পণ্ডিতলোক সদর মোকামেতে থাকেন ও সে নিমিত্তে ঐ সকল মোকদ্দমার তজবীজহওনেতে অনেক বিলম্ব ও অন্য ব্যাঘাত হয় ও তদতিরিক্ত ইহা নিশ্চয় জানা গেল যে ধরণাদেওয়া এমত তক্তি যে তাহা করা মুসলমানের শরাতে কোন প্রকারে সঙ্গত নহে ও দৌরাত্ম্য ও তাহা নিবারণের নিমিত্তে শাস্তিদেওয়া আবশ্যক অতএব বিহিত বোধ হইতেছে যে ধরণাদেওয়ার মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের পণ্ডিতলোকের স্থানে ব্যবস্থা লেখাইয়া লওনের বদলে ঐ আদালতের সাহেব অন্য২ মোকদ্দমাতে যে মত নিরূপণ আছে সেই মত ঐ সকল আদালতের মুফ্তীর স্থানে ফতওয়া লন্ এবং উচিত ও বিহিত বোধ হইল যে ধরণাদেওয়ার কোন২ মোকদ্দমাতে যদি ঐ অপরাধ অত্যল্প বোধ হয় তবে তাহাতে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের

 ক্ষমতা

ক্ষমতা দেওয়া যায় যে এমতং মোকদ্দমাতে চূড়ান্ত হুকুম দেন্ এবং উচিত যে যাহারা ধরণা দেয় তাহারদিগের দণ্ডহওনের বাবৎ হুকুম শুধরা যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

চলিত কোন২ আইন রদহওনের কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ আইনের ১১ ও ১২ ধারার লিখিত দাঁড়া ও ১৭৯৭ সালের ৫ আইনের ও ১৭৯৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার ও ১৮০৪ সালের ৩ আইনের ৯ ও ১০ ধারার লিখিত কথা ও এক্ষণকার চলিত আইনের আর যেং হুকুম ধরণাদেওন অপরাধের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এই ধারানুসারে রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

ধরণাদেওয়ার নালিশ হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কোন ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণদিগের কিম্বা অন্য কোন জাতীয় কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের ধরণার বিষয়ে নালিশের আরজী মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে দাখিল হইলে যদি ফরিয়াদী আপন নালিশের সত্যতার প্রতি দিব্য করে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে যাহার কি যাহারদিগের নামে ঐ নালিশ হয় মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে আপন বিহিত বিবেচনাক্রমে তাহাকে কি তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিবার কি হাজির করাইবার নিমিত্তে আপন দস্তখৎ ও মোহরে এক দস্তক কিম্বা সমন জারী করেন্ ও সেই ব্রাহ্মণ কি ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়া আসিলে কি হাজির হইলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিষয়ের অনুসন্ধান ও তন্কী করিয়া ও মোকদ্দমার বেওরা আসামী ও ফরিয়াদী ও তাহা যাহারা জ্ঞাত থাকে তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসা ও তদন্ত করিয়া তাহারদিগের এতাবতা ফরিয়াদী ও ঐ জ্ঞাতথাকা লোকদিগের জোবানবন্দী তাহারদিগকে হলফ্ করাইয়া লেখাইয়া লন্ ও যদি এমত তহকীক তদন্ত করণের পরে ঐ সাহেবের চিত্তে এমত লয় যে আসামীহইতে প্রকৃতার্থে কোন প্রকারে ঐ অপরাধ হয় নাহি কি ঐ ব্রাহ্মণ কি ব্যক্তির ঐ অপরাধ করিয়া থাকনের সম্ভাবনা না হয় তবে ঐ সাহেবের আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ আসামী কি আসামীদিগকে খালাসী দিয়া আপন রুবকারীতে তাহার হেতু লেখান কিন্তু যদি ঐ সাহেব ইহা নিশ্চয় বঝেন্ যে প্রকৃতই ঐ অপরাধ করিয়াছে কি এমত বোধ হয় যে ঐ আসামীরা নিজে কি অন্যেরদিগকে করিতে সহায়তাকরণাধীন ঐ অপরাধ করিয়াছে তবে এই আইনের ৭ ধারাতে যেং মোকদ্দমার প্রস্তাব করা যাইবেক তাহা ছাড়া ঐ সাহেবের আবশ্যক যে আসামীকে কয়েদ কিম্বা তাহার মোকদ্দমা যে সকল মোকদ্দমাতে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে তাহার মত হইলে জামিনীতে রাখেন

যে

যে দায়েরসায়ের সাহেবের বৈঠকের সময়ে তাহার অপরাধের তজবীজ হয় এবং ঐ সাহেবের আবশ্যক যে ফরিয়াদীর স্থানে মোকদ্দমার তদবীর ও তাহাতে মনোযোগ করিবার বিষয়েও তাহার মানা সাক্ষিদিগের স্থানে মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে তাহারা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে হাজির হইবার অর্থে মুচলকা লেখাইয়া লন্ ইতি।

৪ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে ধরণাদেওনের মোকদ্দমার তজবীজহওনের মতের কথা।

জানান যাইতেছে যে যেমত অন্যং মোকদ্দমার তজবীজ এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে হয় সেইমত ঐ সাহেবদিগের হজুরে ধরণাদেওনের মোকদ্দমার তজবীজ হইবেক ও সমস্ত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী শুনিয়া ও মোকদ্দমার বৃত্তান্তের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিয়া পরে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে ঐ আদালতের পণ্ডিতদিগের স্থানে এক্ষণকার দস্তুর ও রীতিমত ব্যবস্থা লেখাইয়া লওনের বদলে মুফ্তীর স্থানে এবিষয়ে ফতওয়া লন্ যে ঐ অপরাধ প্রকৃতার্থে ঐ আসামীর উপর প্রমাণ হইল কি না ইতি।

৫ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে ধরণাদেওনের অপরাধ প্রমাণ হইলে যে শাস্তি দিতে হইবেক তাহার কথা।

যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে কোন অপরাধির প্রতি ধরণাদেওনের অপরাধ প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবলোক ঐ অপরাধির প্রতি এক বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদথাকনের ও একহাজার টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যায় জরীমানা দিবার ও জরীমানার টাকা না দিলে আর এক বৎসর মিয়াদে কয়েদ থাকিবার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

৬ ধারা।

ধরণাদেওনের মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান যাইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে যেমত অন্যং মোকদ্দমার রোয়দাদ তাহার ভাব ও তৎসম্পর্কীয় দাঁড়ার দৃষ্টে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তরফহইতে নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হজুরে নাতক্ হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠান যায় সেইমত ধরণাদেওনের মোকদ্দমারো রোয়দাদ তাহার ভাব ও তৎসম্পর্কীয় দাঁড়ার দৃষ্টে ঐ সাহেবদিগের হজুরে পাঠান যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

ধরণাদেওনের যে সকল মোকদ্দমাতে মাজিস্ট্রেটসাহেবেরা চূড়ান্ত হুকুম ও

মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটে কোন লোক কি লোকদিগের প্রতি ধরণাদেওন অপরাধের নালিশের আরজী দাখিল হইলে যদি মোকদ্দমার বেওরার অনুসন্ধানকরণের পরে ঐ সাহেবের চিত্তে এমত লয় যে আসামী কি আসামীরা যে অপরাধ করিয়াছে সে এমত ভারী

অপরাধির পক্ষে যে শাস্তির হুকুম দিতে পারিবেন তাহার কথা।

ভারী নহে যে দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজের নিমিত্তে তাহারদিগকে সোপর্দ্দ করা যায় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেব ফরিয়াদীর মানা সাক্ষিদিগের এবং আসামীর কি আসামীদিগের মানিত সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লইয়া সে মোকদ্দমাতে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন যদি উভয়পক্ষের সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য লওনের পরে ঐ সাহেবের মতে আসামীদিগের অপরাধ প্রকৃত প্রমাণ হয় তবে তাহারদিগের প্রতি দুইশত টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যায় জরীমানা দিবার ও তাহা না দিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকনের হুকুম দিবেন ইতি।

Vol. VI. 570.

সমাপ্ত।

A True Translation,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌনসেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের যে২ তারিখে যে২
বিষয়ের যে২ আইন জারী হয় তাহার
মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা
তরজমা হইল তাহার
ফিরিস্তি ।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

২ দ্বিতীয় আইন। ১৯ জানুআরি।

দেওয়ানী মোকদ্দমার তজবীজকরণের বিষয়ে মুনসেফেরদিগের ও বিশেষ কোনং প্রকারেতে সদর আমীনদিগের ক্ষমতা বাড়াইবার ও জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে এবং সদর আমীনদিগকে ঐং জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের বেশী যেং কর্ম্ম করিবার ভার দেন তাহা নির্ব্বাহকরণের ক্ষমতা দিবার ও আবশ্যকমতে অধিক মুনসেফ নিযুক্ত করিবার ও সদর আমীনদিগকে সদর মোকামভিন্ন অন্য যেং মোকামে রেজিষ্টরসাহেবেরা থাকেন তথায় বৈঠক করিবার অনুমতি দিবার ও রেজিষ্টরসাহেবের হুকুমের তাবে সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে নালিশ উপস্থিত করিবার বিষয়ে চলিত আইনেতে যেং হুকুম লেখা যায় তাহা শুধরিবার ও চলিত আইনের লিখিত যেং হুকুমমতে আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন সেইং মোকদ্দমাতে নালিশের আরজী লেখা ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের মধ্যে কতক পাইয়া থাকেন সে সমস্ত হুকুম রদ ও রহিত করিবার ও কোর্ট আপীল আদালতে প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার ফয়সলা জারী করণের এবং কোর্ট আপীল আদালতের ফয়সলার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার ফয়সলা জারীকরণের মোতালক কোনং হুকুমের ফেরফার করিবার ও কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের রেজিষ্টরী কর্ম্ম মৌকুফ করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১৯ জানুআরি।

বিশেষ কোনং প্রকারেতে জিলা ও শহরের ফৌজদারী আদালতের আসিষ্টাণ্টসাহেবের ক্ষমতা বাড়াইবার ও জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী ও সদর আমীনদিগের ক্ষুদ্রং চুরীর ও অন্য অল্পং অপরাধের মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দকরণমতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিবার ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীলকরণের মিয়াদ মোকরর করিবার ও ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১২ ধারার লিখিত কোনং হুকুম ও ১৭ ধারা রদ করিবার ও চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে মামুলের হার নিরূপণের বিষয়ে চলিত কোনং হুকুম শুধরিবার ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে তাঁহারদিগের হুকুমের তাবে সীমা সরহদ্দের মধ্যে অজ্ঞাত কুলশীল যে লোকেরা পথিকের ন্যায় আইসে কি জমা হয় তাহারদিগের বিষয়ে কএক ক্ষমতা দিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ১৯ জানুআরি।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোককে যে ক্ষমতা ও ভার অর্পণ হইয়াছে সেই

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের যে ২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

ক্ষমতা ও ভার কোন২ প্রকারেতে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগকে কি অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহারদিগ্‌কে দিবার এবং মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে কি অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহারদিগ্‌কে যে২ ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোক্‌কে দিবার ও কালেক্টরসাহেবদিগের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্য বিবরিয়া লিখিবার এবং আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে কি অন্য যে সাহেবেরা কোন পরগনার কি বিশেষ কোন সীমার মধ্যগত মহালের মালগুজারী তহসীলকরণের নিমিত্তে কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের মোতালক অন্য কোন ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণার্থে মোকরর্ আছেন তাঁহারদিগ্‌কে অর্পণ হওয়া কর্ম্মকার্য্য ও ক্ষমতা নিরূপণ করিয়া লিখিবার।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার তজবীজকরণের বিষয়ে মুন্সেফেরদিগের ও বিশেষ কোন২ প্রকারেতে সদর আমীনদিগের ক্ষমতা বাড়াইবার ও জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেব দিগকে এবং সদর আমীনদিগকে ঐ২ জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের বেশী যে২ কর্ম্ম করিবার ভার দেন তাহা নির্ব্বাহকরণের ক্ষমতা দিবার ও আবশ্যকমতে অধিক মুন্সেফ নিযুক্ত করিবার ও সদর আমীনদিগকে সদর মোকামভিন্ন অন্য যে২ মোকামে রেজিষ্টরসাহেবেরা থাকেন তথায় বৈঠক করিবার অনুমতি দিবার ও রেজিষ্টরসাহেবের হুকুমের তাবে সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে নালিশ উপস্থিত করিবার বিষয়ে চলিত আইনেতে যে২ হুকুম লেখা যায় তাহা শুধরিবার ও চলিত আইনের লিখিত যে২ হুকুমমতে আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন সেই২ মোকদ্দমাতে নালিশের আরজী লেখা ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের মধ্যে কতক পাইয়া থাকেন সে সমস্ত হুকুম রদ ও রহিত করিবার ও কোর্ট আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার ফয়সলা জারীকরণের এবং কোর্ট আপীল আদালতের ফয়সলার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার ফয়সলা জারীকরণের মোতালক কোন২ হুকুমের ফেরফার করিবার ও কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের রেজিষ্টরী কর্ম্ম মৌকুফ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের তারিখ ১৯ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৭ সালের ৮ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৮ সালের ১ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৮ সালের ৯ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৭ সালের ১ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৬ সালের ১৪ রবীয়ঃ সানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ক্ষুদ্র২ আদালতসম্পর্কীয় ইঙ্গরেজ সাহেবদিগকে এদেশীয় লোকদিগের অল্প ক্ষমতার্পণ হওয়াতে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের এত অধিক কর্ম্ম করিতে হয় যে সুন্দররূপে সে সকল কর্ম্মের নির্ব্বাহ হওয়াই ভার ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের ও সদর আমীনদিগের এবং মুন্সেফদিগের ক্ষমতা বাড়াইয়া জজসাহেবদিগের ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের অল্পতা করিলে আদালতের কর্ম্মকার্য্য অবিলম্বে নির্ব্বাহ পাইতে পারে ও চলিত আইনমতে যত থানা তত মুন্সেফ মোকরর হইতে পারে তাহাহইতে অধিক হইতে পারে না কিন্তু এক্ষণে কোন২ স্থানে তাহাহইতে অধিক নিযুক্তকরা আবশ্যক বোধ হইল

ও

ও সদর মোকামভিন্ন অন্য যে মোকামে রেজিষ্টরসাহেব থাকেন তথায় সদর আমীন না থাকাতে হানি ও ক্লেশ হয় ও রেজিষ্টরসাহেবদিগ্‌কে তাঁহারদিগের হুকুমের তাবে সীমা সরহদ্দের মধ্যেতে প্রথমতঃ নালিশ লইবার ক্ষমতার্পণ না হওয়াতে ক্লেশ হইতেছে ও যে সকল জিলা ও শহরের মধ্যেতে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কাছারী আছে সে সকল জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগ্‌কে ক্লেশের অল্পতা করিবার নিমিত্তে ইহা উপ যুক্ত বোধ হইতেছে যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবেরা তাঁহারদিগের নিকটে প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে আপনারদিগের করা যে সকল ফয়সলা এবং তাঁহারদিগের করা ঐ ফয়সলার উপর আপীলমতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে ঐ আদালতহইতে হওয়া যে সকল ফয়সলা তাঁহারদিগের কাছারীর আশপাশের সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে জারী হইতে পারে তাহা জারী করেন্ ও জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগ্‌কে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ ও জোরজবরীতে জমী ও ফসলআদি দখলকরণের বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা যে সকল রেজিষ্টরসাহেবকে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের লিখিত ক্ষমতা ও ভার অর্পণ হইয়াছে তাঁহার দিগ্‌কে সোপর্দ্দ করিতে ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইতেছে এবং জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবেরা আপন২ নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাতে যে রসুম পাইয়া থাকেন তাহার বদলে মোকররী মাহিয়ানা মোকররকরা এবং প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের রেজিষ্টরী ভার মৌকুফকরা উপযুক্ত বোধ হইতেছে একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহা দুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী হওনের তারিখহইতে ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

যে মতেতে কোন থানার অধিকারে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবেরা এক মুন্সেফহইতে অধিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাহার কথা।

যদি কোন থানার সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্য এত হয় যে তাহার নির্ব্বাহ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬ ধারার লিখনমতে এক মুন্সেফহইতে সুন্দররূপে হইতে পারে না তবে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদাল তের সাহেবদিগের জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের রিপোর্টকরণমতে আর যত মুন সেফের প্রয়োজন হয় তাহা নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

আইনানুসারে যাহারা মুন্সেফী কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত থাকে তাহারা দেড় শত টাকাপর্য্যন্ত দাওয়ার যে২ মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে যে সকল লোক আইনানুসারে মুন্সেফী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত থাকে তাহারা সিক্কা ১৫০ দেড়শত টাকাপর্য্যন্ত নগদ ও অস্থাবর বস্তুর যে সকল মোকদ্দমার দাওয়া তাহারদিগের মুন্সেফী অধিকারনিবাসি এদেশি লোকের নামে দরপেশ হয় যদি মোকদ্দমারহেতুহওনকালাবধি নালিশের সময়পর্য্যন্ত তিন বৎসরের অধিক কাল গত না হইয়া থাকে এবং প্রকৃতার্থে যত টাকার

 প্রতি

প্রতি মোকদ্দমার হেতু হইয়া উঠে তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যা ঐ দাওয়ার আরজীতে লেখা থাকে এবং ফলে ঐ দাওয়া ওয়াজিবী পাওনা নগদ টাকা কি জিনিসের কিম্বা তাহার মূল্যের বাবৎ হয় ও অসম্মান ও শারীরিক অন্য হানিহওনহেতুক হুরমৎবহার না হয় তবে সে সমস্ত মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণেতে বিশেষ করিয়া যে সকল নিষেধ লেখা গিয়াছে তাহা যে সকল মোকদ্দমা এই আইনানুসারে মুনসেফের নিকটে উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমারো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এই আইনানুসারে মুন্সেফদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত নিষেধ সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে যে২ মোকদ্দমা মুন্সেফেরদিগের নিকটে উপস্থিত হয় সে সমস্ত মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭ ধারার লিখিত হুকুমমতে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম দাখিল করিতে হইবেক ও ঐ২ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে মুন্সেফেরা তাহার বাবৎ রসুম যাহা পাইতে পারিবেক তাহার হিসাব ঐ আইনের ৪৯ ধারার লিখিত নিয়মমতে করা যাইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজের রসুম দাখিলহওনের ও মুনসেফদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাতে তাহারদিগের পাওয়া রসুমের হিসাবহওনের মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে মুন্সেফদিগের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে চলিত আইনেতে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সমস্ত হুকুম এই আইনানুসারে তাহারদিগের নিকটে যে২ মোকদ্দমা দরপেশ হয় তাহারো বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এই আইনানুসারে মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার তজবীজেতে যে২ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২০ ধারামতে জজসাহেবদিগের মালগুজারীর বাবৎ নালিশের তজবীজ ঐ আইনমতে সরাসরীরূপে করিয়া নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা ছিল বটে কিন্তু প্রকৃতার্থে ঐ আইনের শুদ্ধ তাৎপর্য্য এমত ছিল না যে যদি কেহ আপন বিবাদ মিটিবার নিমিত্তে সরাসরী তজবীজের পরিবর্ত্তে হকীয়তের তজবীজহওনের মনস্থ করে তবে দাওয়ার সংখ্যার দৃষ্টে মুন্সেফদিগের নিকটে কি জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের হজুরে নম্বরীতে করিতে পারিবেক না এক্ষণে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের উচিত যে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ উপস্থিত যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আইনমতে সরাসরী তজবীজের দ্বারা হইতে পারে তাহাতে যদি ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় এমত বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমার হকীয়তের তজবীজ হইলে উভয়ের বিবাদ অতিশীঘ্র ও সুন্দর নিষ্পত্তি হইবেক তবে উভয় বিবাদিকে নম্বরী নালিশ করিতে পরামর্শ দেন্ ইতি।

যেমতেতে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা উভয় বিবাদিকে নম্বরী নালিশ করিতে পরামর্শ দিবেন তাহার কথা।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আইনানুসারে সদর আমীনী কর্ম্মে মোকররথাকা ব্যক্তিদিগকে পাঁচশত টাকাপর্য্যন্ত দাওয়ার নম্বরী মোকদ্দমার তজবীজ করিতে ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যাহারা আইনানুসারে সদর আমীনী কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগকে নম্বর বিলিতে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় সে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দেন ইতি।

জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা ১ প্রকরণানুসারে মোকররহওয়া সদর আমীনদিগকে এই প্রকরণের উক্ত ধারার দৃষ্টে পাঁচশত টাকাপর্য্যন্ত দাওয়ার মুলতবীথাকা মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারার ও ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে সদর আমীনদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা তাহারদিগকে এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের নিয়মানুসারে মুলতবীথাকা যে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ও ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৩ ধারার ও ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারার নিয়মমত হিসাবে ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় সেং মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারার নিষিদ্ধ মোকদ্দমার মধ্যে না হইলে সেসকল মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ইতি।

সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া দেড়শতের উপর পাঁচশত টাকাপর্য্যন্ত দাওয়ার মোকদ্দমাতে তাহারা যত রসুম পাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া যেং মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ১৫০ দেড়শত টাকাহইতে অধিক হয় সে সমস্ত মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের লিখিত হুকুমমতে বিচার ও নিষ্পত্তি পাইবেক কিন্তু উপরের নিরূপিতমতে সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া যেং মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ১৫০ দেড়শত টাকাহইতে অধিক হয় ও ৫০০ পাঁচশতহইতে অধিক না হয় সে সকল মোকদ্দমাতে ঐ সদর আমীনেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত হুকুমমতে যে ইষ্টাম্পকাগজে নালিশের আরজী লেখা যায় তাহার রসুমের অর্দ্ধেক পাইবেক ইতি।

সদরআমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া দেড়শতের উপর পাঁচশত টাকাপর্য্যন্ত দাওয়ার মোকদ্দমার সহিত যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহারকথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া যেং মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ১৫০ দেড় শত টাকাহইতে অধিক হয় ওপাঁচ শতহইতে অধিক না হয় সেসকল মোকদ্দমার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৮ ধারার ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৬ ধারা।

সদরমোকামহইতে অন্তরে যে স্থানে রেজিষ্টরসাহেব থাকেন তথায় সদর আমীনের কাছারী হইবার ও সদর মোকামের

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬১ ধারার লিখিত হুকুমমতে কোন জিলা কি শহরের সদর আমীনদিগের সংখ্যানিরূপণের নির্ভর প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের বিবেচনার প্রতি আছে কিন্তু ঐ আইনের ৬৭ ধারাতে হুকুম আছে যে সদর আমীনদিগের কাছারী যে মোকামেতে জজসাহেবেরা থাকেন সেই মোকামেতে হইবেক

এক্ষণে

এক্ষণে ঐ ধারার লিখিত হুকুম শুধরণক্রমে জানান যাইতেছে যে এক জন কি তাহাহইতে অধিক সদর আমীন সদর মোকামহইতে অন্তরে যে মোকামেতে রেজিষ্টরসাহেব থাকেন সে মোকামেতে আপন কাছারী করিতে পারিবেক ও সদর মোকামেতে মোকররথাকা সদর আমীনদিগকে যে ক্ষমতা ও ভার অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ও ভার রেজিষ্টরসাহেব থাকিবার মোকামেতে মোকররহওয়া সদর আমীনদিগেরো হইবেক ও সদর মোকামেতে মোকররথাকা সদর আমীনেরা যে হিসাবে রসুম পাইবেক সেই হিসাবেতে রেজিষ্টরসাহেব থাকিবার মোকামেতে মোকররহওয়া সদর আমীনেরাও পাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া যেং মোকদ্দমা তাহারদিগের বিচারযোগ্য হয় সে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইনের ১১ ধারামতে তাহারদিগকে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে সোপর্দ্দ হইবেক ইতি।

সদর আমীনকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা ঐ সদর আমীনেরো হইবার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার প্রকরণসকলের অনুসারে জাবেতামতে দেওয়া যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে চলিত আইনের লিখিত যেং হুকুমমতে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের আদালতহইতে হওয়া ডিক্রী জিলা কি শহরের জজসাহেবের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে জারী হইতে পারে না সে সমস্ত হুকুম নীচের লিখিতব্য প্রকরণের অনুসারে শুধরা যাইতেছে ইতি।

ডিক্রী জারীর বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুম শুধরা যাওনের কথা

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যখন কোন জিলা কি শহরের আদালতে মুতফরক্কা কর্ম্মকার্য্যের এমত বাহুল্য হয় যে তাহার নির্ব্বাহ করিতে জজসাহেব বিলক্ষণ অবকাশ না পান তখন ঐ সাহেব সদর আমীন ও মুনসেফদিগের ফয়সলা জারীহওনের প্রার্থনায় দাখিলহওয়া সমস্ত দরখাস্ত তাহাতে বিচারপূর্ব্বক হুকুম দিবার নিমিত্তে রেজিষ্টরসাহেবকে ও সদর আমীন লোককে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ও উপরের লিখিত মোকদ্দমাতে রেজিষ্টরসাহেবের কি সদর আমীনদিগের দেওয়া হুকুমের উপর জজসাহেবের হুজুরে আপীল হইতে পারিবেক এবং জজসাহেবের হুকুমে নারাজ হইলে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হুজুরে খাস আপীল হইবেক ইতি।

যে মতেতে জজসাহেব সদর আমীন ও মুনসেফদিগের ফয়সলা জারীহওনের দরখাস্ত রেজিষ্টরসাহেবকে বিচারপূর্ব্বক তাহাতে হুকুম দিবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— রেজিষ্টরসাহেব ও সদর আমীনেরা উপরের প্রকরণানুসারে তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে যেং হুকুম দেন তাহা ডিক্রী জারীর বিষয়ে চলিত আইনের মতে জিলা কি শহরের আদালতের আমলার মারফতে জারী হইবেক ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের ও সদর আমীনদিগের করা হুকুম জিলা ও শহরের আদালতের আমলার মারফতে জারী হইবার কথা।

৮ ধারা।

প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের ফয়সলা ঐ সকল আদালতের তাবে জিলা ও শহরের

প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদা

জজসাহেবদিগের

লতের ও সদর দেওয়ানী আদালতের কোন ২ ফয়সলা প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের হুকুমে জারী হইবার কথা।

জজসাহেবদিগের মারফতে জারীহওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ৬ ধারাতে এবং বারাণসদেশের মোতালক ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৯ আইনের ৬ ধারাতে ও দত্ত ও জয়করা দেশের মোতালক ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারায় যেং হুকুম লেখা যায় তাহা এই প্রকারে শুধরা গেল যে উত্তরকালে প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া যেং মোকদ্দমার বিবাদের হেতু কিম্বা বিরোধের বস্তু ঐ সকল আদালতের কাছারী যে জিলা কি শহরেতে থাকে সেই জিলা কি শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকিলে সেই সকল মোকদ্দমাতে ঐ আদালতহইতে হওয়া ফয়সলা এবং প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের ঐ ফয়সলার উপর আপীল হওনমতে সদর দেওয়ানী আদালতহইতে হওয়া ফয়সলা প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের হুকুমে জারী হইবেক ও ঐ দুই আদালতহইতে হওয়া ঐ সকল ফয়সলা জারীর বিষয়ে প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের দেওয়া সমস্ত হুকুম ডিক্রী জারীর সম্পর্কীয় আইন ও দাঁড়ার মতে প্রবিন্স্যল কোর্টের আমলার মারফতে জারী হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

জজসাহেবেরা মালগুজারীর বাকীর ও ভূমি বেদখলের বাবৎ সমস্তমোকদ্দমা এই ধারার লিখিত রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে এমত ক্ষমতার্পণ হইয়াছে যে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ কি জোরজবরী করিয়া ভূমি বেদখল কি ফসল তসরুফকরণের বাবৎ যে সকল সরাসরী মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা নম্বরী মোকদ্দমার মত হিসাবে রেজিষ্টরসাহেবদিগের বিচারযোগ্যহইতে অধিক না হয় সে সমস্ত সরাসরী মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে ঐ সাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করিবেন এক্ষণে তাহার অতিরিক্ত জজসাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়া মালগুজারীর বাকীর কিম্বা ভূমি বেদখলের বাবৎ সমস্ত সরাসরী মোকদ্দমা দাওয়ার নিরূপিত সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যে সকল রেজিষ্টরসাহেবকে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের লিখিত ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দ করেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জজসাহেবেরা যদি উভয় বিবাদির কাহারু দরখাস্ত দেওনমতে কি অন্য হেতুতে উপরের উক্ত মোকদ্দমা কি অন্য মুতফরক্কা মোকদ্দমা রেজিষ্টর সাহেবের নিকটহইতে ফিরিয়া লওয়া উপযুক্ত বুঝেন তবে তাঁহারা তাহা ফিরিয়াও লইতে পারিবেন ইতি।

১০ ধারা।

সদর মোকামেতেই আদালতের সাহেবদিগের বৈঠক হইবার বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুম শুধরা যাওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— উপরের ধারার উক্ত সরাসরী মোকদ্দমাতে সরেজমীতে কি জিলার সরহদ্দের মধ্যে যে কোন স্থানে হয় তথায় বৈঠক করিলে ঐ সকল মোকদ্দমার যথোপযুক্ত বিচার ও বিবাদের রফা সুন্দরমতে হইতে পারে অতএব এক্ষণকার চলিত আইনের যেং হুকুমমতে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে জিলা কি শহরের সদর মোকামে ও তাহার

নিমিত্তে

নিমিত্তে নিরূপণহওয়া দিনব্যতিরেকে আদালতের সাহেবদিগের ও সদর আমীনদিগের বৈঠক ও হুকুম দেওয়া হইতে পারে না সে সকল হুকুম নীচের প্রকরণের দ্বারা শুধরা যাইতেছে ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা ও রেজিষ্টরসাহেবেরা মালগুজারীর বাকীর বাবৎ কিম্বা জমী কি ফসল দখলকরণের কাজিয়ার বাবৎ বিবাদের বিষয় ঐ জিলার সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকিলে অথবা জজসাহেবদিগের কি রেজিষ্টরসাহেবদিগের বিবেচনায় সরেজমীতে মোকদ্দমার তজবীজ করিলে সদর মোকামে করণাপেক্ষা সুন্দররূপে বিবাদের সমাধা হইবেক সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে জিলার সরহদ্দের মধ্যের যে কোন স্থানে হয় তথায় বৈঠক করিতে পারিবেন ইতি।

যেমতেতে জজ ও রেজিষ্টরসাহেবেরা সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি জিলার সরহদ্দের মধ্যে যে স্থানে হয় তথায় করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি জজসাহেবদিগের কি রেজিষ্টরসাহেবদিগের উপরের লিখিত সরাসরী মোকদ্দমার তজবীজ করিবার নিমিত্তে সদর মোকামহইতে অন্তরে বৈঠক করিতে হয় তবে তাহাতে আদালতের মোকররী উকীলদিগের হাজির থাকিবার আবশ্যক হইবেক না ও ঐ সাহেবদিগের উচিত যে উভয় বিবাদির কি তাহারদিগের তরফহইতে যাহারা মোকরর্ হয় তাহারদিগের সাক্ষাৎ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

উপরের লিখিত প্রকারেতে আদালতের মোকররী উকীলদিগের হাজির থাকিবার আবশ্যক না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ— কালেক্টরসাহেবকে সোপর্দ্দহওয়া সরাসরী মোকদ্দমার তজবীজেতেও উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

কালেকটর্সাহেবকে সোপর্দ্দহওয়া সরাসরী মোকদ্দমার তজবীজেতে এই ধারার হুকুম খাটিবার কথা।

১১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— চলিত আইনেতে এমত হুকুম আছে যে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দকরণের যোগ্য নালিশের সমস্ত আরজী প্রথমতঃ জজসাহেবের আদালতে দিতে হইবেক তাহা নীচের প্রকরণের অনুসারে শুধরা যাইতেছে ইতি।

নালিশের আরজী জজসাহেবের আদালতেই দিব্যর বিষয়ে চলিত আইনে যেং হুকুম লেখা যায় তাহা শুধরণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা তাঁহারদিগের বিচারযোগ্য হয় এবং জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটী ভারানুসারে তাঁহার হুকুমের তাবে যে সীমাপর্য্যন্ত তাহার মধ্যে দাওয়ার বিষয় হইয়া থাকিলে সদর মোকামহইতে অন্তরে মোকরর্ হওয়া সমস্ত রেজিষ্টরসাহেবেরা প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিত নম্বরী মোকদ্দমার নালিশের আরজী লইতে পারিবেন ইতি।

সদর মোকামভিন্ন অন্যত্র মোকররহওয়া রেজিষ্টরসাহেব যেমতেতে নম্বরী নালিশের আরজী লইতে পারিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি উপরের লিখিত হুকুমমতে কেহ প্রথমতঃ কি আপীলমতে কোন

নালিশের আরজী রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দি

লে তাঁহার যেমতাচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কোন নালিশের আরজী রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দরপেশ করে তবে ঐ সাহেব সেই আরজী লইয়া তাহা মোকদ্দমার বহীতে লেখাইয়া তাহার নকল তাহার মোতালক অন্য আবশ্যকী কাগজপত্রসমেত ডাকে কি অন্য প্রকারে জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে উপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন ও ঐ জজসাহেব সেই আরজী নম্বরী বহীতে লেখাইয়া দাওয়ার সংখ্যার দৃষ্টে মোকদ্দমা ঐ রেজিষ্টরসাহেবকে কিম্বা তাহার মোকামেতে নিযুক্তহওয়া সদর আমীনকে সোপর্দ্দ করিবেন কি তাহার মিসিলের কাগজপত্র সদর মোকামে তজবীজহওনের নিমিত্তে তলব করিবেন ও যদি সদর মোকামে তজবীজ হয় তবে ফরিয়াদী আপেলাণ্টের নিজে কি তাহার উকীলের যে কাছারীতে ঐ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হয় সেই কাছারীতে হাজির হইতে হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

সদর মোকামভিন্ন অন্যত্র নিযুক্তহওয়া রেজিষ্টরসাহেবের হুকুমের তাবে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের ফয়সলা জারীর দরখাস্ত সেই সাহেবের নিকটে দিতে হইবার ও সদর আমীনের হুকুমে নারাজ হইলে তাহার আপীল রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে হইতে পারিবার কথা।

সদর মোকামহইতে অন্তরে মোকররহওয়া রেজিষ্টরসাহেবের হুকুমের তাবে সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে নিযুক্তহওয়া সদর আমীন কি মুনসেফদিগের করা ফয়সলা জারীহওনের প্রার্থনার সমস্ত দরখাস্ত ঐ রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে দিতে হইবেক ও তাহা রেজিষ্টরসাহেব নিজে জারী করাইতে কি জারী করাইবার নিমিত্তে আপন তাবে সদর আমীনকে এই আইনের ৭ ধারানুসারে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সদর আমীনের দেওয়া হুকুমে নারাজ হয় সে রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে আপীল করিতে পারিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের রসুম পাইবার হুকুম রদ হইবার ও রসুমের পরিবর্ত্তে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ মাইহইতে মোকররী মাহিয়ানা পাইবার কথা।

জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবেরা তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের রসুম কি মূল্য সেই সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পাইবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৮ ধারার প্রকরণে ও ৯ ধারাতে এবং অন্যং আইনেতে যেং হুকুম লেখা যায় সে সমস্ত হুকুম এই ধারানুসারে রদ হইল ও ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩০ আপ্রিলের পরহইতে জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবেরা আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাতে কিছুমাত্র রসুম পাইবেন না ও তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারদিগের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে মোকররী মাহিয়ানা যত নিরূপণ হয় ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ পহিলা মাইহইতে সেই মাহিয়ানা পাইবেন ইতি।

১৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ মাইহইতে কোর্ট

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ পহিলা মাইঅবধি কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরা আদালতের রেজিষ্টরী ভার মৌকুফ হইবেক ও ঐ রেজিষ্টরী ভারানুসারে যেং কার্য্যকর্ম্মের

নির্ব্বাহ

নির্ব্বাহ হইত সে সকল কর্ম্মকার্য্য ঐ২ আদালতের জজসাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের আমলারা যে মতে সদর দেওয়ানী কি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা হুকুম করেন সেই মতেতে নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের রেজিষ্টরী ভার মৌকুফ হইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

বিশেষ কোনং প্রকারেতে জিলা ও শহরের ফৌজদারী আদালতের আসিষ্টাণ্টসাহেবের ক্ষমতা বাড়াইবার ও জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী ও সদর আমীনদিগের ক্ষুদ্রং চুরীর ও অন্য অল্পং অপরাধের মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব তাঁহারদিগ্‌কে সোপর্দ্দকরণমতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিবার ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীলকরণের মিয়াদ মোকরর্‌ করিবার ও ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১২ ধারার লিখিত কোনং হুকুম ও ১৭ ধারা রদ করিবার ও চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে মামুলের হার নিরূপণের বিষয়ে চলিত কোনং হুকুম শুধরিবার ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগ্‌কে তাঁহারদিগের হুকুমের তাবে সীমা সরহদ্দের মধ্যে অজ্ঞাত কুলশীল যে লোকেরা পথিকের ন্যায় আইসে কি জমা হয় তাহারদিগের বিষয়ে কএক ক্ষমতা দিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের তারিখ ১৯ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৭ সালের ৮ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৮ সালের ১ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১৮২৮ সালের ৯ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৭ সালের ১ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৬ সালের ১৪ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২০ ধারার মতে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদ্দ্বারা অনেক জিলাতে ফৌজদারী কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্যহওনহেতুক মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের বিলক্ষণ সহায়তা হয় না অতএব ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগ্‌কে বিশেষ কোনং প্রকারেতে অধিক ক্ষমতাদেওয়া উপযুক্ত বোধ হইতেছে এবং যাহারদিগের উপর অল্পং অপরাধকরণের তহমৎ হয় তাহারা অবিলম্বে খালাসী অথবা শাস্তি পায় ও ফৌজদারী আদালতের মোতালক ছোটং মোকদ্দমার সমাধা সুন্দররূপে হয় এনিমিত্তে আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী ও সদর আমীনদিগেরে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব সোপর্দ্দকরণমতে ঐং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাদেওয়া উচিত এবং ফৌজদারী মোকদ্দমাতে আপীলকরণের মিয়াদ নিরূপণ না হওয়াতে যে ক্লেশ হইতেছে তাহার নিবারণ করা উচিত ও চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে নির্দ্ধার্য্যহওয়া মামুলের টাকা দিতে কেহ অসম্মত হইলে সে ব্যক্তির এ বিষয়ের দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌

কিম্বা

কিম্বা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবের নিকটে দিতে হইবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১২ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত কতক হুকুমও ঐ ধারার দুই প্রকরণের লিখিত কথা রদ করা বিহিত বোধ হইল এবং উচিত যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব কোন জিলা কি শহরের দওরাতে বৈঠককরণের সময়ে চৌকীদারলোকের মাহিয়ানা দিবার নিমিত্তে মাসুলের টাকা তহশীলের বিষয়ে কাহারু দুর্নীতি ও গাফিলী বুঝিলে তাহার রিপোর্ট করেন্ ও ভিন্ন দেশি অনেক লোক আপনারদিগ্কে ধনবান ও সম্পন্ন লোক কহিয়া অনেক লোক জন সঙ্গে করিয়া মোসাফির রূপে বাটপাড়ী ও লুঠপাটকরণের মনস্থে সরকারের শাসিত দেশের সরহদ্দের মধ্যেতে আইসে এ প্রবঞ্চনা ও চাতুরী নিবারণের নিমিত্তে জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগ্কে যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ফৌজদারী কর্ম্মের বাহুল্যহওয়াতে তাহার নির্ব্বাহ মাজিস্ট্রেটসাহেবহইতে শীঘ্র হইতে না পারণ ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবের যোগ্যতা জানা যাওনের পরে সদর নিজামতের সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন জিলা কি শহরেতে ফৌজদারী আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্ম কার্য্যের বাহুল্য এমত হয় যে মাজিস্ট্রেটসাহেবহইতে তাহার নির্ব্বাহ শীঘ্র হওয়া অসম্ভব ও সদর নিজামতের সাহেবেরা মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের রিপোর্টের দ্বারা কি আর কোন প্রকারে ইহা বুঝেন্ যে সেই জিলার আসিষ্টাণ্টসাহেব আপন করা কার্য্যের ও চালাকীর দৃষ্টে এই ধারার ৩ প্রকরণের উক্ত বিশেষ ক্ষমতা তাঁহাকে অর্পণহওনের যোগ্য বটেন তবে সদর নিজামতের সাহেব এ বিষয়ের রিপোর্ট শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে করিতে পারিবেন ইতি।

৩ প্রকরণের উক্ত ক্ষমতা আসিষ্টাণ্টসাহেবকে দিতে শ্রীযুতের ক্ষমতার ও তাহার সম্বাদ এই প্রকরণের লিখিত সাহেবদিগকে দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টিকরণের কি অন্য প্রকারে অবগত হওনের পরে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবকে ৩ প্রকরণের উক্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন ও যদি কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে ঐ ক্ষমতা অর্পণ হয় তবে তাহার সম্বাদ সদর নিজামতের সাহেবদিগ্কে ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগ্কে ও জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেবকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগেরে বিশেষ কোন২ প্রকারে চলিত আইনমতে অর্পিত ক্ষমতা হইতে অধিক ক্ষমতা অর্পণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২০ ধারার লিখিত হুকুম এই প্রকারেতে শুধরা গেল যে বিশেষ২ প্রকারেতে চলিত আইনানুসারে আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগ্কে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহা সেওয়ায় তাঁহারদিগ্কে এ বিষয়ে বেশী ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারদিগ্কে সোপর্দ্দহওয়া ফৌজদারী মোকদ্দমাতে যদি কোন জন তাহার অপরাধ সাবুদহওনপ্রযুক্ত শরা ও আইনানুসারে ঐ ২০ ধারার

নিরূপিত

নিরূপিত শাস্তিহইতে অধিক শাস্তিপাওনের যোগ্য চাহয়ে ও সেই অপরাধের নিমিত্তে ছয় মাসের কয়েদ ও ৩০ ত্রিশ বেত কি ২০০ দুই শত টাকা জরীমানাহইতে অধিক শাস্তি কোন আইনেতে বিশেষরূপে নিরূপণ না হইয়া থাকে তবে আসিষ্টাণ্টসাহেব যে সকল অপরাধের নিমিত্তে আইনানুসারে শারীরিক শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে তাহাতে ঐ অপরাধির পক্ষে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের এবং ত্রিশ বেতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির হুকুম দিতে পারিবেন ও অন্যং অপরাধের মোকদ্দমাতে ছয় মাসপর্য্যন্ত কয়েদের ও দুইশত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানার ও তাহা না দিলে ছয় মাসের বেশী না হয় এমত অন্য মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু মোটে কয়েদের মিয়াদ এক বৎসরহইতে কোন প্রকারে অধিক হইবেক না ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— কোন জিলা কি শহরের আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সোপর্দ্দহওয়া কোন মোকদ্দমাতে অপরাধ প্রমাণ হওনমতে চলিত আইনানুসারে অপরাধিকে ৩ প্রকরণের লিখিত ক্ষমতার অধিক শাস্তি দেওয়া উচিত বোধ হইলে আসিষ্টাণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমাতে অপরাধির পক্ষে শাস্তির কিছু হুকুম না দিয়া মিসিলের সমস্ত কাগজ আপন এক রুবকারীসহিত মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও এমতে মাজিষ্ট্রেটসাহেব যে প্রকারে উপযুক্ত সেই প্রকারেতে অন্য তহকীককরণের পরে যদি তাঁহার মতে অপরাধির অপরাধ সাবুদ হয় তবে সে অপরাধির পক্ষে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ও অন্য চলিত আইনানুসারে শাস্তির হুকুম দিবেন অথবা অপরাধিকে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে কয়েদ কিম্বা জামিনীতে রাখিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে তিনি অপরাধিকে ৩ প্রকরণের লিখিত ক্ষমতার অধিক শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বুঝিলে কোন হুকুম না দিয়া মিসিলের সমস্ত কাগজ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— এই ধারানুসারে আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতেও ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২১ ও ২২ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এই ধারানুসারে আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে মূলের লিখিত ধারার হুকুম খাটিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেব হালের কিম্বা সাবেক আইনমতে আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সোপর্দ্দহওয়া কোন মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে জের তজবীজে অর্থাৎ বিচার অপেক্ষায় থাকিলে যদি তাহার তজবীজ তাঁহার নিকটে শীঘ্র হইতে পারে কিম্বা অন্য কোন প্রকারেতে তাহার তজবীজ আপনার নিকটে হওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তবে সে মোকদ্দমা তলব করিয়া লইতে পারিবেন ইতি।

আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সোপর্দ্দ হইয়া বিচারাপেক্ষায় থাকা মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটসাহেব ফিরিয়া লইতে পারিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যে কোন আসিষ্টাণ্টসাহেবকে এই আইনমতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে তাঁহার মৃত্যু কি বদলী হওন কিম্বা ইস্তাফাকরণ মতে অন্য যে সাহেব তাঁহার কর্ম্মে মোকরর্ হন যাবৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবের প্রতি কোন হুকুম এবিষয়ে না হয় তাবৎ কখন কোন

বিশেষ ক্ষমতা পাওয়া আসিষ্টাণ্টসাহেবের স্থানে যে সাহেব নিযুক্ত হন্ শ্রীযুতের হুকুম বিনা তাঁহার উপরের উক্ত ক্ষমতা না হইবার কথা।

কোন প্রকারে তাঁহার উপরের উক্ত ক্ষমতা হইবেক না ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যখন শ্রী যুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে কোন জিলা কি শহরের আসিষ্টাণ্টসাহেবকে অর্পণহওয়া বিশেষ ক্ষমতা মৌকুফ করা উপযুক্ত বোধ হয় তখন ঐ শ্রীযুত তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেব আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতকে অল্পং অপরাধের মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জিলা ওশহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা তাঁহারদিগের হজুরে উপস্থিতহওয়া গালিগালাজ ও মারিপীট ও ক্ষুদ্রং হঙ্গামা অর্থাৎ ঝকড়া গণ্ডগোলের ন্যায় অল্পং অপরাধের বাবৎ এবং অল্পং যে সকল চুরীতে কিছু জোর জবরী না হইয়া থাকে তাহার বাবৎ সমস্ত মোকদ্দমা আপনং আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোককে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেব আসিষ্টাণ্টসাহেবের বিচারযোগ্য ফৌজদারী মোকদ্দমা মৌলবী ও পণ্ডিতকে সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব সাবেক আইনমতে ফৌজদারী যে সকল মোকদ্দমা ঐ আদালতের আসিষ্টাণ্টসাহেবের বিচারযোগ্য সে সমস্ত মোকদ্দমাও পণ্ডিত ও মৌলবী লোককে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ও ঐ সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দকরণ ও তজবীজকরণেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ও মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরা আইনের লিখিত হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত উপরের প্রকরণমতে আপনাকে সোপর্দ্দহওয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারও নিষ্পত্তিতে যেং হুকুমমতে কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রকরণানুসারে সোপর্দ্দহওয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২০ ধারার ও ঐ ধারার লিখিত অন্যং আইনানুসারে আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে যেং ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সেইং ক্ষমতা আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরো হইবেক জানান যাইতেছে যে ঐং আইনেতে ইহা লেখা গিয়াছে যে আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে যে কোন জনের প্রতি গালিগালাজ দেওন কি মারিপীট কিম্বা ক্ষুদ্রং হঙ্গামা অর্থাৎ গণ্ডগোল ও বিরোধকরণের অপরাধ সাবুদ হইবেক তাহার পক্ষে ১৫ পনেরো দিনের অধিক কয়েদের ও ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক জরীমানা দিবার ও তাহা না দিলে আর ১৫ পনেরো দিনের অধিক কয়েদের এতাবতা মোটে এক মাসহইতে অধিক দিন কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন না এবং অল্প চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে অপরাধির পক্ষে ৩০ ত্রিশ ঘা বেতের অধিক শারীরিক শাস্তির ও এক মাসের অধিক কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মৌলবী ও পণ্ডিতেরা যাহারদিগের পক্ষে কয়েদের হুকুম দেন যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেব তাহারদিগকে পায় বেড়ী দিয়া কয়েদ রাখা উপযুক্ত না বুঝেন্ তবে তাহারদিগের পায় বেড়ী দেওয়া যাইবেক না ইতি।

আদালতের মৌলবী ও

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোক আপনার

দিগকে

দিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে যে২ হুকুম দিয়া থাকেন তাহা লেখা কৈফিয়ৎ প্রতি মাসের ৫ তারিখে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবেক ও ঐ সাহেব তাহা দৃষ্টি করিয়া যদি ইহা বুঝেন্ যে ঐ হুকুমেতে কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে তবে তাহা শুধরিয়া ঐ কৈফিয়ৎ আর যে সকল রিপোর্ট দায়েরসায়েরী আদালতে ও সদর নিজামতে যাইবেক তাহার শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।

পণ্ডিত আপনাকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে দেওয়া হুকুমের কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৪ ধারা।

এই আইনের ৩ ধারাতে যে২ হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ৫ ধারামতে যে সকল সদর আমীন দেড় শত টাকার অধিক দাওয়ার দেওয়ানী মোকদ্দমার তজবীজকরণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং অন্য যে২ সদর আমীনেরা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কাছারীর মোকামেতে থাকে তাহারদিগেরো সহিত তাহারদিগকে উপরের উক্ত ক্ষমতা অর্পণ না হইয়া থাকিলেও সম্পর্ক রাখিবেক ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ঐ সদর আমীনদিগকে উপরের নিরূপিত প্রকারেতে ফৌজদারী মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ৫ ধারার উক্ত ক্ষমতাপাওয়া সদর আমীনদিগের সহিত এই আইনের ৩ ধারার হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—আসিষ্টাণ্টসাহেব কি সদর আমীনকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুমের উপর আপীলকরণের দরখাস্ত ঐ হুকুম হওনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে দাখিল না করিলে কোন প্রকারে তাহার আপীল মঞ্জুর হইবেক না এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দেওয়া হুকুমেতে নারাজ হওনমতে তাহা হওনের তারিখহইতেএক মাসের মধ্যে তাহার উপর আপীলের দরখাস্ত দায়েরসায়েরী আদালতের সদর মোকামে কিম্বা ঐ আদালতের কোন হাকিমের নিকটে ঐ হুকুমহওনের পরে প্রথম দওরার বৈঠক কালীন দাখিল না করিলে তাহা মঞ্জুর হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ইহা সাবুদ হয় যে দরখাস্তদেওনিয়া আপন দরখাস্ত অপার্য্যমাণ হওনহেতুক দাখিল করিতে পারে নাহি তবে মঞ্জুর হইতে পারে ইতি।

ফৌজদারী মোকদ্দমাতে আসিষ্টাণ্ট কি সদরআমীনের এবং মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দেওয়া হুকুমে নারাজ হইলে আপীল করিবার মিয়াদ নিরূপণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার নিমিত্তে নিরূপণহওয়া এক মাস মিয়াদের হিসাব ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লিখিত মতেতে হইবেক ইতি।

ঐ মিয়াদের হিসাব ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের মতে করা যাইবার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণের

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সা

লিখিত

লের ২২ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণ ও ১ প্রকরণের কতক হুকুম রদ হইবার কথা।

লিখিত সমস্ত কথা ও ১ প্রকরণের লিখিত কতক হুকুম যে এই অর্থে লেখাযায় যে পোলীসের চৌকীদারদিগের মাহিয়ানার নিমিত্তে পঞ্চাইতের মোকররকরা মামুল দিতে যাহারা নারাজ হয় তাহারা আপন দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া দাখিল করিবেক তাহা এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ৯ ধারানুসারে মোকররহওয়া মামুল দিতে নারাজ হইলে সাদা কাগজে দরখাস্ত দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি কেহ ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ৯ ধারার অনুসারে পঞ্চাইতের হুকুমে তাহার উপর মোকরর হওয়া মামুল দিতে নারাজ হইয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১৯ ধারার নির্দ্ধারিত হুকুম সত্ত্বেও সাদা কাগজে দরখাস্ত লিখিয়া দেয় তবে তাহা মাজিষ্ট্রেটসাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের লইতে হইবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে উপরের মজমুনে দরখাস্ত দিলে তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত মজমুনে কোন দরখাস্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে দাখিল হইলে তাঁহার ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১২ ধারার লিখিত হুকুমের মতাচরণ করিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের কোন জজসাহেব দওরাতে বৈঠককরণের সময়ে ইহা বুঝেন যে নিরূপণহওয়া মামুলের হার কোন প্রকারেতে অনুপযুক্ত বটে তবে তাঁহার উচিত যে ইহার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এই অর্থে লিখিয়া পাঠান যে যাহা তহকীক করা উচিত হয় তাহা করিয়া মামুলের হার শুধরা যাওনের নিমিত্তে চূড়ান্ত হুকুম হয় ইতি।

৭ ধারা।

সরকারের শাসিত দেশের মধ্যেতে উপট ও বদমাইশ লোক যাতায়াতকরিতে না পারিবার নিমিত্তে কএক হুকুম নির্দ্দিষ্ট হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ভিন্ন দেশী অনেক লোক আপনারদিগকে রাজা কিম্বা সম্পন্ন ও বিশিষ্ট লোক কি হিন্দুদিগের অবধারিত তীর্থস্থানে যাইতেছি কহিয়া হেতিয়ার বন্দ অনেক লোক জন সঙ্গে লইয়া সরকারের শাসিত দেশের মধ্যেতে লুঠপাটকরণের মনস্থে আইসে অতএব এ অসঙ্গত ক্রিয়ার নিবারণের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

অজ্ঞাত কুলশীল লোক অনেক লোকসমভিব্যাহারে পোলীসের কোন দারোগার সরহদ্দে আইলে তাহার যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরি ও বেঠিকানা ও সন্দেহহওয়া লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২০ ধারার প্রকরণের অনুসারে পোলীসের দারোগালোককে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত তাহার দিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে কোন লোক অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে যাতায়াত করিলে কি জমা হইলে যদি তাহারদিগের প্রতি ১ প্রকরণের লিখিত প্রকারের লোক হওনের সন্দেহ হয় তবে তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করে ও তহকীককরণের পরে যদি ঐ লোকেরা আপনারদিগের মাতবরী দারোগার নিকটে

সাবুদ

সাবুদ করিতে না পারে তবে তাহার উচিত যে তাহারদিগকে গ্রেপ্তারকরণের সমস্ত বেও রা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে লিখিয়া পাঠায় ও অতিআবশ্যক হওনমতে ঐ সকল লোককে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

পোলীসের দারোগার ঐ অজ্ঞাত কুলশীল লোকের ভাবগতিকের তহকীককরণের পরে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুম হওনপর্য্যন্ত তাহারদিগকে যাইতে না দেওয়া অনুচিত বোধ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি পোলীসের কোন দারোগা সন্দেহহওয়া লোকদিগের বিষয়ে উপরের প্রকরণের লিখিত নিয়মমত কার্য্য ও তহকীককরণের পরে তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠান কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুম পাওনপর্য্যন্ত তাহারদিগকে যাইতে না দেওয়া অনুচিত বুঝে ও তাহারদিগের ভাবেতে বিলক্ষণ প্রত্যয় না হয় তবে তাহার আবশ্যক যে পোলীসের এক কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন লোক তাহারদিগের সঙ্গে তাহারদিগের ভাব গতিকের খবরগিরী করিবার নিমিত্তে আপন এলাকার সরহদ্দপর্য্যন্ত তৈনাৎ রাখে ও আপন সরহদ্দের নিকটের পোলীসের আমলারদিগকে খবর দেয় যে সে থানার লোকেরা ঐ লোকদিগের পক্ষে উপরের লিখনমত আচরণ করে ইতি।

পোলীসের দারোগা অজ্ঞাত কুলশীল লোকদিগকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠাইলে ঐ সাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি পোলীসের কোন দারোগা তাহার সরহদ্দের মধ্যে সন্দেহহওয়া যে সকল লোক যাতায়াত করে কি জমা হয় তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠায় তবে ঐ সাহেবের উচিত যে ঐ লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ভাব ও বেওরার তহকীককরণের পরে তাহারদিগকে খালাসী দেন্ অথবা উপরের প্রকরণানুসারে তাহারদিগের খবরগিরী করিবার নিমিত্তে উপরের লিখন মতে কার্য্য করেন্ ও যদি ইহা বুঝেন্ যে ঐ সকল লোক অনাকারণ আইসে ও যায় কিম্বা তাহারা দূরদেশীয় লোক অথবা সরকারের শাসিত দেশভিন্ন অন্য দেশের লোক তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে ঐ সকল লোককে তাহারা যে দেশহইতে আসিয়া থাকে পুনরায় সেই দেশেতে অতিসাবধানপুর্ব্বক পঁহুছাইয়া দেন্ ইতি।

ভূম্যধিকারিইত্যাদিদিগের তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে অজ্ঞাত কুলশীললোকেরা আইলে তাহার সম্বাদ নিকটের পোলীসের আমলাকে দিতে হইবার ও না দিলে তাহারদিগের যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— প্রতিগ্রামের ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও সরবরাহকার ও পাটওয়ারী ও মণ্ডল মোকদ্দম ও চৌকীদার ও রক্ষক লোকের আবশ্যক যে যদি ঐ সকল লোকের ন্যায় কোন ব্যক্তি সমৃদ্ধি সুদ্ধা তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে আইসে তবে যত শীঘ্র হইতে পারে ততই শীঘ্র তাহার খবর তাহার সমস্ত বিষয়ের বেওরা ও তাহার আহওয়ালের ও ভাবের প্রতি হওয়া সন্দেহের হেতুসহিত নিকটেতে পোলীসের যে আমলা থাকে তাহার নিকটে দেয় ও যদি কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কিম্বা সরবরাহকার অথবা মণ্ডল কি পাটওয়ারী উপরের লিখিত সমাচার জানাইতে কিছু গাফিলী কি কসুর করে তবে তাহা সাবুদ হইলে সে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ১৩ ধারার লিখন মত জরীমানার ও ঐ আইনের নিরূপিত কয়েদের যোগ্য হইবেক ও যদি গ্রামের কোন চৌকী

 দার

দার কি রক্ষকহইতে এবিষয়েতে কিছু গাফিলী হয় তবে সে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৬ ধারার নিরূপিত শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

VOL. VI. 588.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH.

Translator of Regulation.

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোককে যে ক্ষমতা ও ভার অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ও ভার কোন ২ প্রকারেতে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগ্কে কি অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহারদিগ্কে দিবার এবং মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগ্কে কি অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহারদিগকে যে ২ ক্ষমতা অর্পণ হই য়াছে সেই২ ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবলোককে দিবার ও কালেক্টরসাহেবদিগের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্য বিবরিয়া লিখিবার এবং আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবদিগ্কে কি অন্য যে সাহেবেরা কোন পরগনার কি বিশেষ কোন সীমার মধ্যগত মহালের মালগুজারী তহসীলকরণের নিমিত্তে কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগের মোতালক অন্য কোন ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণার্থে মোকরর্ আছেন তাঁহারদিগ্কে অর্পণহওয়া কর্ম্মকার্য্য ও ক্ষমতা নিরূপণ করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রী যুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের তারিখ ১৯ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৭ সালের ৮ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৮ সালের ১ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৮ সালের ৯ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৭ সালের ১ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৬ সালের ১৪ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইহা বিহিত বোধ হইল যে কোন২ প্রকারেতে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহারদিগেরে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগ্কে অর্পণহওয়া সমস্ত ক্ষমতা কি তাহার মধ্যহইতে কোন২ ক্ষমতা দেওয়া যায় ও ঐ মত মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগেরে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগ্কে কি অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভার থাকে সেই সাহেবদিগ্কে অর্পণ হওয়া ক্ষমতা তাঁহারদিগের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহার্থে দেওয়া যায় ও কালেক্টরসাহেবদিগের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেবহইতে যে ২ কর্ম্মের নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা বিবরিয়া ও বেওরা করিয়া লেখা ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেব লোককে কি অন্য যে সাহেবলোক কোন পরগনার কি বিশেষ কোন সীমার মধ্যগত কোন মহালের মালগু

জারী

জারী তহসীলের কার্য্যে অথবা কালেক্‌টরসাহেবদিগের মোতালক কোন ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে মোকরর আছেন তাঁহারদিগকে অর্পণহওয়া কর্ম্মকার্য্য ও ক্ষমতা নিরূপণ করিয়া লেখা আবশ্যক ও উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতা রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত কালেক্‌টর কি অন্য সাহেবকে দিতে এবং ঐ মাজিষ্ট্রেটআদি সাহেবকে ঐ কালেক্‌টরসাহেব আদির ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোককে চলিত আইনানুসারে যে সকল ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতা সমুদয় কি তাহার মধ্যহইতে কোন২ ক্ষমতা মালগুজারীর কোন কালেক্‌টরসাহেবকে কি অন্য যে কার্য্যকারকসাহেবের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের ভার থাকে তাঁহাকে দিতে পারিবেন এবং ঐ শ্রীযুত কোন মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে কোন আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সরকারের মালগুজারী তহসীলের মোতালক কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি দিয়া মালগুজারীর কালেক্‌টরসাহেবদিগকে কি অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগকে অর্পণহওয়া সমুদয় ক্ষমতা কি তাহাহইতে কোন২ ক্ষমতা ঐ মাজিষ্ট্রেটইত্যাদি সাহেবকে দিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি আসিষ্টাণ্ট সাহেব রাজস্ব তহসীলের ভারে নিযুক্ত হওনমতে তাঁহারদিগের হলফ করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকরণের ভার অর্পণ হয় তবে তিনি তাহাতে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ২৫ ও ২৬ ধারার লিখিত পাঠেতে হলফ করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত কালেক্‌টর কি অন্য সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ভারার্পণ হওনমতে তাহারদিগের হলফ করিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি মালগুজারীর কোন কালেক্‌টরসাহেবকে কি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিবার ভার হয় তবে তাঁহার ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ও ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত পাঠেতে হলফ করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সাহেবদিগের মোতালক কর্ম্মকার্য্যের দৃষ্টে ঐ হলফনামার পাঠের ফেরফার হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কোন মাজিস্ত্রেট কি জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবকে কিম্বা মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেবকে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মকার্য্য করিবার ভার হয় তবে তাঁহারদিগের ঐ সকল কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম এবং সরকারের মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি ইহার পরে হয় তাহার লিখিত সমস্ত হুকুম আপনারদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়া জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

মাজিস্ত্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট্‌ কি আসিষ্টাণ্ট সাহেব রাজস্ব তহসীলের মোতালক কর্ম্মনির্ব্বাহ করণে যেং হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন কালেক্টরসাহেব কি সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবকে মাজিস্ত্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণের ভার হয় তাঁহারা ঐ ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণেতে ঐ ভারের বিষয়ে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি ইহার পরে হয় তাহার লিখিত হুকুম ও উপকার আদালতের সাহেবেরদিগের যে সকল বিষয়ের শুধরণ ও ফেরফারকরণের ক্ষমতা আছে সেং বিষয়েতে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

রাজস্বতহসীলের ভারাক্রান্ত কালেক্টর কি অন্য সাহেব মাজিস্ত্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিস্ত্রেটের ভার পাইলে যেং হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৫ ধারা।

যেং মাজিস্ত্রেট্‌সাহেব কি জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট্‌সাহেব কি আসিষ্টাণ্টসাহেবকে এই আইনানুসারে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মের ভার হয় তাঁহারদিগের ও সরকারের রাজস্বতহসীলের ভারাক্রান্ত কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে মাজিস্ত্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট্‌ সাহেবের ভারেতে নিযুক্ত করা গেলে ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের ঐ দুই ভারের কাগজ পত্র এতাবতা আদালতের সিরিশ্‌তার কাগজ ও তহসীলের সিরিশ্‌তার কাগজ আলাহিদাং রাখিতে হইবেক ইতি।

আদালতের ও তহসীলের সিরিশ্‌তার কাগজ ভিন্নং রাখিবার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— চলিত আইনের লিখিত যেং হুকুমমতে কালেক্টরসাহেবদিগের নামে তাঁহারা আইনের অন্যমতে আপনং ভারের কর্ম্ম করিলে জিলা ও শহরের আদালতে নালিশ হইতে পারে সেং হুকুম মাজিস্ত্রেট্‌ কি জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট্‌ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরো সহিত তাঁহারা সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মের ভার পাইয়া আইনের অন্যমতাচরণ করিলে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

মাজিস্ত্রেট্‌ কি জাইণ্টমাজিস্ত্রেট্‌সাহেবহইতে সরকারের রাজস্ব তহসীলের কর্ম্মেতে আইনের অন্যমতাচরণ হইলে তাঁহারদিগের সহিত যেং হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে যদি কোন সাহেব উপরের নিরূপিত মতানুসারে

জিলা কি শহরের জজ

সাহেব সেই জিলা কি শহরেতে কালেক্টরী কর্ম্মের ভার পাইয়া আইনের অন্যমতাচরণ করিলে তাহার তজবীজ যে আদালতে হইবেক তাহার কথা।

সারে কোন জিলা কি শহরেতে কালেক্টরী কর্ম্মের ভার পাইয়া সরকারের আইনের অন্যমতাচরণ করেন ও ঐ সাহেব সেই জিলা কি শহরেতে জজী ভারেও নিযুক্ত থাকেন্ তবে তাঁহার মোকদ্দমার তজবীজ সে জিলা কি শহরের আদালতে না হইয়া ঐ জিলা কি শহর যে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের তাবে হয় সেই প্রবিন্স্যাল কোর্টে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

সরকারের রাজস্ব তহসীলের ভারপাওয়া মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সে জিলা কি শহরের জজী ভার না রাখণমতে মালগুজারীর বাকীইত্যাদির বাবৎ নালিশ দরপেশকরণেতে যে২ হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

যে সকল চলিত আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের মালগুজারীর বাকীর বাবৎ কি অন্য ২ বিষয়ের বাবৎ নালিশ জিলা কি শহরের আদালতে করিতে হয় কোন জিলা কি শহরেতে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মের ভারে নিযুক্তহওয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কি আসিষ্টাণ্টসাহেবের যদি তাঁহারা সেই জিলা কি শহরেতে জজী ভারে নিযুক্ত না থাকেন তবে ঐ সকল আইনের লিখিত যে২ হুকুম কালেক্টরসাহেবদিগের উপদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই২ হুকুম ঐ সকল নালিশকরণের বিষয়ে আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের সংখ্যা ও অধিকারের সীমা নিরূপণ করিতে এবং তাঁহারদিগের ক্ষমতা কোম্পানির চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে দিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে প্রত্যেক কালেক্টরসাহেবের অধিকারের সীমাসরহদ্দের ফেরফার হওনের বিষয়ে ও মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত কালেক্টরসাহেবদিগের সংখ্যার বিষয়ে আপন বিহিত বিবেচনাতে যখন হুকুম উপযুক্ত বুঝিবেন তাহা দিতে পারিবেন এবং ঐ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যের কোন সাহেবকে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের ভারসম্পর্কীয় সমুদয় ক্ষমতা কি তাহার মধ্যহইতে কোন২ ক্ষমতা যে মহাল কি মহালের সীমাসরহদ্দের নিরূপণ উপরের নিরূপিত মতানুসারে হইবেক তাহার নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারিবেন ও এমত২ সাহেবের আপনারদিগের প্রতি ভারহওয়া কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহ কালেক্টরসাহেবদিগের ভারসম্পর্কীয় সমস্ত নিয়মমতে করিতে হইবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা আপন২ তাবে কোন সাহেবকে কালেক্টরসাহেবদিগকে দেওয়া ক্ষমতার্পণ করিতে পারিবার ও

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবেরা রাখেন তাঁহারা আপনারদিগের তাবে কোন সাহেবকে বিশেষ কোন সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে কালেক্টরী ভারের কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগের মত ক্ষমতা দিয়া পাঠাইতে পারিবেন কিন্তু এমতে ঐ সাহেবদিগের যে দিবস এমত সাহেবকে উপরের নিরূপিত মতানুসারে পাঠান্ সেই দিবসেই কি তাহার পরে সাধ্য

পক্ষে

পক্ষে যত শীঘ্র হইতে পারে ততই শীঘ্র শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে তাহার সমাচার পাঠাইয়া দিতে হইবেক ইতি।

তাহার সম্বাদ শ্রীযুতের হজুরে দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্যহওনহেতুক কি অন্য হেতুপ্রযুক্ত তাহার নির্ব্বাহ নিজে করিতে না পারণমতে আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার ভার আপন২ তাবে আসিষ্টাণ্টসাহেবকে বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে দিতে পারিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কালেক্টরসাহেব আসিষ্টাণ্টসাহেবকে কোন বিষয়ের তদারকের নিমিত্তে সরেজমীতে কিম্বা সরকারের মালগুজারী তহসীলের মোতালক অন্য২ কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে পাঠান্ তবে ঐ কালেক্টরসাহেবের তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার আপন এলাকা বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউর অথবা বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হজুরে দিতে হইবেক ইতি।

যে মতেতে কালেক্টর সাহেবেরা আপন ২ তাবে আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে আপন২ কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার দিতেপারিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— আসিষ্টাণ্টসাহেবের আপনার প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ২৫ ও ২৬ ধারার লিখিত পাঠে সরকারের রাজস্ব তহসীলের ভারাক্রান্ত কোম্পানি বাহাদুরের চাকর সাহেবদিগের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া প্রকারেতে হলফ করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করিতে হইবেক ইতি।

আসিষ্টাণ্টসাহেব প্রাপ্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে হলফ করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যে আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব.লোককে কালেক্টর সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া সমুদয় ক্ষমতা কি তাহার মধ্যহইতে কোন২ ক্ষমতা দেওয়া যায় সর্ব্ব প্রকারেতে তাঁহারদিগের সরকারের রাজস্ব তহসীলের বিষয়ে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক তাহার লিখিত হুকুমের যে কিছু তাঁহারদিগের প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মকার্য্যের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক এবং তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহ অতিযথার্থ ও ধর্ম্মক্রমে করেন্ ও যদি আপন ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে আইনের লিখিত হুকুমের অন্যমতাচরণ করেন্ তবে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের নামে নালিশ হওনের মতে তাঁহারদিগের নামেও নালিশ দরপেশ হইতে পারিবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবদিগের ভারপাওয়া আসিষ্টাণ্ট কি অন্য কার্য্যকারকেরা আপনারদিগের মোতালক কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহকরণতে যেং হুকুমমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.